লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ১৮তম সংখ্যা

৩১ মার্চ, ২০০৬ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

মসীহ্ মাওউদ দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য

এ যুগে ইসলামের চরম দুর্দিনে, ইসলামের সাহায্যকল্পে আল্লাহ্তাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীরূপে আবির্ভূত করেছেন। তিনি (আঃ) আল্লাহ্তাআলার নির্দেশে আজ থেকে ১১৭ বছর আগে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানার সুফী আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে সর্বপ্রথম বয়াত নেন। এতে ৪০ জন পবিত্রাত্মা ব্যক্তি তাঁর পবিত্র ও মোবারকমন্ডিত হাতে বয়াত নেয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। এই বয়াতের মধ্য দিয়ে সেদিন ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা,নতুন জাগরণের সূচনা হয়। সেদিন ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের প্রত্যয় নিয়ে জগতের ভাগ্য পরিবর্তনকারী ঐশী জামাত, 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত'-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেদিন থেকে প্রতি বছর ২৩ শে মার্চকে মসীহ্ মাওউদ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়।

সূচনা লগ্ন থেকে এই জামাত ও এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার চরম বিরোধিতা হয়েছে। বিরোধিতা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এতে যোগ দেয় হিন্দু, খৃষ্টানরাও। চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্ভয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তবলীগ করে গেছেন। এক মুহূর্তও সত্যের প্রচার থেকে বিরত থাকেননি। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি ৮৮খানা পুস্তক রচনা করেছেন। ৯০ হাজারের মত চিঠি লিখেছেন। অনেক জায়গায় সফর করেছেন। নিজের মিশন সম্পর্কে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন–

হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হবে না যে, খোদাতাআলা এমন প্রয়োজনের সময়, গভীর অন্ধকারের দিনে এক স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করবার জন্য খায়রুল আনাম [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)]-এর নূর প্রচার করবার জন্য এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি এ বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন.....

এখন সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল। (ফতেহ্ ইসলাম)

বাস্তবেও এটাই হয়েছে। যে জামাতের যাত্রা অচেনা, অপরিচিত গ্রাম কাদিয়ান থেকে ৪০ জনের ছোট্ট একটি দলকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। সে জামাত তাঁর জীবদ্দশাতেই পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায়, ৪ লক্ষের মত লোক তাঁর পবিত্র হাতে বয়াত করে, তাঁর তবলীগ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকদের কাছে পৌছে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর রোপিত এ জামাতের বর্তমান চিত্র হচ্ছে, এটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়। আজ পৃথিবীর ১৮২টি দেশে ছড়িয়ে গেছে, ১৫ হাজার মসজিদ ও ১৮ হাজারের অধিক জামাত সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারাবিশ্বে এক অতি সুপরিচিত নাম। আর সেদিনও বেশি দূরে নয়, যখন সারাবিশ্ব ছেয়ে যাবে আহমদীয়াতের পতাকায় এবং মানুষ শান্তির আশায় আশ্রয় নেবে এর ছায়ায়। ঐ দিন শীঘ্রই জগত দেখুক। আমীন।

৩১ মার্চ, ২০০৬

সূচীপত্র — পৃষ্ঠা নং

- **কুরআন শরীফ** ৩
- **হাদীস শরীফ** ৪
- **অমৃতবাণী** ৫
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ৬-১২
  কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করা উচিত
  হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ-মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ১৩-১৭
  অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষার তাৎপর্য এবং গুরুত্ব
  হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ- *আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র** ১৮-২০
  সংকলন- *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ- *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- **প্রেক্ষাপট পঞ্চম খেলাফত** ২১-২৩
  খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখা সুসংবাদবাহী স্বপ্নগুলি
  মূল- মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ
  অনুবাদ- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন
- **আহমদীয়ত** ২৪-২৫
  মূল- কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল
  অনুবাদ- আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
- **খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী** ২৬-২৮
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **মুলাকাৎ** ২৯-৩১
  সংকলন ঃ মরহুম নূরুদ্দীন আমজাদ খাঁন চৌধুরী
- কবিতা ৩২
  সীমা চৌধুরী
- **হজ্জের দর্শন ও আমার অভিজ্ঞতায় হজ্জ-২০০৬** ৩৩-৩৪
  আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম
- **হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সাহাবীদের মালী কুরবানী** ৩৫-৩৭
  অনুবাদ- কওসার আলি মোল্লা
- **তিন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর কারাগারের দিনগুলি** ৩৮-৩৯
  মৌলবী শাহ আলম খান
- **সংবাদ** ৪০-৪২

প্রচ্ছদ ঃ তেবাড়িয়া জামাতে অনুষ্ঠিত রাজশাহী অঞ্চল-২ এর প্রথম আঞ্চলিক সালানা জলসা-২০০৬

সৌজন্যে ঃ প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি মাসুদ আহমদ কুরাইশী

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا
وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

১০২। আরও কিছু লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। এরা ভাল কাজকে মন্দ কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলেছে।[১২১৪] খুব সম্ভব আল্লাহ্ এদের তওবা কবুল করে এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

১০৩। তাদের ধন-সম্পদ থেকে তুমি ধান-খয়রাত গ্রহণ কর। এর মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর, আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর; নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্য বিশেষ প্রশান্তির কারণ এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ
يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

১০৪। তারা কি জানে না, একমাত্র আল্লাহ্ই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং দান-খয়রাতও গ্রহণ করেন, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ
وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৫। এবং তুমি বল, 'তোমরা কাজ করে যাও। আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং মু'মিনরাও অবশ্যই তোমাদের কাজ-কর্ম লক্ষ্য করবেন এবং তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্র নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে নেয়া হবে, এরপর তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন'।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ
عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৬। আরও কিছু লোক আছে, যাদেরকে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়[১২১৬] রাখা হয়েছে–তিনি তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা তাদের তওবা কবুল করে অনুগ্রহও করতে পারেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২১৪। 'দু'বার' এ উক্তি শাস্তির প্রকার ভেদের প্রতি ইঙ্গিত না-ও হতে পারে, বরং এ শাস্তির কাল নির্দেশ করে যা ৯:১২৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর মর্ম এরূপও হতে পারে যে, এক থেকে দুই বছর ধরে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, অর্থাৎ শাস্তি যদি বছরে দু'বার পতিত হয়, তারা তা এক বছরেই পাবে; একবার আসলে তা দু'বছর যাবৎ চলতে থাকবে।

১২১৫। এ আয়াত সেসব মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হতে পারে যারা রেহাই পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু তাদের পশ্চাতে থেকে যাওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট কারণ ছিল না। তাদের সংখ্যা মতান্তরে সাত হতে দশ। নিজ অপরাধের জন্য তাদের স্ব-আরোপিত দন্ডস্বরূপ, তারা মদীনার মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছিল এবং যখনই আঁ হযরত (সঃ) নামায পড়তে মসজিদে প্রবেশ করতেন, তারা রসূল পাক (সঃ)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। নবী করীম (সঃ) উত্তরে বলতেন–আল্লাহ্তাআলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। যখন এ আয়াত নাযেল হলো তখন তাদেরকে মুক্ত করে দিতে আদেশ দেয়া হলো।

১২১৬। এসব ব্যক্তিবর্গ হলেন হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ), মুরারাহ্ ইবনে রাবি (রাঃ) এবং কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)। নবী করীম (সঃ) ঐশী নির্দেশে এসব লোক সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছিলেন (বুখারী)।

হাদীস শরীফ

মু'মিনগণের ভালবাসা

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

অর্থাৎ এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে তোমরা তাদের মৃত বল না। তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৫৫)

হাদীস ঃ

আন আবদিল্লাহিবনে সলাবাতা ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লেকাতলা উহুদিন যাম্ মেলুহুম বেদিমারিহিম ফাইন্নাহু লায়সা কালমুন ইউকলামু ফীল্লাহি ইল্লা ইয়াতি ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইয়াদমী লাওনুহু লাওনাদ্ দামে ওয়া রীহাহু রীহাল মিস্‌কে (নেসাঈ)

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সলাবাতা বর্ণিত যে, উহুদের শহীদ সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, তাদের রক্তাক্ত কাপড়ে দাফন কর, কেননা, আল্লাহ্‌র জন্য যারা আহত হন কেয়ামতের দিন সেই ক্ষত হতে রক্ত ঝড়বে। সেই রক্তের রং রক্তের রং এর মত হবে। কিন্তু উহা হতে কস্তুরির (মৃগনাভির) সুগন্ধি আসবে (নেসাঈ)।

ব্যাখ্যা ঃ এ পৃথিবীতে মানুষ নিজের জীবনকে সবচে' বেশি ভালোবাসে। বস্তুতঃ এ দুনিয়াতে যা কিছু করে সবই মানুষ নিজের বেঁচে থাকার জন্যে করে। কিন্তু যারা খোদাকে সবচাইতে প্রিয় জ্ঞান করে তারা নিজের সব কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করে না। যারা নিজ প্রাণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়, এমন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকদের ইসলাম শহীদের মর্যাদা দান করেছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর রাস্তায় মৃত্যু বরণকারীদের মৃত বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তারা জীবিত। তাদের উদ্যম, নেকী, তাকওয়া ও খোদা-প্রেমের কল্যাণে এ পৃথিবী-কিয়ামতকাল অবধি আশীষ পেতে থাকবে।

ইসলামে শাহাদাতের মর্যাদা এত বড় যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। উহুদের ময়দানে হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আঁ হুযূর (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন হুযূর যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তো কোথায় থকবো। তিনি (সঃ) বললেন, সোজা জান্নাতে।

এ যুগে আখারীনগণ অর্থাৎ আহমদীগণ সাহাবাদের সেই সুন্নতকে জীবিত রেখেছেন। আহমদীদের প্রাণাধিক প্রিয় হলো খোদাতাআলার সন্তুষ্টি ও রসূল-প্রেম। আজ একশ' বছরের অধিক হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুরআন ও সুন্নতে-রসূলকে রক্ষা কবচ জেনে, মেনে ও বাস্তবায়িত করে উহার উপর আমল করে যাচ্ছে। আমাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও যুলুম এমন কি আমাদের লোকদের শহীদও করা হয়েছে ও হচ্ছে। তবুও আমাদের মুখে এই কথা–ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। এবং প্রাণহরণকারীদের কাছে আমাদের কথা। হে অদূরদর্শী! উম্মতের শহীদদের রক্ত বিফল হয়েছিল কবে যে, এখন হবে?

প্রতিটি শাহাদৎ তোমরা দেখতে দেখতে ফুলে ফুলে সুশোভিত হবে, ফল দান করবে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) শহীদের যে মর্যাদা বর্ণনা করেছেন তা এক মু'মিনের জীবনের কাম্য। খোদা এ মর্যাদা সবাইকে দেন না। সুতরাং সৌভাগ্যবান তারা যারা এ পৃথিবীতে নিজেদের জীবন খোদার রাস্তায় বিলিয়ে দিয়ে সূরা নিসার ৭০ নম্বর আয়াত অনুযায়ী শাহাদতের পুরস্কার অর্জন করেছেন। ইসলামের জন্য শাহাদতবরণকারীদের প্রতি সালাম।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্**

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হযরত আকদস (আঃ)-এর দ্বিতীয় বক্তৃতা ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭ যুহরের নামাযের পর একটি কাশ্‌ফ

এখন আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের জীবনের যেহেতু কোন নিশ্চয়তা নেই সেজন্য আমার মনে হয়, যে সকল বন্ধু আজ এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আগামী বছর সকলে হয়তো একত্রিত না-ও হতে পারেন। এরই মধ্যে আমি কাশফে (দিব্যদর্শন) দেখেছি যে আগামী বছর কয়েকজন বন্ধু দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তবে আমি বলতে পারছি না কোন কোন বন্ধু এই কাশ্‌ফের লক্ষ্যবস্তু। এই কাশ্‌ফের উদ্দেশ্য, যা আমি বুঝতে পেরেছি, তা হলো–

প্রত্যেকেই পরকালের যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রত্যেকেরই পরকালের যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে। যেমন এখনই আমি বলেছি যে, আমাকে (কাশ্‌ফে) কারো নাম বলা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে আমি খুব ভালভাবে জানি যে, 'নিয়তির'-এক নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং এই অস্থায়ী পৃথিবীকে একদিন ছেড়ে যেতে হবে। সুতরাং একথা বলা অতি জরুরী যে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বন্ধু যারা এখন উপস্থিত রয়েছেন তারা আমার কথাগুলো কোন গাল-গপ্পের মত যেন মনে না করেন। বরং এগুলো হলো আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের উপদেশবাণী যিনি পরম শুভাকাঙ্খী, প্রকৃত মঙ্গল এবং পূর্ণ দরদভরা অন্তরে কথাগুলো বললেন।

আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব

সুতরাং আমি আমার বন্ধুগণকে অবহিত করছি ; খুব স্মরণ রাখবেন, মনযোগ দিয়ে শুনবেন এবং অন্তরে স্থান দেবেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা তো তাঁর কিতাব পবিত্র কুরআনে আপন সত্তা ও একত্বকে (তওহীদকে) শক্তিশালী ও সহজ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে রেখেছেন যে, তিনি এক মহান অস্তিত্ব এবং জ্যোতিঃ। সেই ব্যক্তি যে এই পরাক্রমশালী সত্তার ক্ষমতা ও বিষয়াবলীকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয়, তাহলে সত্যি জেনে রাখুন সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্য। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বিরাট অস্তিত্ব ও পরাক্রমশালী সত্তার প্রমাণ সম্বন্ধে বলেছেন–"তোমাদের কি সেই আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা?" (১৪ ঃ ১১)। দেখ, এটা অতি সাদাসিদে কথা যে, সৃষ্ট বস্তুকে দেখে তার স্রষ্টাকে স্বীকার করতে হয়। ভাল জুতা ও বাক্স দেখে সাথে সাথেই ওগুলোর প্রস্তুতকারকের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিতে হয়। কিন্তু অতীব আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বে কীভাবে অস্বীকৃতির অবকাশ থাকতে পারে? এরূপ স্রষ্টার অস্বীকৃতি কীরূপে সম্ভব যাঁর হাজার হাজার বিষয়াবলী দ্বারা সারা আকাশ ও পৃথিবী ভরপুর! সুতরাং নিশ্চিত জেনে রেখো, ঐশী বিষয়াবলী ও সৃষ্টিকর্ম যা মানুষের শক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও যদি কোন অর্বাচীন খোদাতাআলার অস্তিত্ব ও সত্তায় সন্দেহ পোষণ করে তা'হলে সেই হতভাগ্য শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে আছে। তার ক্ষমা প্রভর্থনা করা উচিত। খোদাতাআলার অস্তিত্বের অস্বীকৃতি যুক্তি-প্রমাণ ও দিব্যদর্শন ভিত্তিক নয় বরং সকল মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা, বিষয়াবলী সকল সৃষ্ট জগত ও সৃষ্ট কর্মসমূহ যা আকাশ ভূ-পৃষ্ঠে ভরপুর তা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চরম দৃষ্টিহীনতা।

অনুবাদ–মোহাম্মাদ ফজলুল করীম মোল্লা

অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষার তাৎপর্য এবং গুরুত্ব

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস কর্তৃক ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪তারিখ মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ৭৭ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

এর অর্থ হলো ঃ 'প্রকৃতপক্ষে যে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন'।

আজকালকার সমাজে এটাও একটা সাধারণ ব্যাধি, কথা দাও তো অস্বীকার করো, অঙ্গীকার কর তো তা পূর্ণ করতে টাল-বাহানা করো, যখনই কোন প্রতিজ্ঞা কর তো একে ভঙ্গ করতে বাহানা অন্বেষণ করো। কেননা, অন্য পক্ষের সুযোগ-সুবিধা বেশ চোখে পড়ে। আর এসব বিষয় ব্যক্তিগত পর্যায়েও এবং যেখানে দশজন মিলে মিশে কাজ করে সেখানে এমন কি সাধারণ অংশীদারী কারবারেও। দুর্ভাগ্যবশত দেশে দেশেও যখন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে ও বাড়াবাড়ি করতে থাকে। বিশেষ করে যখন কোন ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশের মাঝে কোন চুক্তি হয় তখন কখনও কখনও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের খাতিরে চাপ প্রয়োগ করে আর চাপের কাছে বশ্যতা স্বীকারে যদি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন চুক্তি ভঙ্গ আরম্ভ হয়ে যায়। অতএব এটা এমন এক মন্দ কর্ম যা ব্যক্তিগত চুক্তি থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক চুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা আমাদের কাছে কী চান? তিনি বলেছেন, তোমরা যদি আমার ভালবাসা চাও আর যদি চাও যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি এবং এটা যদি চাও, আমি তোমাদের দোয়া শুনি তাহলে তাকওয়া অবলম্বন কর, আমাকে ভয় কর, আমার শিক্ষার ওপর আমল কর। আর শিক্ষার মাঝে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা, নিজেদের প্রতিজ্ঞাগুলোকে সংরক্ষণ করা। তাই কুরআন করীম বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন অবস্থায় অঙ্গীকারের সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে এমন সব প্রসঙ্গে আলোকপাত করছে। কুরআন করীম বলেছে, পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে আল্লাহ্র অধিকার ও বান্দাদের অধিকার আদায় করো আর এগুলো আদায় করতে গিয়ে আল্লাহ্তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারও পুরো করো এবং বান্দার সাথে কৃত চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাগুলোর ওপরও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে যত্নবান হও।

কুরআন করীম বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন অবস্থায় অঙ্গীকারের সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে এমন সব প্রসঙ্গে আলোকপাত করছে। কুরআন করীম বলেছে, পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে আল্লাহ্র অধিকার ও বান্দাদের অধিকার আদায় করো আর এগুলো আদায় করতে গিয়ে আল্লাহ্তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারও পুরো করো এবং বান্দার সাথে কৃত চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাগুলোর ওপরও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে যত্নবান হও।

ইমাম বুখারী তাঁর তফসীরে লিখেন–আউফ বিল আহদি [অর্থাৎ তোমরা আমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর-২ ঃ ৪১) খোদওন্দতাআলার এ আদেশের সদৃশ-ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ আওফূ বিল 'উকূদি অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকারগুলোকে পূর্ণ কর-৫ঃ২) আর এ বক্তব্যে সব রকম অঙ্গীকার যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গীকার, অংশীদারিত্বের অঙ্গীকার, অধীনস্থদের সাথে অঙ্গীকার, দৃষ্টির অঙ্গীকার, সন্ধির অঙ্গীকার, ও বিয়ে-সাদীর অঙ্গীকার প্রভৃতি সব অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা হয়, সংক্ষিপ্ত কথা এই এ আয়াতের উদ্দেশ্য, দু'জন মানুষের মাঝে যে অঙ্গীকার করা হয়ে থাকুক এতদনুযায়ী উভয়ের এটা পুরো করা অবশ্য কর্তব্য (তফসীর কবীর, ইমাম রাযী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৫)।

এখন দেখুন আজকাল কী হচ্ছে! অনেক কলহ্-বিবাদ এ কথা নিয়ে হয়ে থাকে, বিক্রেতা বলে থাকে, আমি অমুক জিনিস এত সংখ্যায় দিয়েছি বা যদি জায়গা-জমির বিষয় হয় তাহলে এত শতাংশ দিয়েছি আর চুক্তিতে এতটাই লেখা রয়েছে কিন্তু আসলে সময় কালে অন্য রকম

হয়ে থাকে। এখন বিক্রেতা নিজ কর্মের কারণে এ কেনা-বেচার অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আর কলহ-বিবাদ হয়ে থাকে। আর এ বিবাদ কাযা বিভাগে পৌঁছে। আদালত ও দারোগা-পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছায়। মামলা-মোকদ্দমা রুজু হয়ে থাকে। অতএব এ পক্ষ তো অঙ্গীকার ভঙ্গকারীতে পরিণত হয়ে থাকে আর অন্য পক্ষ হয় অধৈর্য ও ভীরুতার শিকার। আবার যেভাবে ইমাম রাযী লিখেছেন, অংশীদারী ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে। এতে অঙ্গীকার পালন করা খুবই জরুরী। চুক্তি হয়ে থাকে, যার যতটা অংশ হয় যতটা শেয়ার থাকে এতদনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য হবে। আর কে কোন কাজ করবে, কে কতটা পুঁজি খাটাবে প্রভৃতি। কিন্তু কোন দলে যদি অবিশ্বস্ত তা জন্মে যায় তাহলে পরে এর সাথেই অঙ্গীকার ভঙ্গের কাজ শুরু হয়ে যায়। চুক্তি ভঙ্গও আরম্ভ হয়ে যায়। পরে কলহ-বিবাদও আরম্ভ হয়ে যায়। এতে বংশের লোকও এসে যোগ দিতে থাকে।

সাধারণ দৈনন্দিন কাজ-কর্মেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়ে থাকে। আর হতে হতে কখনও এসব বিষয় ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহের রূপ নিয়ে থাকে। ঝগড়া-বিবাদের পরে মীমাংসার কোন পথ সৃষ্টি হলে সন্ধি করা হয় আর যখন মীমাংসাকারী সংস্থা দু'টি দলের মাঝে মীমাংসা করায় তখন সেখানে সন্ধি হয়, অঙ্গীকার করা হয়, সব ঠিক মত থাকবে। কখনও লেখা-পড়াও হয়ে থাকে। কিন্তু সন্ধি করার পর কখনও কখনও অফিস বা আদালতের বাইরে আসলেই মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হয়ে যায়। কোন অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার ধার ধারে না। আবার বিয়ে-শাদীর অঙ্গীকার রয়েছে দু'টি দলের ব্যাপার। এটা পুরো করা হয় না। এ অঙ্গীকার তো একটি জনসমাগমের স্থানে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তাকওয়ার শর্তসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার শর্তের সাথে করা হয়ে থাকে, এরও পরওয়া করে না। স্ত্রীদের অধিকার আদায় করে না। তাদের ওপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও সাংসারিক খরচে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করা হয় না, যদিও বিয়ের সময় খুবই আত্মম্ভরিতার সাথে দাঁড়িয়ে সবার সামনে এ ঘোষণা করে ছিলো, অবশ্যই আমরা এ মোহরানার ওপর বিয়ে যথাযথ অনুমোদন করছি। এখন জানা নেই এসব লোক দুনিয়াকে দেখাবার জন্যে মোহরানা অনুমোদন করে বা অন্তরে প্রথমেই এ নিয়্যত পোষণ করে থাকে যে, মোহরানা যা-ই নির্ধারিত করা হোক লিখিয়ে নাও কি দেবো তা তো আমাদের ব্যাপার। এমন লোকদের সমীপে এ হাদীস উপস্থাপন করা আবশ্যক। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি এই নিয়্যতে মোহরানা নির্ধারণ করায় সে ব্যভিচারী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ কৃপা করুন! আমাদের মাঝে এক শতাংশের কম লোকও যদি এমন হয়, হাজারে একজন হলেও আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক। কেননা, পুরনো আহমদীদের তরবিয়তের অবস্থান ও মান উচ্চ হলে ভবিষ্যতে আগমনকারীদের তরবিয়তও সঠিক হতে পারে। এজন্যে অনেক গভীরে গিয়ে এসব কথার প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য।

আল্লাহ্ কৃপা করুন! আমাদের মাঝে এক শতাংশের কম লোকও যদি এমন হয়, হাজারে একজন হলেও আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক। কেননা, পুরনো আহমদীদের তরবিয়তের অবস্থান ও মান উচ্চ হলে ভবিষ্যতে আগমনকারীদের তরবিয়তও সঠিক হতে পারে। এজন্যে অনেক গভীরে গিয়ে এসব কথার প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য।

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেন, ওয়া আওফূ বি'আহদিল্লাহি ইযা 'আহাত্তুম ওয়ালা তানকুযুল আই মানা বা'দা তাওকীদিহা ওয়া ক্বদ জাআলতুমুল্লাহা 'আলায়কুম কাফীলা-ইন্নাল্লাহা ইয়া'লামু মা তাফ'আলূন অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর- যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করো না, কেননা, তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিন করে নিয়েছ। তোমরা যা করছো আল্লাহ্ নিশ্চয় তা ভালভাবে জানেন (সূরা নাহলঃ ৯২)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা খোদাতাআলার সাথে যে অঙ্গীকার কর একেও পূর্ণ করো আর আপোষে তোমাদের মাঝে যে চুক্তি হয়ে থাকে একেও ভঙ্গ করো না অর্থাৎ যখন তোমরা খোদাতাআলাকে জামিন রেখে কোন মানুষের সাথে চুক্তি কর তখন একে অবশ্যই পূর্ণ কর। কেননা, তোমরা খোদাতাআলাকে জামিন নিযুক্ত করেছো। অতএব খোদার নাম নিয়ে কৃত চুক্তিগুলোকে যদি তোমরা ভেঙ্গে ফেল তাহলে তোমরা খোদাতাআলার দুর্নাম রটনাকারী বলে গণ্য হবে এবং তা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে ছাড়বে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, এসব অঙ্গীকার পূর্ণ কর যেগুলোতে তোমরা আল্লাহ্‌তাআলাকে জামিন নিযুক্ত করেছ। এর উদ্দেশ্য এটা নয়, অন্যান্য অঙ্গীকার পুরো না করলে কোন অপরাধ নেই। কেননা, খোদায়ী অঙ্গীকারে সত্য কথা বলাও অন্তর্ভুক্ত। বরং এ শব্দাবলীতে এ বিষয়-বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেসব অঙ্গীকার পালন করা মানুষের ওপর ফরয যার জামিন আল্লাহ্‌তাআলা আর যেসব অঙ্গীকারের আল্লাহ্‌তাআলা জামীন নন এসব পুরো করা আবশ্যকই নয় বরং পাপও। তাই এর উদ্দেশ্য এই, প্রত্যেক সেই অঙ্গীকার যা ন্যায়-বিচার ও সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এর জামিন হয়ে থাকেন আল্লাহ্‌তাআলা, আল্লাহ্‌তাআলার নাম নেয়া হোক বা না হোক। যে অঙ্গীকারেরই ভিত্তি ন্যায়-বিচার ও সত্যতার ওপর। আল্লাহ্‌তাআলার নাম নেয়া হোক বা না হোক এরই জামিন হয়ে থাকেন আল্লাহ্‌তাআলা। যে অঙ্গীকারই ন্যায়-বিচার ও সত্যতার ওপরে ভিত্তি করে হবে, আল্লাহ্‌তাআলার প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী হবে সেখানে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হোক বা না হোক সেই অঙ্গীকারের জামিন অবশ্যই আল্লাহ্ হবেন। কুরআন করীম বলে, কেননা, তিনি প্রত্যেক মু'মিনের কাছ থেকে সত্য অঙ্গীকার নিয়ে নিয়েছেন।

আমি সত্য কথা বলবো আর যে-ব্যক্তি এ অঙ্গীকারের পর কোন মানুষের সাথে কোন বৈধ বিষয়ে স্বীকারোক্তি করে সে যেন সেই অঙ্গীকারের সাথে খোদাতাআলার সাথেও একটি অঙ্গীকার করে থাকে আর খোদাতাআলা এ অঙ্গীকারের জামিন হয়ে থাকেন। কিন্তু যে

অঙ্গীকার কোন অপবিত্র বিষয়ে বা কোন যুলুমের প্রসঙ্গে করা হয়ে থাকে তা পূর্ণ করা আবশ্যক নয় বরং তা পাপ বিশেষ। আল্লাহ্‌তাআলা এ অঙ্গীকারের জামীন নন। কেননা, তিনি পাপ ও অপবিত্র বিষয়ের জামিন হন না। মোট কথা আল্লাহ্‌তাআলার জামিন হওয়া এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে না যে, যে-সব অঙ্গীকারের ওপর কসম খাও কেবল সেগুলো পূর্ণ কর বরং সেই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গীকার ন্যায়-বিচার, অনুগ্রহ ও নিকটাত্মীয়সুলভ বিষয় অনুযায়ী হয় সেগুলোও পুরো কর। আর যে-সব অঙ্গীকারে অশ্লীলতা, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের রং দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকে পুরো করো না। সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলা সেগুলোর জামিন নন বরং সেগুলো সম্বন্ধে নিষেধ করেন। উপরোক্ত আদেশে এসব লোকদের জন্যে পথ-নির্দেশনা রয়েছে যারা কোন অবৈধ বিষয়ে কসম খেয়ে নিলে অঙ্গীকার পালনের নামে জোর দিতে থাকে।

যেভাবে বলা হয়ে থাকে, অমুকের সাথে আমার মেলামেশা এজন্যে বন্ধ করেছি বা সম্পর্ক-বিচ্ছেদ এজন্যে করা হয়েছে যে, অমুক সময় সে আমাকে কষ্ট দিয়েছিলো এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সন্ধি হয় নি। আর এটা হয় নি সেটা হয় নি বলে অভিযোগ আপত্তি হতে থাকে তাই এখন আমিও এ অঙ্গীকার করে নিয়েছি, আমি তার সাথে কথাবার্তা বলব না। সেক্ষেত্রে এসব হলো ত্রুটিযুক্ত কসম। এর কোন মূল্য নেই। আদেশ তো এই, নিজ ভাইয়ের সাথে ৩ দিনের বেশি সম্পর্কচ্ছেদ করো না।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এ প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে এটা অন্তর্ভুক্ত। ধমক হিসেবে যদি কোন অঙ্গীকারের কথা হয়ে থাকে তখন একে ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত যেমন, কেউ যদি নিজের সেবকের ব্যাপারে কসম খায় যে, আমি তাকে অবশ্যই ৫০টি জুতো মারবো তখন তার তওবা ও বিনীত কান্নাকাটিতে তাকে ক্ষমা করে দেয়া ইসলামের রীতি। যেন গুণেগুণান্বিত হয়ে যায়। কিন্তু অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়। অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে কিন্তু ধমকের জন্যে নয় (যমীমা, বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬-২৭)।

এখন আরও একটি অতি বিরাট অঙ্গীকার রয়েছে। আহমদীয়তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা এটা করেছি। আর তা এই, আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দাদের অধিকার আদায় করবো। আর এ অঙ্গীকার কোন সাধারণ মানুষের সাথে করছি না বরং নবীর সাথে এ অঙ্গীকার করেছি। আর নবীর হাতে বয়াত করার উদ্দেশ্য এই, আল্লাহ্‌র সাথে এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হচ্ছি, যেভাবে

এখন আরও একটি অতি বিরাট অঙ্গীকার রয়েছে। আহমদীয়তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা এটা করেছি। আর তা এই, আল্লাহ্‌র অধিকার ও বান্দাদের অধিকার আদায় করবো। আর এ অঙ্গীকার কোন সাধারণ মানুষের সাথে করছি না বরং নবীর সাথে এ অঙ্গীকার করেছি।

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন–ইনাল্লাযীনা ইউবায়্যিউনাকা ইন্নামা ইউবায়্যিউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদীহিম–ফামান নাকসা ফা ইন্নামা ইয়ানকুসু 'আলা নাফসিহী ওয়া মান আওফা বিমা আহাদা আলায়হুল্লাহা ফাসাইউতীহি আজরান 'আযীমা অর্থাৎ নিশ্চয় যারা তোমার বয়াত করে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র বয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে-ব্যক্তি (বয়াতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আর যে-ব্যক্তি সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছে অচিরেই তিনি মহা পুরস্কার দান করবেন (সূরা ফাতাহ্ ঃ ১১ আয়াত)।

এখন এ যুগে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বয়াতেও অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছেন। কেননা, তাঁর (সঃ) আদেশ অনুযাই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে মেনেছি। তাই কিছু লোক বয়াত নবায়ন করেছি, আর কিছু নতুন অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। অতএব এরপর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অর্থ নিজেকে নিজে ক্ষতির মাঝে নিক্ষেপ করার বিষয়। অঙ্গীকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আবার আমি এত বড় পুরস্কার দিব তোমরা এর অনুমানও করতে পার না, এর ব্যাপারে তোমরা চিন্তাও করতে পার না। কিন্তু শর্ত এই, তোমাদেরকে আমার কথা মানতেই হবে। অর্থাৎ আমার ইবাদত করো, নিজের প্রাণে মানবমন্ডলীর জন্যে সহানুভূতি সৃষ্টি করো, তোমার পক্ষ থেকে কোন মানুষের যেন দুঃখ না লাগে। আর দুঃখ সৃষ্টিকারী সব বস্তুর ওপর তোমাদের ঘৃণা জন্মে। সব সময় লোকদের কল্যাণের চিন্তা করো আর কলহ-বিবাদ শেষ করো এবং সন্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করো।"

পুনরায় তিনি বলেন, এটা তোমাদের প্রতি আদেশ তোমরা এসব কাজ করো কিন্তু তোমরা বিরত না হলে আর পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে থাকলে তোমরা সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর এ ধরনের লোক 'ইবাদুর রহমান (অর্থাৎ কৃপাকারীর বান্দা) হয় না। রহমান খোদার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন! আল্লাযীনা ইয়ানকুযূনা আহদাল্লাহি মিম বা'দি মীসাক্বিহী ওয়া ইয়াক্বতা'উনা মা আমরাল্লাহু বিহী আঁইউসালা ওয়া ইউফসিদূনা ফিল আরদ–উলায়েকা হুমুল খসিরূন অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে তা সদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে আর সেই সম্পর্ককে যা অটুট রাখতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে (সূরা বাকারা ঃ ২৮)।

এখন আল্লাহ্ কোন সম্পর্ককে অটুট রাখতে আদেশ করেছেন, সংযুক্ত রাখতে আদেশ দিয়েছেন? এদের মাঝে একটি তো এই, যেভাবে আমি প্রথমে বলেছি, আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করো, তাঁর ইবাদত করো, সব সময় তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকো ও ছোট ছোট আকারেও তাঁর সাথে শিরক করো না। তোমাদের চাকুরী তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য

তোমাদের উদ্দেশ্যাবলী তাঁর ইবাদত থেকে যেন তোমাদেরকে বাধা না দেয়। এ ছাড়াও নিকটবর্তীদের সাথে, প্রিয়জনদের সাথে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে এমন একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করো এমন সুদৃঢ় প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করো যা আল্লাহ্‌তাআলা চান। তাহলে পরে বলা যাবে, তোমরা কৃপার গুণে গুণান্বিত হয়েছো। আর কৃপা থেকে বিচ্ছেদের পথ অবলম্বন কর নি। কেননা, যারা কৃপা করা থেকে দূরে সরে পড়ে তারাই পরিশেষে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় আর কলহ-বিবাদ সৃষ্টিকারী ক্ষতির কবলে পড়ে থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এখন যার প্রাণে খোদা ভয় রয়েছে সে তো একথায়ই কেঁপে ওঠবে যে,আল্লাহ্‌তাআলা এমন লোকদেরকে ক্ষতির সতর্কবাণী দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু কোন কোন লোক এ কথাকে সহজে বুঝতে পারে না। তাই তাদের জন্যে আরও খুলে বলা হয়েছে ঃ ওয়াল্লাযীনা ইয়ানক্বুযূনা আহ্‌দাল্লাহি মিম বা'দি মীসাক্বিহী ইয়াক্বতা'উনা মা আমরাল্লাহু বিহী আঁ ইউসালা ওয়া ইউফসিদূনা ফিল আরযি উলায়েকা লাহুমুল্লা'নাতু ওয়া লাহুম সূউদ্দার। অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকারকে তা সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্বন্ধকে সংযুক্ত রাখার জন্যে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, এদের জন্যেই (আল্লাহ্‌র) অভিসম্পাত আর এদের জন্যে রয়েছে এক নিকৃষ্ট বাসস্থান (সূরা আর্ রা'দ ঃ ২৬)।

অতএব এখানে বলা হয়েছে, দেখ! এটা ক্ষতি। তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এটা হবে। এ ক্ষতি কি, যা তোমাদেরকে নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন সহ্য করতে হবে? তাই শোন! তাই শোন! একে মামুলি মনে করো না। এটা অনেক বড় ক্ষতি। এ সহ্য করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এসব অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি হবে এ রকম ঃ এসব অঙ্গীকার ভঙ্গকারীকে বলা হয়েছে, তোমাদের ওপর আমার অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। এখন যার ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হয় তার ধর্মও থাকে না আর দুনিয়াও থাকে না। আবার মৃত্যুর পর তার ঘরও হবে নিকৃষ্টতর। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নামেই হবে আর সেখানকার বাসস্থান এমন যে, পরে যদি হাতও জোর করতে থাকো ঃ হে আল্লাহ্‌তাআলা ! আমরা ভুল করেছি, আমাদের একটি সুযোগ দাও দুনিয়াতে আবার পাঠিয়ে দাও তাহলে আমরা পুণ্য করবো তখন এসব কিছু কোন কাজে আসবে না।

তাই দেখ কতটা ভয়ানক অবস্থা! সাধারণভাবে মানুষ মনে করে, অঙ্গীকার কর, চুক্তি করো আর ভঙ্গ কর এতে কোন পার্থক্য নেই। আর যেহেতু সাধারণভাবে সমাজ বিগড়ে গেছে তাই এসব যখন হাতে (এসব পার্থিব লোকদের কথা আমি বলছি) যখন শাসন-ক্ষমতা আসে তখন সরকার চুক্তিগুলোকে ভঙ্গ করার জন্যে ওজর- বাহানা অন্বেষণ করার চেষ্টা করতে থাকে। তাই প্রত্যেক স্তরে এখন এসব আহমদীর দায়িত্ব, তারা চুক্তিসমূহের সংরক্ষণ করে ও সংরক্ষণ করায়। আর এসব উন্নত চরিত্রের প্রতিষ্ঠকারী হয়।

যখন এটা জানা যায় যে, আদায় করতে পারবো না তখন পরিষ্কার কথাবার্তা বলা উচিত। সহজ-সরল কথা বলা উচিত, এ সময়ের মাঝে আদায় করা সম্ভব নয়। যতটা সুযোগ দিতে পার দাও। কর্জদাতা এ সময় সীমা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে পারে তাহলে দিয়ে দিবে। না দিলে অন্য কোন স্থান থেকে ব্যবস্থা করে নেবে। তাই কোনও অবস্থায়ই অঙ্গীকার ভঙ্গ হওয়া উচিত নয়।

হাদীসে এসেছে। হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দেয়ার সময় বলেছেন, যে-ব্যক্তি আমানতের সংরক্ষণকারী নয় তার ঈমান কোন ঈমানই নয়। আর যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার কোন ধর্ম নেই (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫, বৈরুতে মুদ্রিত)।

আবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিজ ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না আর তার সাথে অযথা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসি-ঠাট্টা করো না এবং তার সাথে এমন অঙ্গীকার করো না যা পূর্ণ করতে পার না (আল্ আদাবুল মুফার্‌রাদ লি ইমাম বুখারী, আল্ জামিউস সাগীর লিস সাইউতি 'লাম' অক্ষরের অধীন)।

কোন কোন লোক প্রয়োজনের সময় কারও কাছ থেকে কর্জ নেয় এবং অতি বিশ্বস্ততার সাথে লেখা-পড়াও করিয়ে নেয়। কখনও সন্দেহই থাকে না আর কর্জ গ্রহণকারীও স্বয়ং এটা জানে না যে, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে এটা আদায় করতে পারবো না। তবু এমন লোকদেরও একথা মনে রাখা উচিত, যখন এটা জানা যায় যে, আদায় করতে পারবো না তখন পরিষ্কার কথাবার্তা বলা উচিত। সহজ-সরল কথা বলা উচিত, এ সময়ের মাঝে আদায় করা সম্ভব নয়। যতটা সুযোগ দিতে পার দাও। কর্জদাতা এ সময় সীমা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে পারে তাহলে দিয়ে দিবে। না দিলে অন্য কোন স্থান থেকে ব্যবস্থা করে নেবে। তাই কোনও অবস্থায়ই অঙ্গীকার ভঙ্গ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, মুনাফিক (কপট)-এর ৩টি চিহ্ন। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে। যখন তার নিকট আমানত গচ্ছিত রাখা হয় তখন খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করে আর যখন অঙ্গীকার করে তখন অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করে (বুখারী কিতাবুশ্ শাহাদত)।

এখন যদি কেউ জানতে পারে অমুক আমাকে মুনাফিক বলেছে তখন তখনই সে তাকে মারতে বা মরতে উদ্যত হয়ে যায়। এটা ভাবার বিষয়। কিন্তু সে-ই যদি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হয় আর নিজের অঙ্গীকারের পরিপন্থী কাজ করে তাহলে তারও অনুভূতি জাগে না, পরওয়াই করতে থাকে না। একজন সাধারণ লোককে মুনাফিক বললে তো অনেক বেশি রাগান্বিত হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) এসব লোককে মুনাফিক বলেছেন। তাহলে পরে এসব লোকদের প্রাণে অবশ্যই ভয়-ভীতি জাগ্রত হওয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহে মাওউদ আলাইহিস সালাম বলেন, স্মরণ রাখো, কেবল সে-ই মুনাফিক নয়, যে অঙ্গীকার পূর্ণ করে না। মুখে নিষ্ঠা প্রকাশ করে কিন্তু প্রাণে এর অস্বীকারকারী সে-ও মুনাফিক, যার স্বভাবে দ্বৈততা রয়েছে, যদিও

তা তার আয়াত্তাধীন নয়। সাহাবা কেরামকে দেখ, এখন হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) খুবই সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সাহাবা কেরামের এ দ্বৈততার অনেক বিপদ ছিল। একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কাঁদতে ছিলেন। তখন হযরত আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছো কেন?' তিনি বল্লেন, 'এজন্যে কাঁদছি যে, আমার মাঝে কপটতার প্রভাব আছে বলে মনে হচ্ছে। আমি যখন পয়গম্বরে খোদা (সঃ)-এর নিকট থাকি তখন মন নরম থাকে আর এর অবস্থা বদলে গেছে বলে মনে হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তাঁর (সঃ) কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাই তখন সে অবস্থা থাকে না।' আবূ বকর (রাঃ) বল্লেন, 'এ অবস্থা তো আমারও'। পরে উভয়েই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (সঃ) বলেন, 'তোমরা মুনাফিক বা কপট নও। মানুষের মনে ঈমান আর কুফরীর আগমন নির্গমন চলতে থাকে অর্থাৎ সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকে। আমার কাছে তোমার যে অবস্থা হয়ে থাকে তা সব সময় থাকলে ফিরিশ্‌তা তোমার সাথে মোসাফাহা করে।

তাই এখন দেখ, সাহাবা কেরাম, এ কপটতা ও দোটানা অবস্থাকে কিভাবে ভয় পেতেন। মানুষ যখন সাহস ও বীরত্বের সাথে মুখ খোলে তখন সে-ও মুনাফিক হয়ে থাকে। ধর্মের নিন্দা হচ্ছে শুনলে সেখানকার মজলিস পরিত্যাগ না করলে বা এর প্রতি-উত্তর না দিলে তখন তা-ও কপটতা। মু'মিনদের মাঝে যদি আত্মমর্যাদাবোধ ও স্থৈর্য না থাকে তখনও মুনাফিক হয়ে থাকে। যখন পর্যন্ত খোদাকে স্মরণ না করে তখন পর্যন্ত কপটতা মুক্ত হবে না। আর এ অবস্থা দোয়ার মাধ্যমে তোমাদের লাভ হবে। সব সময় দোয়া করো। খোদাতাআলা এথেকে রক্ষা করুন! মানুষ জামাতে প্রবিষ্ট হওয়ার পরও দোটানা অবস্থা অবলম্বন করলে সে জামাত থেকে দূরে থাকে। এজন্যে খোদাতাআলা মুনাফিকদের স্থলে আসফালা সাফিলিন (অর্থাৎ হীন থেকে হীনতর স্তর ৯৫ঃ ৬) রেখেছেন। কেননা, এতে দোটানা ভাব হয়ে থাকে (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৫-৪৫৬, নতুন সংস্করণ)।

অর্থাৎ কাফির কমপক্ষে প্রকাশ্য শত্রু হয়ে থাকে আর মুনাফিকাত বা কপটতা তা করে না।

হযরত যায়েদ বিন আকরম বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সময় কোন লোক নিজ ভাইয়ের সাথে অঙ্গীকার করে আর তার তা পুরো করার নিয়্যত থাকে কিন্তু কোন কারণে একে পুরো করতে পারে না আর সময় মত না আসে সেক্ষেত্রে তার ওপর কোন পাপ বর্তাবে না (সুনানে আবূদাউদ, সুনানে তিরিমিযী)।

অতএব এমন লোকদেরকে পরে আল্লাহ্‌তাআলাও সাহায্য করেন। কেননা, তার নিয়্যত পুণ্য হয়ে থাকে। যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন ঃ সে নিজের জাতির এক ধনী ব্যক্তির কাছে গেল এবং তার কাছে ৩ হাজার টাকা কর্জ চাইল। সেই ব্যক্তি বললো, 'তোমার জামীন কে'? সে বল্লো, 'আল্লাহ্‌তাআলা ছাড়া আমার তো কোন জামীন নেই?' আবার সে ধনী বল্লো, 'সাক্ষী কে হবে'? সে বল্লো, 'আমার সাক্ষীও খোদাতাআলাই।' কর্জদাতা তার কথায় আস্থা আনতে পারলো এবং নির্ধারিত সময়ের জন্যে এক হাজার টাকা তাকে দিয়ে দিল। এরপর কর্জ গ্রহণকারী নিজের কাজে সামুদ্রিক জাহাজে উঠে চলে গেল। যখন কর্জ শোধ করার সময় কাছাকাছি চলে এলো তখন সে ফিরে যাবার জন্যে সমুদ্র উপকুলে এলো। কেননা, তার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং যার কাছ থেকে কর্জ নিয়ে ছিল তাকে এক হাজার টাকাও ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই সে কয়েকদিন ধরে উপকুলে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যাবার জন্যে দৃষ্টিতে কোন জাহাজ এলো না। পরিশেষে সে এ কথা মনে করলো, অঙ্গীকার করা হয়েছে এ সময়ের মাঝে এ সময় পর্যন্ত অবশ্যই আমি টাকা আদায় করে দেব। আল্লাহ্‌তাআলা আমার সাক্ষী এবং আল্লাহ্‌তাআলাই আমার জামীন। তখন সে একটি কাঠের টুকরা নিলো। এতে ছিদ্র করে এতে এক হাজার টাকা ভরে দিল এবং সাথে একটি পত্র লিখে দিল, আমি অনেক চেষ্টা করেছি। আমি যানবাহন পাই নি। আমি যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলাকে জামীন নিযুক্ত করেছি আল্লাহ্‌তাআলাকে সাক্ষী নিযুক্ত করেছি তাই তাঁর ওপর ভরসা করে কাঠের টুকরোটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছি, পরে দোয়া করেছি, হে আল্লাহ্! তোমার খাতিরে এ ব্যক্তি আমাকে কর্জ দিয়েছিল আর তুমি আমার জামীন ও সাক্ষী তাই তার কাছে পৌঁছে দাও। যে দিন কর্জ পরিশোধের তারিখ ছিল ঘটনাক্রমে সেদিন কর্জ দাতাও অন্য দিকে সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সম্ভবত জাহাজ আসছে আর কর্জগ্রহণকারী আমার টাকা ফিরৎ দিতে আসবে। সে জাহাজে তাকে দেখতে পেল না। কিন্তু তার দৃষ্টিতে একটি কাঠের টুকরো ভাসমান অবস্থায় চলে আসলো। সে সেই কাঠের টুকরোটি কিনারা থেকে এই মনে করে বাড়ীতে নিয়ে এলো যে, এটা কাজে লাগাতে পারে। সে ঘরে গিয়ে যখন কাঠের টুকরাটি কুঠার দিয়ে চিড়ে ফেল্ল। তখন সেখান থেকে এক হাজার টাকা ও পত্রটি বের হয়ে আসলো। এতে লেখা ছিল ঃ এ কারণে আমি আসতে পারলাম না। যদিও কয়েকদিন পর সে জাহাজও পেয়ে গেল এবং জাহাজে চড়ে তার বাড়ী চলে এলো। যার কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়েছিল তাকে টাকা ফেরৎ দিতে গেল আর বল্লো, 'এ নাও তোমার এক হাজার টাকা'। তখন যে কর্জ দিয়েছিল সে বল্লো, 'তুমি তো আগেই আমাকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ?' সে বল্লো, 'হ্যাঁ, আমি এ অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম'। সে বল্লো, ঠিক আছে, আল্লাহ্‌তাআলা টাকা পাইয়ে দিয়েছেন এবং

ধর্মের নিন্দা হচ্ছে শুনলে সেখানকার মজলিস পরিত্যাগ না করলে বা এর প্রতি-উত্তর না দিলে তখন তা-ও কপটতা। মু'মিনদের মাঝে যদি আত্মমর্যাদাবোধ ও স্থৈর্য না থাকে তখনও মুনাফিক হয়ে থাকে। যখন পর্যন্ত খোদাকে স্মরণ না করে তখন পর্যন্ত কপটতা মুক্ত হবে না। আর এ অবস্থা দোয়ার মাধ্যমে তোমাদের লাভ হবে। সব সময় দোয়া করো।

ঠিক সময় মত তা পৌঁছে দিয়েছেন' (বুখারী কিতাবুল কাফালত)।

যখন আল্লাহ্তাআলাকে সাক্ষী রেখে কোন অঙ্গীকার করা হয় তখন আল্লাহ্তাআলাই সাহায্য করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) বলেন, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদের বুযুর্গ সাহাবারা মিথ্যা কসম খেতে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এবং অঙ্গীকার করে পুরণ করতে আমাদেরকে কঠোর ভাবে নির্দেশ দিতেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা সব সময় বাল্যকাল থেকেই আরম্ভ হয়ে থাকে। এজন্যে আমাদেরও নিজেদের শিশুদেরকে বাল্যকাল থেকেই তরবিয়ত দেয়া উচিত। একথা বলা উচিত নয় যে, এখন বয়সই বা কি, এখন তরবিয়তের প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট কথা যা বাহ্যত ছোট মনে হলেও এগুলোই বড় হলে উত্তম চরিত্রে পরিণত হয়।

হযরত আবূ আমামা বাহিলী বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক উপলক্ষ্যে বলেছেন, 'আমার সাথে কে অঙ্গীকার করতে পারে?' তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুক্তি- প্রাপ্ত দাস সাওবান (রাঃ) নিবেদন করলেন, 'হুযূর, আমি অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত'। হুযূর (সঃ) বল্লেন, 'অঙ্গীকার কর তুমি কখনও কারও কাছে কিছু চাইবে না'। এরপর সাওবান (রাঃ) নিবেদন করলেন, 'এ অঙ্গীকারের প্রতিদান কী ?' হুযূর (সঃ) বল্লেন, 'বেহেশ্ত'। এরপর সাওবান হুযূর (সঃ)-এর এ অঙ্গীকারের প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার স্বীকারোক্তি করলেন। আবূ আমামা বলেন, আমি মক্কায় প্রচন্ড ভীড় সত্ত্বেও সাওবানকে (রাঃ) ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে পড়ে যাওয়া চাবুক উঠিয়ে নিতে দেখেছি। তিনি কখনও ঘোড়ায় বসে থেকে কাউকে সেটি উঠিয়ে দিতে চাইলে তা তাকে করতে দেন নি বরং নিজে নেমে উঠিয়ে নিতেন। তিনি বলতেন, আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন অঙ্গীকারই করেছি (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব)। তাই অঙ্গীকার পূরণের এটাও একটা স্তর।

আবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমাকে আবূ সুফিয়ান বলেছেন, হিরাক্লিয়াস তাকে বলেছেন, আমি এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদেরকে কী করার আদেশ দিয়ে থাকেন? এতে তিনি জবাব দিলেন তিনি নামায পড়তে, সততা ও সতীত্ব রক্ষা করতে, অঙ্গীকার পুরো করতে ও আমানত আদায় করতে আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বলেন, এটাই তো একজন নবীর বৈশিষ্ট্য (সহীহ বুখারী, কিতাবুশ্ শাহাদাত)।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তবলীগি পত্র পাওয়ার পর নিজ দরবারে কুরায়েশ নেতা আবূ সুফিয়ানকে ডেকে যখন সত্যাসত্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করেন তখন এটাই জিজ্ঞেস করলেন, এ নবী হওয়ার দাবীকারক কি কখনও কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন? তখন আবূ সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রাণের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাকে হিরাক্লিয়াসের সামনে এটা স্বীকার করতে হলো, আজ পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে কোন অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন নি। যদিও আজকাল আমাদের সাথে একটি চুক্তি সাধিত হয়েছে (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি) দেখা যাক এতে তিনি কি ভূমিকা রাখেন। তখন আবূ সুফিয়ান বলেন, আমি হিরাক্লিয়াসের সামনে নিজের কথোপকথনের মাঝে হুযূর (সঃ)-এর বিরুদ্ধে এর চেয়ে অধিক আর কোন কথা বলতে পারছিলাম না (বুখারী, বা'দাউল ওয়াহী)।

উত্তম চরিত্র গঠনের শিক্ষা সব সময় বাল্যকাল থেকেই আরম্ভ হয়ে থাকে। এজন্যে আমাদেরও নিজেদের শিশুদেরকে বাল্যকাল থেকেই তরবিয়ত দেয়া উচিত। একথা বলা উচিত নয় যে, এখন বয়সই বা কি, এখন তরবিয়তের প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট কথা যা বাহ্যত ছোট মনে হলেও এগুলোই বড় হলে উত্তম চরিত্রে পরিণত হয়।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অঙ্গীকার পালনের জন্যে এত তাগিদ দিতেন যে, কখনও কখনও মুসলমানদের কষ্টদায়ক অবস্থার সম্মুখীন দেখেও কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গের আদেশ দেন নি।

একটি বর্ণনায় এসেছে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত, যে মদীনায় চলে যাবে তাকে মক্কাবাসীদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। যখন চুক্তির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিলো আর দস্তখত বাকী রয়ে গিয়েছিল ঠিক সেই সময় হযরত আবূ জন্দল পায়ে বেড়ি সহ মক্কার কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এবং রসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে ফরিয়াদি হয়েছিলেন। আর মুসলমান এ কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখতে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খুবই ধীর স্থিরভাবে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আবূ জন্দল! ধৈর্য ধরো। আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারছি না। আল্লাহ্তাআলা শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কোন পথ বের করে দেবন, (সহীহ বুখারী, কিতাবুশ্ শরূত)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে এটাও একটা শর্ত ছিলো, মুসলমান পালিয়ে মদীনায় গেলে তাদেরকে মক্কাবাসীদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ শর্তের ওপর মুসলমান চুক্তি পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই আমল করে দেখালেন এবং মক্কা থেকে পালিয়ে আসা আবূ জন্দলকে দ্বিতীয়বার তাঁর পিতার কাছে সোপর্দ করে দেয়া হলো। সে তাঁকে আবার নাকে রশি দিয়ে কয়েদ করে রাখে। তাই এটাই হলো অঙ্গীকার পালন। আবার সন্ধির যুগে মুসলমানদের অসাধারণ সফলতা দেখে কুরায়েশরা নিরাপত্তার চুক্তি ভঙ্গ করতে চাইলে এবং কুরায়েশদের একটি গোত্র নিজেদের মিত্র বনূ বকরের সাথে সলা-পরামর্শ করে মুসলমানদের মিত্র বনূ খোজায়ের ওপর অন্ধকার রাত্রে আক্রমণ করে বসে। তাই বনূ খোজায়া পবিত্র কা'বায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু তবুও তাদের ২৩

ব্যক্তিকে খুবই নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলা হয়। স্বয়ং কুরায়েশ সর্দার জানতে পারেন তখন তিনি নিজের লোকদের দুষ্কর্মপরায়ণ বলে আখ্যায়িত করেন আর বলেন, এখন মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। এদিকে আল্লাহ্তাআলাও সেই সকালেই ওহীর মাধ্যমে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনার সংবাদ জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ ঘটনার কথা বর্ণনা করে বলেন, ঐশী ইচ্ছা মনে হয় কুরায়েশের এ অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমাদের পক্ষে কোন উত্তম ফলাফল প্রকাশ করবেন। ৩ দিন পর বনূ খোজায়া গোত্রের চল্লিশ জনের একটি উষ্টারোহী দল রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে নিবেদন করে, বনূ বকর ও কুরায়েশ একত্র হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করে রাতে আক্রমণ করে আমাদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এখন হুদায়বিয়ার সন্ধির আলোকে আমাদেরকে সাহায্য করা আপনার অবশ্য-কর্তব্য। তখন বনূ খোজায়ার প্রতিনিধি আমর বিন সালেম নিজের অবস্থা বর্ণনা করে খোদার সত্তার দোহাই দিয়ে অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

হে আমার প্রভু! আমি মুহাম্মদকে (সঃ)-কে তোমার দোহাই দিয়ে সাহায্যের জন্যে ডাকছি এবং আমাদের পূর্ব- পুরুষদের সাথে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের পূরনো চুক্তির দোহাই দিয়ে অঙ্গীকার পূরো করার প্রার্থনা করছি।

খোযায়া গোত্রের সাথে কৃত নির্যাতনের কাহিনী শুনে রহমাতুল্লিল আলামীন সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রাণ বিগলিত হলো। তাঁর (সঃ) চোখে পানি এলো। তিনি (সঃ) অঙ্গীকার পালনের আবেগে আপ্লুত হয়ে বল্লেন, হে বনূ খোজায়া! অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে। আমি তোমাদের সাহায্য না করলে খোদাও আমাকে সাহায্য করবেন না। তোমরা মুহাম্মদকে অঙ্গীকার পূরণকারী ও বিশ্বস্ত দেখতে পাবে। তোমরা দেখে নিও, যেভাবে আমি প্রাণ স্ত্রী ও পরিজনের সংরক্ষণ করে থাকি তেমনই তোমাদের সুরক্ষা করবো (আস্ সীরাতুন্ নবুওয়াহ্ ইবনে হিশাম, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অতএব নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বনূ খোজায়ার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরো করেন এবং ১০ হাজার পবিত্রাত্মাকে সাথে নিয়ে তাদের ওপর কৃত অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে বের হন আর এরপর আল্লাহ্তাআলা তাঁকে (সঃ) মক্কার মহা বিজয় দান করেন (আস সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৫)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, মানুষের প্রাণ, ধন-সম্পদ এবং সব রকমের আরাম-আয়েশ খোদাতাআলার আমানত। এগুলো ফেরৎ দেয়া আমীন বা বিশ্বস্ত হওয়ার শর্ত। অতএব আত্মার কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করা ইত্যাদিরও এই অর্থই যে, এ আমানত খোদাতাআলার পথে উৎসর্গ করে এভাবে এই কুরবানী আদায় করে আর দ্বিতীয়ত এই যে, খোদাতাআলার প্রতি ঈমান আনার সময় এ অঙ্গীকার ছিল আর সৃষ্টির প্রতি যে অঙ্গীকার ও আমানতগুলো তার স্কন্ধে ন্যস্ত এসবকে এমনভাবে তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে আদায় করে। পরে সেটাও একটি প্রকৃত কুরবানীর রূপ নেয়। কেননা, তাকওয়ার সূক্ষ্মতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোও এক ধরনের মৃত্যু

(তফসীর হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হিস সালাম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৭)।

আবার তিনি বলেন, তাকওয়ার সব সূক্ষ্ম পথে বিচরণ করার মাঝে মানুষের সব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য নিহিত। তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে সূক্ষ্ম চিত্র ও হৃদয়গ্রাহী আকৃতি রয়েছে আর খোদাতাআলার আমানতসমূহ ও ঈমানী অঙ্গীকারের প্রতি যতটা সম্ভব দৃষ্টি রাখা এবং আপাদমস্তক যতটা শক্তি-সামর্থ্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, এতে বাহ্যিকভাবে চক্ষু, কান, হাত পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে আর গুপ্তভাবে অন্তর ও অন্যান্য শাক্তি-সামর্থ্য এবং চরিত্র রয়েছে যতটা প্রয়োগ লাভ হয় প্রয়োজনানুযায়ী এদেরকে ব্যবহার করা এবং অবৈধ অবস্থায় বিরত রাখা এবং এদের গুপ্ত কর্মকান্ড সম্বন্ধে সাবধান থাকা ও এগুলোর মোকাবেলায় সৃষ্টির অধিকারের প্রতিও লক্ষ্য রাখা–এটা সেই পদ্ধতি যাতে মানবের সব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। আর খোদাতাআলা কুরআন শরীফে তাকওয়াকে পোশাক নামে অভিহিত করেছেন। অতএব লিবাসুত্তাক্ওয়া কুরআন শরীফের একটি বাক্যাংশ। এটা সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক শোভা তাকওয়া থেকেই জন্ম নেয়। আর তাকওয়া এটাই যে, মানুষ খোদার সব আমানত ও ঈমানী অঙ্গীকার এবং এভাবেই সৃষ্টির সব আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যতটা সম্ভব দৃষ্টি রাখে অর্থাৎ এগুলোর জটিল থেকে জটিলতর পর্যাগুলোর প্রতি যতটা সম্ভব কার্যকরী ব্যবস্থা নেয় (যতটা সামর্থ্য আছে এদের অনুবর্তিতা করে ও পালন করে)। (তফসীর হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭-৩৬৮)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ্তাআলার সাথে কৃত সব রকম অঙ্গীকার পালনকারীতে পরিণত করুন এবং সেগুলো পুরো করার সৌভাগ্য দান করুন। আর আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে কৃত সব অঙ্গীকার ও চুক্তিও পুরো করার সৌভাগ্য দান করুন এবং আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন কাটানোর সৌভাগ্য দিন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনালের ১২-১৮ মার্চ, ২০০৪ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ–আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বড় পরিশ্রম এবং ঈমানদারীর সঙ্গে এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১লা জুলাই ২০০৫ইং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার টরেন্টো হতে প্রদত্ত]

আলহামদুলিল্লাহ্, জামাতে আহমদীয়া কানাডার সালানা জলসা আল্লাহ্তাআলার ফযলে গত রবিবার ভালভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এ সমস্ত জলসার এক নিজস্ব পরিবেশ হয়ে থাকে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়ে থাকে। জামাতের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক দুর্বল তারাও যখন একবার এ জলসায় আসে তখন তারা নিজেদের মধ্যে জামাত এবং খেলাফতের সঙ্গে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্কের বৃদ্ধি ও উন্নতি দেখতে পায়। এরপর বিভিন্ন গ্রুপের ডিউটি যার মধ্যে অনেক গ্রুপ আমার এখানে অবস্থানের কারণে জারি আছে। কাজ করছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রুচির মানুষ, যাদেরকে জলসার দিনগুলোতে যে সমস্ত ডিউটি দেয়া হয় তাদের সাধারণ জীবনের সঙ্গে কোন মিল থাকে না, তারা এমন ডিউটি দিয়ে থাকে, যা তাদের সাধারণ জীবনের কাজ থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে থাকে। ভাল পড়ালেখা জানা মানুষ, যারা খুব সচ্ছল পরিবারের সন্তান, তারা জলসার মেহমানদের খেদমত করে গৌরব বোধ করে।

জামাতের সদস্যদের খেলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক এবং যুগ খলীফার জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক এমন সম্পর্ক যা দুনিয়াদারদের কল্পনার বাইরে। এর পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

আমি বর্ণনা করেছিলাম যে আল্লাহ্তাআলার ফযলে জলসা ভালভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং এ জলসায় যে সমস্ত দুর্বল আহমদী আসে তাদের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। এরপর ডিউটির কথা বলা হচ্ছিল যে, বিভিন্ন রকমের মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ডিউটি পালন করে থাকে। আর এইসব লোক এক জোশ নিয়ে মেহমানদের খেদমত করে থাকেন, আর এজন্য যে, যারা আসে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান, খোদার কথা শুনার জন্য তারা এসেছে। এরপর অনেক আহমদী যারা পিস ভিলেজে থাকেন, বরং আমি বলবো যে, প্রায় সমস্ত পরিবার নিজের বাড়ী মেহমানের জন্য পেশ করে রেখেছেন এবং আনন্দ অনুভব করে থাকেন যে, আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে জলসার খেদমত করার তৌফীক দিচ্ছেন। এছাড়া অন্য জায়গাতেও আহমদী বাড়ীতে মেহমান ছিলেন এবং সকলেই আনন্দের সঙ্গে মেহমানের খেদমত করেছিলেন। পিস ভিলেজে হয়তো এজন্য বেশি মেহমান এসেছিলেন যে আমি সেখানে অবস্থান করেছিলাম।

মোট কথা, এই দৃশ্য জামাতের মধ্যে ভালবাসা, আন্তরিকতা, একে অপরের খেদমত এবং মেহমানদারীর এজন্য দেখা যায় যে, জামাত এক সুতায় গাঁথা এবং নেযামে খেলাফতের সঙ্গে তাদের ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আর যুগ খলীফার ইশারায় তারা উঠাবসা করে থাকেন। এই দৃশ্য আমরা জামাতে আহমদীয়ার বাহিরে কোথাও দেখতে পাই না। জামাতের সদস্যদের খেলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক এবং যুগ খলীফার জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক এমন সম্পর্ক যা দুনিয়াদারদের কল্পনার বাইরে। এর পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) বড় সত্য বলেছেন যে, জামাত এবং খলীফা এক অস্তিত্বের দুই নাম। মোট কথা জামাত এবং খেলাফতের যে সম্পর্ক এই সমস্ত জলসায় আরো বেশি স্পষ্টভাবে সামনে আসে। আলহামদুলিল্লাহ্, আমি এ বিষয়ে আনন্দিত যে জামাতে আহমদীয়া কানাডা আল্লাহ্তাআলার ফযলে এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্কে অনেক উন্নতি করেছে। আল্লাহ্তাআলা তাদের এই সম্পর্ক আরো বাড়িয়ে দিন এবং এটা যেন সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনা না হয়। আপনারা সব সময় মহব্বত এবং বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। ২৭শে মে আমি যখন খেলাফতের উপর খুতবা দিয়েছিলাম তখন জামাতি এবং বিভিন্ন জায়গা হতে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ততার এবং সম্পর্কের পত্র কানাডার পক্ষ থেকে পেয়েছিলাম। আল্লাহ্ করুন এই মহব্বত এবং বিশ্বস্ততার প্রকাশ এবং দাবী কোন সাময়িক জোশের কারণে যেন না হয় বরং সব সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। আর আপনাদের বংশধরদের মধ্যেও চলতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠিত থাকে।

স্মরণ রাখবেন যেখানে মহব্বতকারী মন থাকে সেখানে ফিতনা সৃষ্টিকারী শয়তানও থাকে। যারা এই সম্পর্ককে ভাঙ্গার এবং বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকে। সুতরাং এমন ব্যক্তিদের থেকে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে। নিজের পরিবেশের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। কোথাও যদি এমন কথা শুনে থাকেন যা জামাতের সম্মান এবং খেলাফতের সম্মানের বিপরীত হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ কর্মকর্তাদের অবহিত করুন, আমীর

সাহেবকে বলুন, আমাকে অবহিত করুন। কেননা অনেক সময় অনেক ছোট ছোট বিষয় হয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রসারতা লাভ করে এবং অনেক দুর্বল প্রকৃতির লোকদের নষ্ট করার কারণ হয়ে থাকে। কর্মকর্তারাও নিজের মধ্যে এই অভ্যাস সৃষ্টি করুন যে, যখন কোন কথা এরকম শুনেন তখন বিষয়টিকে হালকাভাবে নেয়ার বদলে তার অনুসন্ধান করুন, অথবা কমপক্ষে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। যদি একবার শুনে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন আর যদি দ্বিতীয়বার শুনেন তাহলে সেদিকে মনোযোগ দেয়া দরকার। অনেকবার যেভাবে আমি বলেছি যে, ইহা অনেক ছোট কথা মনে হয়, এজন্য যে, এর পিছে লুকায়িত রহস্য, বেক গ্রাউন্ড জানা থাকে না। এর শিকড় অন্য জায়গায় থাকে। এজন্য কোন ফিতনাকেই ছোট মনে করবেন না,যদি এমন কোন কথা হয়ে থাকে যা সাময়িক, আপনার কাছে সাধারণ কথা এবং রাগ করে কেউ বলেছেন তাহলে তা বুঝা যায়। এবং এই ধরনের সাময়িক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবং কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা উচিত।

কর্মকর্তাদের এই বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া দরকার এবং এরকম কথা শুনা দরকার, যেন মনোযোগ না দেয়ার কারণে জামাতের লোক এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণ না হয়। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি যে, যখন কোন মজলিসে কোন কথা হয় এবং দুষ্টামি ছড়ানোর জন্য কোন কথা হয় তা জানা যায়। মোট কথা, সর্ব অবস্থায় যখনই কোন এমন কথা আপনারা শুনবেন যার মধ্যে সামান্য পরিমাণও নেযামের বিরুদ্ধে কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এজন্য **এখানকার ও সমস্ত দুনিয়ার কর্মকর্তাগণ এবং আমীরগণ যেখানে যেখানে আছেন তাদের আমি বলবো আপনারা নিজেদের এক বলয়ের মধ্যে, এক গন্ডির মধ্যে বন্ধ করে অথবা আবদ্ধ করে রাখবেন না, যেখানে শুধু এমন লোক আপনাদের আশেপাশে থাকবে যারা শুধু 'সব ঠিক আছে' এর রিপোর্ট দেয়। বরং প্রত্যেক আহমদী তার সংশ্লিষ্ট আমীর এবং কর্মকর্তা পর্যন্ত যোগাযোগ থাকা উচিত, যেন প্রত্যেক শ্রেণীর এবং সব রকম লোকের সাথে আপনার সরাসরি সম্পর্ক থাকে।** অনেক সময় কোন যুবক এমন কিছু জ্ঞানগর্ভ কাথা বলেন এবং এমন বুদ্ধিমানের কথা বলে দেয় যা বড় বয়সের লোকদের অথবা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের মাথায় আসে না। এজন্য কোন সময় যে কোন যুবক অথবা কম শিক্ষিত লোকের কথাকে হালকা বা সাধারণভাবে দেখবেন না। মনোযোগ না দিয়ে রাখা উচিত নয় বরং সকল কাথাকে মনোযোগ দেয়া দরকার। এরপর অনেক সময় যুবকদের মনে অনেক রকম প্রশ্ন উঠে থাকে এবং এই সমাজে এবং আজকালকার যুবকদের মনে প্রশ্ন ওঠে থাকে যে, এমন কেন? এবং তেমন নয় কেন? এজন্য খোদ্দামুল আহমদীয়াকে, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌কে এবং জামাতের কর্মকর্তাদেরকে এমন যুবকদের শান্ত করাতে হবে, তাদেরকে প্রশান্তিমূলক উত্তর দিতে হবে। যেন ফিতনা সৃষ্টিকারী তাদের ব্যবহার করতে না পারে।

প্রত্যেক কর্মকর্তার একটি পরিধী আছে, যা যুগ খলীফার বা জামাতী নেযামের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, তাদের সোপর্দ করা হয়েছে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা তার কর্তব্য। এজন্য এক কর্মকর্তাকে বড় পরিশ্রম, ঈমানদারীর সঙ্গে এবং ন্যায় বিচারের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত। এবং এমন কর্মকর্তাগণের মধ্যে নিজেকে শামিল রাখা প্রয়োজন যাদেরকে মানুষ ভালবাসে।

তারপর কর্মকর্তাগণ যারা জামাতী নেযামের কর্মকর্তা, তারা শুধু ক্ষমতার জন্য কর্মকর্তা নয় বরং খেদমত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। জামাতী নেযাম প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের নেযামের অংশ, এক এক কড়ি। প্রত্যেক কর্মকর্তার একটি পরিধী আছে, যা যুগ খলীফার বা জামাতী নেযামের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, তাদের সোপর্দ করা হয়েছে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা তার কর্তব্য। এজন্য এক কর্মকর্তাকে বড় পরিশ্রম, ঈমানদারীর সঙ্গে এবং ন্যায় বিচারের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত। এবং এমন কর্মকর্তাগণের মধ্যে নিজেকে শামিল রাখা প্রয়োজন যাদেরকে মানুষ ভালবাসে। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম নেতা তারা যাদেরকে মানুষ ভালবাসে এবং তারা তোমাদের সঙ্গে মহব্বত করে। তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে। (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্)

যদি সমস্ত কর্মকর্তা তাকওয়ার উপর চলে নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং যখন ফয়সালা করবে তখন যেন পরিষ্কার মন নিয়ে করে, কোন দিকে ঝুঁকে না থেকে করে। যেমন আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি যে, তাকওয়া এটাই যে, নিজের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রিয়জনের বিরুদ্ধেও যদি সাক্ষি দিতে হয় তাহলে দিতে হবে। কিন্তু তবুও ন্যায় বিচারের কর্তব্য পালন করবে। তাহলে এমন কর্মকর্তা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনে পরিণত হবে। যেমন এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তাআলার সবচেয়ে প্রিয় এবং বেশি নিকটতর ব্যক্তি সে হবে যে ন্যায় বিচারক হবে এবং বেশি অপছন্দনীয় এবং সবচেয়ে বেশি দূরে থাকবে জালেম বিচারক। (তিরমিযি, আবওয়াবুল আহকাম, বাব ফি ইমামিল আদেল)

এখানে বিচারক (জজ) তো নেই কিন্তু যে পদ আপনাকে দেয়া হয়েছে, যে দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হয়েছে, এক পরিধির মধ্যে থেকে আপনাকে নিগরান (দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে) বানানো হয়েছে। সুতরাং এই যে, **খেদমতের সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা হুকুম চালানোর জন্য দেয়া হয়নি। বরং যুগ খলীফার প্রতিনিধিত্বে ন্যায়-নীতির সঙ্গে কাজ করে মানুষের খেদমত করার জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে।**

যুগ খলীফার ফরজসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের কুরআন করীমে বলে দিয়েছেন।

অর্থাৎ তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচারের সঙ্গে ফয়সালা কর এবং নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য কর না, সে তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে।

সুতরাং কর্মকর্তাদের ওপর যুগ খলীফা যখন ভরসা করেন এবং তাদের কাছ থেকে ন্যায়-নীতির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আশা করেন। কেননা যুগ খলীফার জন্য প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক ফয়সালার জন্য পৌঁছানো কঠিন কাজ আর সম্ভবও নয়। যদি কর্মকর্তাগণ যার মধ্যে কাজী সাহেবরাও (বিচার কাজে নিয়োজিত)

অন্যান্য কর্মকর্তাগণও আছেন, নিজের দায়িত্ব যদি ন্যায়-নীতির সঙ্গে পালন না করেন, তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও এর মধ্যে এসে যাবেন। আমার মতে তারা দ্বিগুণ গুণাহ্‌গার হচ্ছেন। দ্বিগুণ পাপের অপরাধী হচ্ছেন। এক নিজের দায়িত্বকে সঠিকভাবে পালন না করে দ্বিতীয়তঃ যুগ খলীফার আস্থাকে ভঙ্গ করে। যুগ খলীফাকে সঠিকভাবে না জানিয়ে। প্রতিনিধির দিক থেকে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি কর্মকর্তাদের জন্য এটা ফরয যে, যুগ খলীফাকে এক একটি কথা পৌঁছিয়ে দিন। অনেক সময় বোকামী করে কিছু লোক ইহা বলে দেয়, তাদের মধ্যে কর্মকর্তারাও আছেন, প্রত্যেক কথা যুগ খলীফার কাছে পৌঁছিয়ে তাঁকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়ার কি দরকার? সাধারণ লোক যেভাবে আমি বলছি বলে দেয় যে, নিজের কষ্টের কথা বেশি লিখো না, সব সমস্যা তাঁকে লিখো না। তারা বলে পূর্বেও কি সমস্যা কম আছে? পূর্বে অল্প পেরেশানী আছে? জামাতি সমস্যার মাধ্যমে তাঁকে আরও পেরেশান করা হবে। মনে রাখবেন, আমার কাছে এই সব শয়তানী খেয়াল ও ভুল চিন্তা-ভাবনা। আল্লাহ্‌তাআলার সরাসরি হুকুম যুগ খলীফার জন্য। কাজ বিস্তৃত হওয়ার জন্য, কাজ অনেক ব্যাপক হয়ে গেছে, বিস্তৃতি লাভ করেছে, এজন্য যুগ খলীফা কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু বুনিয়াদীভাবে দায়িত্ব যুগ খলীফার উপরই ন্যাস্ত। এবং যখন আল্লাহ্‌তাআলা যুগ খলীফাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন তাকে সাহায্য করার জন্যও প্রস্তুত আছেন। কেননা তিনিই খলীফা বানিয়েছেন এবং এটাতো হতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তাআলা খলীফা বানালেন, তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করলেন আবার তার সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন না। সুতরাং এই চিন্তাই ভুল যে যুগ খলীফাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্‌তাআলা যুগ খলীফাকে সহ্য করার ক্ষমতা এবং কষ্টদায়ক কথা শুনার যে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন অথবা খেলাফতের পুরস্কারের পর যেভাবে তাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন তা অন্য কাউকে দেন না। এ জন্য এসব দায়িত্ব তিনি আল্লাহ্‌তাআলা ফযলের মাধ্যমে আদায় করেন। এজন্য এ চিন্তা ভুল যে, কষ্ট দিও না। কোন কষ্ট হয় না এবং এই কষ্ট দেয়া এক পর্যায়ে জায়েজ বরং প্রত্যেকের জন্য ফরজ।

অতএব, কর্মকর্তাগণ যাদের মধ্যে এই চিন্তা আছে যে, যুগ খলীফাকে কেন কষ্ট দিব? তারা যেন এ চিন্তা মাথা থেকে বের করে দেন, এবং আমাকে গুনাহ্‌গার হওয়া থেকে বাঁচান এবং নিজেরাও গুনাহগার হওয়া থেকে বাঁচেন। যদি সংশোধনের জন্য কোন বড় লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয় তো নিন এবং এই কথা একদম চিন্তা করবেন না যে এর প্রভাব কি পড়বে? যদি

সুতরাং এই চিন্তাই ভুল যে যুগ খলীফাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্‌তাআলা যুগ খলীফাকে সহ্য করার ক্ষমতা এবং কষ্টদায়ক কথা শুনার যে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন অথবা খেলাফতের পুরস্কারের পর যেভাবে তাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন তা অন্য কাউকে দেন না। এ জন্য এসব দায়িত্ব তিনি আল্লাহ্‌তাআলা ফযলের মাধ্যমে আদায় করেন। এজন্য এ চিন্তা ভুল যে, কষ্ট দিও না। কোন কষ্ট হয় না এবং এই কষ্ট দেয়া এক পর্যায়ে জায়েজ বরং প্রত্যেকের জন্য ফরজ।

ফয়সালা তাকওয়ার ওপর হয় এবং নেক নিয়্যতের মাধ্যমে করা হয়, তাহলে মনে রাখবেন আল্লাহ্‌তাআলার সমর্থন এবং সাহায্য সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে। এছাড়া মনে রাখবেন যদি জামাতে আহমদীয়া ইলাহী জামাত হয় এবং অবশ্য অবশ্যই ইলাহী জামাত, তো এর দিক নির্দেশনা আল্লাহ্‌তাআলা দিয়ে থাকেন এবং দিতে থাকবেন। এক সীমা পর্যন্ত কিছু কর্মকর্তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে। কিন্তু তারপর যুগ খলীফাকে আল্লাহ্‌তাআলা মনে করিয়ে দিবেন অথবা অন্যভাবে সেই কর্মকর্তার হাত থেকে খেদমতের সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। তাকে খেদমত থেকে বঞ্চিত করা হবে। সুতরাং সমস্ত কর্মকর্তা তাকওয়ার সঙ্গে কাজ করে সর্বদা নিজের ফরজকে আদায় করুন। আর আপনার কোন ফয়সালা, কোন কাজ যেন নফসের ইচ্ছার অধীনে না হয়। আল্লাহ্ সবাইকে এর তৌফীক দিন।

আমি দ্বিতীয় কথা আপনাদের বলতে চাই, যেভাবে আমি পূর্বেও বলে এসেছি, এক বড় সংখ্যা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে খেলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। কিন্তু মনে রাখবেন এই রেজুলেশনস, এই পত্র, এই বিশ্বস্ততার দাবী তখন সত্য মনে করা হবে, তখন সত্য প্রমাণিত হবে যখন আপনি সেই সব দাবীকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেবেন। নয়তো সাময়িক জোশের শ্লোগান দিলেন এবং যখন স্থায়ী কুরবানীর সময় এল, যখন সময়ের কুরবানী দেয়া দরকার, যখন প্রাণের কুরবানীর দরকার তখন সামনে শত শত সমস্যার পাহাড় দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং যদি এই দাবী করেন যে, আপনার খেলাফতের জন্য ভালবাসা আছে তাহলে নেযামে জামাত, যে নেযামে জামাত নেযামে খেলাফতের অংশ, এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করুন। যুগ খলীফার পক্ষ থেকে তাকওয়ার ওপর কায়েম থাকার জন্য যে তাগিদ দেয়া হয় এবং অবশ্যই ইহা খোদাতাআলার আদেশ অনুযায়ী, তার ওপর আমল করুন। আল্লাহ্‌তাআলা সূরা নূরের যে আয়াতে খেলাফতের পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তার পূর্বের আয়াতে এই বিষয়বস্তুও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাঁকে ভয় কর তার তাকওয়া অবলম্বন কর; তারপর তোমাদের সফলতা আসবে। এছাড়া সারশূন্য দাবী যে আমরা এ করবো এবং সে করবো। আমরা আগেও লড়বো এবং আমরা পিছেও লড়বো।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۭ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

এসব আয়াতগুলিতে আল্লাহতাআলা বলেন–
অর্থাৎঃ যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তার তাকওয়া অবলম্বন করে এরাই সফলকাম হবে। এবং তারা আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তুমি তাদেরকে আদেশ কর তাহলে তারা অবশ্যই বের হবে। তুমি বল, তোমরা কসম খেও না; যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (সূরা নূর ৫৩-৫৪ আয়াত)

অতএব যদি পকৃতপক্ষে ইহা সত্য দাবী হয় তাহলে তাকওয়া এটাই যে, আল্লাহ্‌তাআলার প্রাপ্যসমূহ আদায় করুন এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্যসমূহ আদায় করুন, জলসার দিনগুলিতে যেসব নসিহত করা হয়েছিল তার ওপর আমল করার চেষ্টা করুন। নিজের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করুন। আপনার সেই ওয়াদার

ওপর আমল করে দেখান যে, প্রত্যেক মা'রুফ ফয়সালার ওপর আমল করার চেষ্টা করছেন। এছাড়া এই ওয়াদা এবং দাবী সারশূন্য। তুমি নিজের মুখে যা খুশী বলতে পার যে, হ্যা আমরা এই করছি। কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহ্‌তাআলা আপনার এসব দাবীর গভীর পর্যন্ত জানেন। তার গভীর পর্যন্ত জ্ঞান আছে। মনের অবস্থা জানেন। কথার আসল উদ্দেশ্য জানেন। এজন্য তাকে ধোকা দেয়া সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহ্‌র এই ভয়কে মনের মধ্যে রেখে প্রত্যেক আহমদীকে নিজের জীবন-যাপন করা দরকার, এবং এভাবে যদি নিজের জীবন যাপন কর তাহলে খেলাফতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক মজবুত হবে, কেননা এ সম্পর্ক আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে হবে, এজন্য আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের ওপর নিজের ফযল দান করতে থাকবেন।

আল্লাহ্‌তাআলা সেইসব লোককে খেলাফতের পুরস্কার থেকে আশীষ মন্ডিত করেছেন, যারা নেক আমল করে। সুতরাং শর্ত হচ্ছে খেলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক,তবে নেক আমলের মাধ্যমে। আহমদীয়া খেলাফত তো ইনশাআল্লাহ্‌ কায়েম থাকবে। এটা আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা। কিন্তু খেলাফতের নেযামের সঙ্গে সেই সব লোকের সম্পর্ক থাকবে যারা তাকওয়ার ওপর চলবে এবং নেক আমলকারী হবে। যদি আপনারা অনুসন্ধান করেন তাহলে দেখবেন যে, যে সমস্ত ঘরে আল্লাহ্‌তাআলার হুকুমের ওপর চলার জন্য বাধ্য-বাধকতা নেই, আহমদী হওয়ার পরও নেযামে জামাতের সম্মান নেই,মানুষের হক সঠিকভাবে আদায় করে না, এরাই সেই সমস্ত লোক, যাদের ঘরে বসে যুগ খলীফা সম্পর্কে অন্যায় আলোচনা হয়। নিজেকে নেযামে জামাত এবং জামাতের কর্মকর্তাদের থেকে বড় মনে করে থাকে। এমন লোকেরা কথা শুরু করেন কর্মকর্তাদের দিয়ে এবং কথা পৌঁছে যুগ খলীফা পর্যন্ত। যখন নেযামে জামাতের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত আসে তখন ইস্তেগফার করার পরিবর্তে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। অথচ জামাতী নেযামের কারণে, খেলাফতের কারণে এই সুযোগ রয়েছে যে, যদি কারো এমন মনে হয় যে, কোন ফয়সালায় কারো পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে, তাহলে যুগ খলীফার কাছে মামলা পেশ করা যেতে পারে। তারপরও যদি কিছু সাক্ষি অথবা কথার চতুরতার কারণে ফয়সালা কারো বিপক্ষে চলে যায় তো তাকে মেনে নেয়া উচিত এবং অযথা নেযামের ওপর আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা এই আপত্তি বাড়তে বাড়তে অনেক ওপরে চলে যায়। এমন অবস্থায় এই হাদীসকে সবসময় মনে রাখতে হবে, দৃষ্টি সামনে রাখা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন যে, যদি কেউ কথার চতুরতার মাধ্যমে আমার কাছ থেকে নিজের পক্ষে ফয়সালা করিয়ে নেয় অথচ সে সত্যের উপরে থাকে না, তাহলে সে নিজের পেটে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ভরছে। অর্থাৎ এই কারণে সে নিজের ওপর জাহান্নাম নিশ্চিত করে নেয় এবং অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে ঐ কাজের কারণে এই দুনিয়াতেই কষ্টের মধ্যে ফেলে দিবেন। তার ওপর অনেক বিপদ আসতে থাকে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কারণে সে সমস্যায় জর্জরিত হতে থাকে। তো মোট কথা, যেভাবে আমি কর্মকর্তাদের পূর্বেও বলেছি যে, তাদের ন্যায়-নীতির সঙ্গে ফয়সালা করা উচিত। কিন্তু উভয় পক্ষকেই আমি বলছি যে, আপনারাও ভাল ধারণা রাখুন এবং যদি ফয়সালা বিরুদ্ধেও যায় তাহলে বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিন। আর যেভাবে হাদীসে এসেছে অন্য পক্ষকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ পেটে ভরতে দিন। ঝগড়াকে বাড়ানো এবং নেযামে জামাতের বিষয়ে জায়গায় জায়গায় কথা বলার পরিবর্তে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এর এই শিক্ষার ওপর আমল করুন যে, সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয় অবলম্বন কর। আল্লাহ্‌তাআলা সবার মধ্যে এই আকাংখা সৃষ্টি করুন এবং প্রত্যেকে অন্যের হক আদায়কারী হোক।

যে সমস্ত ঘরে আল্লাহ্‌তাআলার হুকুমের ওপর চলার জন্য বাধ্য-বাধকতা নেই, আহমদী হওয়ার পরও নেযামে জামাতের সম্মান নেই,মানুষের হক সঠিকভাবে আদায় করে না, এরাই সেই সমস্ত লোক, যাদের ঘরে বসে যুগ খলীফা সম্পর্কে অন্যায় আলোচনা হয়।

কিন্তু এখানে আমি কর্মকর্তাদের বিশেষ করে আমীরদের জন্য একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, এই পশ্চিমা দেশসমূহে যেভাবে আমি জলসার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি যে পারিবারিক অথবা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এবং এসব ঝগড়া এমন আকার ধারণ করছে যে,জানার পরও এবং সহানুভূতি থাকার পরও জামাতের কিছু বিধি নিষেধের কারণে কিছু করতে পারছে না। কেননা কিছু বিষয়ে দেশীয় আইন এক পক্ষ সত্যের ওপর থাকার পরও তার শরীয়তের অধিকার থাকার পরও কিছু হক্ব দিয়ে দেয়। এজন্য এমন পুরুষরা যুলুম করে নিজেদের বিবিদের ঘর থেকে বের করে দেয়। এটাও দেখে না যে, আবহাওয়া খারাপ। আবার এমন জালেম পিতাও থাকে যে, এটিও দেখেন না যে খারাপ আবহাওয়ায় মায়ের কোলে কয়েক মাসের শিশু আছে। তো এমন লোকদের বিরুদ্ধে নেযামে জামাতের পক্ষ থেকে মহিলার সাহায্য করা উচিত। পুলিশে যদি কেস রেজিষ্ট্রী করতে হয় তবে করতে হবে। এটা দেখা উচিত নয় যে, আমরা জামাতে ফয়সালা করে নেব এবং বাইরে যাব না। পরে যদি জামাতের মধ্যে ফয়সালা করা সম্ভব হয় তবে করুন, কেস তুলে নেয়া যায়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে অবশ্যই রিপোর্ট হওয়া দরকার। আর অভিভাবকহীন অনেক মহিলা এই সমস্ত দেশে এসে অসহায় হয়ে পড়েন, কেননা পিতা মাতা এখানে থাকেন না, অন্যের ঘরে এরা বসবাস করেন, এদেরকেও জামাতকে সামলানো দরকার। তাদের থাকার ব্যবস্থা করবে। এমন জালেম স্বামীর বিরুদ্ধে জামাতী শাস্তির জন্য আমাকে সুপারিশ করুন। তো তাড়াতাড়ি আমেরিকার আমীরগণ এমন পরিসংখ্যানে তৈরী করুন। এটা অন্য পশ্চিমা দেশের জন্যও, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মাধ্যমেও খোঁজ নেন, এমন মহিলাদেরকে তাদের হক্ব পাইয়ে দিন। এবং যে সমস্ত মহিলা যাদের হক্ব আদায় হয় নি এবং নেযামে জামাত এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করছে না তো এমন মহিলাগণ নিজেরা আমাকে সরাসরি লিখুন।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে আমাদের দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করার তৌফীক দান করুন এবং তাকওয়ার ওপর চলে জামাতের কার্যকরী অংশ হওয়ার তৌফীক দান করুন। আমরা সেই উদ্দেশ্যকে যেন পূর্ণকারী হই যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছিলেন। সেই পবিত্র পরিবর্তন নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন যা তিনি (আঃ) আমাদের কাছে আশা করতেন। নিজে নেক নমুনা কায়েমকারী হোন সেই নেক নমুনার মাধ্যমে অন্যরাও আমাদের দিকে

মনোযোগ দেবে। আর এর মাধ্যমে আমাদেরকে সমস্ত দুনিয়াকে আঁ হযরত (সঃ)-এর পতাকাতলে একত্রিত করার তৌফীক দিন। সুতরাং এর জন্য আমাদেরকে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে হবে, যদি চিন্তার মধ্যে কোন বক্রতা থাকে তাহলে তা দূর করতে হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা যে যখন মানুষ পরিপূর্ণ মু'মেন হয় তখন তিনি তার ও অন্যের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করে দেন। এজন্য প্রথমে মু'মেন হও। এটা এভাবে হতে পারে যে, বয়াতের পরিপূর্ণ চাহিদার সঙ্গে যা খোদামুখী এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার চাহিদাকে এর সঙ্গে মিলিও না। নামায নিয়মিত আদায় কর, ইস্তেগফারে মগ্ন থাকো। মানুষের অধিকারসমূহের হেফাযত কর এবং কাউকে কষ্ট দিও না। ন্যায় পরায়ণতা ও পবিত্রতায় উন্নতি করবেন আল্লাহ্‌তাআলা সব রকমের ফযল করেন।" (মলফূযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৪৬)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের কাছ থেকে এসব আশা করেছেন। দুনিয়ার জন্য একে অপরের ওপর যে যুলুম হচ্ছে সেগুলো থেকে বাঁচুন। ন্যায়পরায়ণতা এবং পবিত্রতায় উন্নতি করা আল্লাহ্‌তাআলা পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম এবং আল্লাহ্‌তাআলার ফযলকে একত্রিত করার মাধ্যম। আর যখন আল্লাহ্‌তাআলার ফযলকে একত্রিতকারী হব তখন তার ফযলের বা পুরস্কার থেকে এক বড় অংশ যা আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের মধ্যে খেলাফতের আকারে জারি করেছেন তা থেকেও অংশীদার হব। যদি দাবি শুধু খেলাফতে আহমদীয়াকে কায়েম করার জন্য সমস্ত কুরবানী এবং আমল এরকম যে কোনভাবে যুগ খলীফাকে কথার মাধ্যমে ধোকা দেয়া যায়, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলাও নিজের আইন ব্যবহার করবেন এবং জালেম নিজের যুলুমের কারণে দুনিয়ার থেকে বেঁচে যেতে পারে, আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টি যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ তার থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু খোদা থেকে নয়। সুতরাং প্রত্যেকে যেন এজন্য নিজের হিসাব-নিকাশ করে, যে কিভাবে নিজের মধ্যে নেকী সৃষ্টি করা যায়। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

নফল সব সময় পুণ্য কর্মসমূহের সম্পূরক হয়ে থাকে, এবং এটাই উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। মু'মেনের সংজ্ঞা এটাই যে, সদকা-খয়রাত এবং যা আল্লাহ্ তার ওপর ফরজ করেছেন পালন করবে এবং প্রত্যেক প্রকারের ভাল কাজ করার তার মধ্যে ব্যক্তিগত আকর্ষণ থাকবে এবং কোন রকম বানোয়াট, প্রদর্শনমূলক ও লোক দেখানো তার মধ্যে প্রবেশ করে না। এই অবস্থা মু'মেনের সত্য ইখলাছ এবং সম্পর্কে প্রকাশ করে। এবং এক সত্যিকারের এবং মজবুত সম্পর্ক তার আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে সৃষ্টি করে দেয়। সেই সময় আল্লাহ্‌তাআলা তার জিহ্বা হয়ে যায় যার মাধ্যমে সে কথা বলে। এবং তার কান হয়ে যায় যার মাধ্যমে সে শুনে। এবং তার হাত হয়ে যায় যার মাধ্যমে সে কাজ করে। মোটকথা তার প্রত্যেক কর্ম এবং তার প্রত্যেক নড়াচড়া আল্লাহ্‌র হয়ে থাকে। সে সময় যে তার সাথে শত্রুতা করে সে খোদার সাথে শত্রুতা করে।

নফল সব সময় পুণ্য কর্ম-সমূহের সম্পূরক হয়ে থাকে, এবং এটাই উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। মু'মেনের সংজ্ঞা এটাই যে, সদকা-খয়রাত এবং যা আল্লাহ্ তার ওপর ফরজ করেছেন পালন করবে এবং প্রত্যেক প্রকারের ভাল কাজ করার তার মধ্যে ব্যক্তিগত আকর্ষণ থাকবে এবং কোন রকম বানোয়াট, প্রদর্শনমূলক ও লোক দেখানো তার মধ্যে প্রবেশ করে না।

(মলফূযাত, ৩য় খন্ড,পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪, নতুন সংস্করণ)

তো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নেক কাজে, প্রত্যক ভাল কাজে ব্যক্তিগত ভালবাসা থাকবে। এক উদ্দীপনার মধ্যে নেকীর কাজ হবে নিরুপায় হয়ে হবে নয়। আর কোন রকম কৃত্রিমতা এবং বানোয়াটি থাকবে না। নেকী দুনিয়াকে ধোকা দেয়ার জন্য যেন না হয়। দেখানোর জন্য যেন না হয়। তো এটা হবে সৎকর্মশীল এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগা। যখন এভাবে ক্রিয়াশীল হবে তখন আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী তার পুরস্কারের অংশীদার হবে। সুতরাং ঐ পুরস্কারের অংশ পেতে হলে এক লাগাতার এবং স্থায়ী আমল করতে হবে, যার ওপর মু'মেনকে চলা দরকার।

আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের সবাইকে তৌফীক দিন যে, বিগত দিনগুলির বরকত থেকে আপনারা যে অংশ পেয়েছেন তাকে সবসময় নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন এবং সমাজে কিছু জায়গা একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা লালিত-পালিত হচ্ছে সেগুলোকে দূরীভূত করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই উপদেশকে সর্বদা সামনে রাখবেন। বড় ব্যথার সঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন, আমাদের জামাতের লোক আমার মুরিদ (শিষ্য) হয়ে আমাকে বদনাম করবেন না।

এরপর তিনি (আঃ) আরও বলেন যে, "আমাদের জামাতের উচিত তারা যেন, কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখায়। নিজের স্ত্রীর সাথে পূর্বের ন্যায় আচরণ করে এবং নিজের পরিবার পরিজনের সাথে পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করে তাহলে এটা ভাল কথা নয়। যদি বয়াত করার পরও সেই বদ অভ্যাস এবং বদ আচরণ এবং সেই অবস্থা থাকে যা পূর্বে ছিল, তাহলে বয়াত করে কি লাভ? বয়াত করার পর অন্যদের মধ্যে এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এবং পরশীদের মধ্যে এমন নমুনা প্রদর্শন করা উচিত যে, তারা যেন বলে যে সে এখন এমন নেই পূর্বে যেমন ছিল। ভাল করে স্মরণ করবে যে, পরিষ্কার হয়ে যদি আমল করো তাহলে অন্যদের ওপর অবশ্যই তোমার প্রভাব পড়বে। (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৮২-২৮৩, নতুন সংস্করণ)

আল্লাহ্‌তাআলা বয়াতের ফলে সৃষ্টি কর্তব্য পালন করার তৌফীক দান করুন। সর্বদা পুণ্যকর্মে অগ্রগামী সৎকর্মশীল হোন। আল্লাহ্‌তাআলার অধিকারকে আদায়কারী হোন এবং বান্দার অধিকারও আদায়কারী হোন। আর এভাবে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলের ছায়া আমাদের ওপর সর্বদা বিস্তৃত থাকুক।

কানাডা সফরে এখানে আমার শেষ জুমুআ। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বর্ণনা করছি যে, যে বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসা এবং আন্তরিকতা আমি আপনাদের মধ্যে দেখেছি এবং অনুভব করেছি, খোদা করুন এটা সর্বদা কায়েম থাকে। এবং আপনাদের মধ্যে বেশির ভাগ যে আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন, নিজের নমুনা এবং প্রভাবের মাধ্যমে দুর্বলদেরকে নিজেদের সাথে শামিল করুন। প্রত্যেক ফিতনা থেকে রক্ষাকারী হোন। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের প্রত্যেক ফিতনা থেকে হেফাযত করুন, এবং আপনাদেরকে এই তৌফীক দান করুন, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী এদেশের লোকদের কাছে পয়গাম পৌঁছানো এবং আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র দিকে আনয়নকারী, পথ প্রদর্শক হোন। আল্লাহ্ আপনাদের পক্ষ থেকে সর্বদা আমাকে খুশির খবর পৌঁছাতে থাকুন। খোদা হাফেয। আসসালামু আলাইকুম।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক- হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(দ্বাদশ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৫৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যে রোগিনীর জন্য জনাবকে কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে ও ইচ্ছায় গতকাল ১২ রবিউল আওওয়াল সোমবার ইন্তেকাল করেছেন। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' মীর আব্বাস আলী সাহেব একজন প্রবীন নিষ্ঠাবান বন্ধু। তিনি অতি মিনতি ও তাগিদের সাথে লিখেছেন তাঁর পুত্র মিড্‌ল পর্যন্ত পড়েছে। ইংরেজিতে মোটামুটি লিখতে পারে এবং অঙ্ক ইত্যাদি জানে। জম্মু স্টেট ডাক বিভাগের কর্মকর্তা মুনশি মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন সাহেব যাতে আপনার সুপারিশে তাঁর বিভাগে কোথায়ও তাকে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন, এতোদ্দেশ্যে আমি আপনার খিদমতে সুপারিশ করছি, আপনি বিশেষভাবে নিজ পক্ষ থেকে এবং অধমের পক্ষ থেকে সুপারিশ লিখে দিন। আর তিনি ডাকলে এ ছেলেকে পাঠানো হবে। আপনার অধিকতর কুশল কামনা করি।

ওয়াসসালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ

(উফিয়া আনহু)

২৮ অক্টোবর, ১৮৯০ইং

এ চিঠিতেই আমি আমার নিষ্ঠাবান বন্ধুদের খিদমতে কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে ব্যক্ত করতে চাই, তাঁদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। সকলের পক্ষ থেকে এক এক লোকমা দিলে (অনায়াসে) একজনের আহার বেরিয়ে আসে। এবং কারও কষ্ট হবে না। আমি শুনেছি, ফ্রীম্যাসনদের দল নিজেদের সংশিষ্টদের ঋণ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সহানুভূতি প্রদান করে থাকে। অতএব মুসলমানদের এ পবিত্র দলটি কি ফ্রীম্যাসনদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নাস্তিক দলের তুলনায় সহানুভূতির ক্ষেত্রে কখনও খাটো হতে ও পিছিয়ে থাকতে পারে!

পত্র নং ৫৮

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পত্রবাহক মৌলবী খোদাবখ্‌শ বয়াতসূত্রে সম্পর্কযুক্ত, অতি সৎস্বভাব ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন খাঁটি প্রেমিক। আমি তাঁর দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। তিনি সম্ভবত ত্রিশজনের চেয়েও বেশি লোকের কাছে ঋণগ্রস্থ। অতি তিক্ততা ও বিষন্নতায় তাঁকে সময় কাটাতে হচ্ছে। দেশে যাওয়া তাঁর ছুটে গেছে। আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, এসব কষ্ট তিনি একমাত্র ধর্মীয় সহানুভূতির কারণেই ভোগ করছেন। এহেন সহানুভূতিতে তিনি অদ্যবধি তৎপর রয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার খোঁজ-খবর রাখার কেউ নেই। জনাব যেহেতু জনদরদী এবং 'লিল্লাহি' (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত) কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা রাখেন, সেহেতু আপনাকে আমি এ অসহায় সম্বলহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু একটা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কষ্ট দিতে চাই। যদি চাঁদার মাধ্যমে করতে হয় তাহলে আমিও এতে শামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত। বরং আমার মতে আপনার আহ্বান ও ব্যবস্থাপনা এবং আপনার পুরোপুরি দৃষ্টি দানের মাধ্যমে চাঁদার জন্যে উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করলেই সবচে' ভাল হবে। আর এ চিঠিতেই আমি আমার নিষ্ঠাবান বন্ধুদের খিদমতে কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে ব্যক্ত করতে চাই, তাঁদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। সকলের পক্ষ থেকে এক এক লোকমা দিলে (অনায়াসে) একজনের আহার বেরিয়ে আসে। এবং কারও কষ্ট হবে না। আমি শুনেছি, ফ্রীম্যাসনদের দল নিজেদের সংশিষ্টদের ঋণ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সহানুভূতি প্রদান করে থাকে। অতএব মুসলমানদের এ পবিত্র দলটি কি ফ্রীম্যাসনদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নাস্তিক দলের

তুলনায় সহানুভূতির ক্ষেত্রে কখনও খাটো হতে ও পিছিয়ে থাকতে পারে!

ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯০ইং

মন্তব্য ঃ

মৌলবী খোদাবখ্শ সাহেব জলন্ধরী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন, এটি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাক্ষ্য। তিনি ১৮৮৯ ইং সনেই বয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং কখনও কোন (পদস্খলনমূলক) পরীক্ষা তাঁর ওপর আসে নি। তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বড়ই আগ্রহ-উদ্দীপনা রাখতেন। আমাদের সম্মানিত ও নিষ্ঠাবান (নও-মুসলিম) ভ্রাতা সরদার মেহের সিং,বর্তমানে মাস্টার আব্দুর রহমান সাহেব, বি, এ, -এর ইসলামে প্রারম্ভিক তরবীয়ত (শিক্ষাদীক্ষা) মৌলবী খোদা বখ্শ সাহেবের মাধ্যমেই হয়েছে। তিনি সর্বদা কোন অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার সন্ধানেই থাকতেন এবং এ উদ্দেশ্যে কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার এবং অর্থ ব্যয়ে কখনোও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এ ধরণের ধর্মীয় খিদমত প্রদানের কারণেই ঋণে ভারাক্রান্ত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে সহানুভূতি ও কার্যকরী সাহায্য-সহায়তার এ চিঠিতে সাক্ষর রেখেছেন তা সুস্পষ্ট। মৌলবী সাহেব মাধ্যমকায় কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। বয়স প্রায় ষাট ছিল। (ইরফানী)

পত্র নং ৫৯

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নুরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

'ফতাহ্ ইসলাম' প্রনয়ণ ও প্রকাশনা ঃ

দশ টাকা পৌঁছে গেছে। 'ফতাহ্ ইসলাম' পুস্তকের কলেবর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে এবং অমৃতসর প্রেসে যেহেতু ছাপানো হচ্ছে, সেহেতু সম্পূর্ণ ছাপা না হওয়া পর্যন্ত পাঠানো যাচ্ছে না। আশা করা যায়, বিশদিন নাগাদ ছেপে এসে যাবে।

মির্যা মোহাম্মদ বেগের জন্য সুপারিশ ঃ

দ্বিতীয়ত জরুরী ভিত্তিতে আপনাকে এ কষ্ট দিতে চাই যে, আমার নিকট-আত্মীয়দের একজন মির্যা আহমদ বেগ, যার সম্পর্কে সেই ইলহামভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীর বৃত্তান্ত আপনার জানা আছে, তাঁর ছেলে কিছু কাল যাবৎ কণ্ঠস্বর-ভঙ্গের রোগে অসুস্থ। গ্রীবাদেশে এমন কিছু পদার্থ জমেছে যার দরুন আওয়াজ পুরোপুরি বের হয় না অর্থাৎ গলা বসে গেছে। আমি বিধি মোতাবেক (তার) চিকিৎসা করেছিলাম। এখনও কোন উপকার হয়নি। আপনার ওপর তার মায়ের অগাধ আস্থা এবং আপনার আরোগ্যের হাত সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি শত মিনতি ভরে বলে পাঠিয়েছেন, মৌলবী সাহেবকে কোন উত্তম ঔষধ তৈরী করে পাঠাবার জন্য লিখুন। কিন্তু আমি আপাতত চিঠির মাধ্যমে আপনাকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন মনে করলাম। গলা দিয়ে পানি অনেক ঝরে। ভোর বেলায় শক্ত শক্ত শ্লেষা বের হয়। কাশিও আছে। মনে হয়, মস্তক থেকে সর্দি নামে। আপনি অবশ্যই কোন উত্তম ব্যবস্থাপত্র লিখে পাঠাবেন। এ বেচারির ভাল হয়ে যাওয়াতে তাদেরকে আপনার অনুগ্রহের দরুন অনেক কৃতার্থ হতে হবে। পূর্ব থেকেও তারা আপনার প্রতি অনেক আস্থাবান, এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, আপনার চিকিৎসায় ছেলে ভাল হয়ে যাবে। আপনি বিশেষভাবে অনুগ্রহ করুন। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

২০ ডিসেম্বর ১৮৯০ইং

পত্র নং ৬০

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের শোচনীয় অসুস্থতায় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বোধ করছি। চিঠি পড়ার পর আল্লাহ্তাআলার দরবারে অনেক দোয়া করেছি। আবার রাতেও দোয়া করা হয়েছে। তাঁর স্বপক্ষে আপনিও দোয়া করুন। আর তাঁকে আশ্বস্ত করুন (সান্ত্বনা দিন), রোগ-ব্যাধি যত কঠিনই হোক না কেন, খোদাতাআলার অনুগ্রহ ও ফযলের দ্বার চির অবারিত। তাঁর কৃপা ও রহমতের জন্যে আশান্বিত থাকা উচিত। তবে এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুহূর্তে তৌবা ও ইস্তিগফারের খুবই প্রয়োজন।

রোগ-ব্যাধি যত কঠিনই হোক না কেন, খোদাতাআলার অনুগ্রহ ও ফযলের দ্বার চির অবারিত। তাঁর কৃপা ও রহমতের জন্যে আশান্বিত থাকা উচিত। তবে এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মুহূর্তে তৌবা ও ইস্তিগফারের খুবই প্রয়োজন।

মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্বঃ এই একটি গুঢ়তত্ত্ব স্মরণ রাখার মত, যে-ব্যক্তি কোন বিপৎ-পাতের সময় তার এমন কোন দোষ-ত্রুটি বা পাপ যা এমনিতে শীঘ্র পরিহার করার প্রতি তার কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছে ছিল না। তার সেই পাপ খাঁটি তৌবার মাধ্যমে বর্জন করলে, তার এই আমল তার জন্য এক মহা 'কাফ্ফারা' তথা প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয়ে যায়। তার হৃদয়পট উন্মোচিত হবার সাথে সাথেই তার বিপদের আঁধার কেটে যায় এবং আশার আলো উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। অতএব মৌলবী সাহেবকে আপনি ভালভাবে বুঝিয়ে দিন, আন্তরিকভাবে ইস্তিগফারের মাধ্যমে তিনি যেন খোদাতাআলার সাথে

আরো সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন। তাঁর জন্য আমার যে কত উদ্বেগ ও মনঃকষ্ট তা খোদাতাআলা ভাল জানেন। আমি ইনশাআল্লাহ্ দোয়া করে যাব। খোদাতাআলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত করুন এবং যথাশীঘ্র পূর্ণ আরোগ্যদানের সুসংবাদ এ অধমকে পৌঁছে দিন। "ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"এ অধম রোগের পুনরাবৃত্তি ও অসুস্থতার দরুন গতকাল লাহোর যেতে পারে নি। আপাতত (মির্যা) সুলতান আহমদকে (জ্যেষ্ঠপুত্র-অনুবাদক) এখানেই নিয়ে আসার জন্য মিঞা জান মুহাম্মদকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এ অধমের মৃত্যু লক্ষ্যবস্তু বলে মনে হয়। তবে এখন তো এটাকে হাতে ধরে টেনে নিচ্ছে বলে বোধ হয়।

'মসীলে মসীহ হওয়ার দাবী এবং হযরতের মাকাম ও অবস্থান ঃ

জনাবে আলী লিখেছেন, 'দামেস্কে মসীহ্র অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসের 'মেসদাক' তথা প্রতীক হওয়ার বিষয়টিকে আলাদা রেখে স্বতন্ত্রভাবে 'মসীলে মসীহ্' (মসীহ সদৃশ) হওয়ার দাবী পেশ করায় কী বা আপত্তি থাকতে পারে?' প্রকৃতপক্ষে এ অধমের 'মসীলে মসীহ্' বনার মোটেও কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ অধম কেবল এটাই চায়, আল্লাহ্তাআলা যেন তাঁর বিনীত ও অনুগত বান্দাদের মাঝে শামিল করে নেন। কিন্তু আমরা পরীক্ষাকে কোনভাবেই এড়াতে পারি না। খোদাতাআলা (আমাদের জন্য) উন্নতি লাভের মাধ্যম কেবল পরীক্ষাকেই নির্ধারণ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন ঃ "আ হাসিবান্নাসু আইঁ ইউতরাকু আইঁ ইয়াকূলু আমান্না ওয়া হুম লা ইউফতানূন।" (-মানুষ কি মনে করে তাদেরকে কেবল এ কথা বলার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে যে তারা ঈমান এনেছে অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?-অনুবাদক)

যে সব চিঠি সম্বন্ধে জনাব ওয়াদা করেছিলেন তা এখনও পাঠিয়েছেন কিনা জানি না। 'ইযালা আওহাম' পুস্তকে এ বিষয়ে পর্যলোচনা এতো বিস্তারিতভাবে রয়েছে যে সম্ভবত অন্য কোন পুস্তকে নাও থাকতে পারে। আপনার পক্ষ থেকে আপনার কোন বিশেষ লেখা এখন পৌঁছলে তা 'ইযালা আওহাম' পুস্তকে ছেপে দেওয়া আমি সমীচীন বলে মনে করি। লেখাটি উর্দ্দু ভাষায় হলেই উত্তম, যাতে সাধারণ মানুষ তা পড়তে পারেন। তবু আপনি যেমনটি সমীচীন মনে করেন তাই উত্তম। ওয়াসসালাম।

প্রকৃতপক্ষে এ অধমের 'মসীলে মসীহ্' বনার মোটেও কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ অধম কেবল এটাই চায়, আল্লাহ্তাআলা যেন তাঁর বিনীত ও অনুগত বান্দাদের মাঝে শামিল করে নেন। কিন্তু আমরা পরীক্ষাকে কোনভাবেই এড়াতে পারি না। খোদাতাআলা (আমাদের জন্য) উন্নতি লাভের মাধ্যম কেবল পরীক্ষাকেই নির্ধারণ করেছেন।

বিনীত

গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

২০ ডিসেম্বর ১৮৯০ইং

মন্তব্য ঃ

এ পত্রটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবী সম্পর্কিত এক বিস্ময়কর বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল তাঁকে (আঃ) দামেস্ক সংক্রান্ত হাদীসকে আলাদা রেখে 'মসীলে মসীহ্' হওয়ার দাবীর সম্পর্কে লিখেছিলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে তিনি স্বভাবত জনগণের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জনে বীতশ্রদ্ধ, তিনি কেবল খোদাতাআলার প্রেমে বিভোর। কিন্তু খোদাতাআলা তাঁকে নিভৃত অবস্থা থেকে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন এবং প্রত্যাদিষ্ট করে জনমানবের মাঝে দাওয়াত ও আহ্বান করতে বাধ্য করেন। হযরত (আঃ)কে এর জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। হযরত মৌলবী সাহেব (রাঃ) প্রকারান্তরে পরীক্ষার বিষয়ে আশঙ্কা করেন যদিও স্পষ্ট ভাষায় এ অভিব্যক্তি নেই। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেন না। (ইরফানী)

পত্র নং ৬১

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

আমার শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভ্রাতা!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এ অধম সম্ভবত আগামীকাল বা পরশু লাহোর যাবে। এরপর আপনার খিদমতে লিখে অবহিত করবে। মোহাম্মদ বেগ সম্পর্কে আপনাকে স্মরণ করাচ্ছি। এক বিশেষ আঙ্গিকে তার প্রতি সদয় দৃষ্টিতে মনোনিবেশ করুন যাতে সে খোদাতাআলার কৃপায় ও অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারে। তাকে আপনি সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিন, পুরোপুরি আরোগ্য লাভের পর তার চাকুরীর বন্দোবস্তও করা হবে। অনুগ্রহ পূর্বক তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সর্বতোভাবে তার নেকী ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখুন। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

২২ জুন, ১৮৯১ইং

(চলবে)

অনুবাদ-**মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

প্রেক্ষাপট পঞ্চম খেলাফত

খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখা সুসংবাদবাহী স্বপ্নগুলি

(২য় কিস্তি)

আল্লাহ্‌তাআলা আয়াতে ইস্তেখ্‌লাফে মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন, যত দিন তারা সৎকর্মের উচ্চ মানদন্ডকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততদিন তিনি তাদেরকে খেলাফতের পুরস্কার দান করবেন। এ আয়াতে এই বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, খলীফা স্বয়ং আল্লাহতাআলা নির্বাচন করবেন। যদিও মু'মিনদেরকে সম্মানসূচক এ সুযোগ দেয়া হয়, যেন নির্বাচনের সময় তারা তাদের নিজস্ব রায় প্রকাশ করে। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই, ঐ সময় মু'মিনদের হৃদয় আল্লাহ্‌তাআলার ঐশী হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ঐ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে, যাকে মূলতঃ খোদাতাআলা পূর্ব থেকেই নির্বাচন করে রেখেছেন।

মু'মিনদের জামাতের প্রতি এটাও আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ, তিনি তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও ঈমানকে বৃদ্ধির জন্য সময়ের পূর্বেই কোন কোন মু'মিন পুরুষ, মহিলা এমন কি বাচ্চাদেরকেও এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন। যাতে এই খোদায়ী তাকদ্বীর প্রকাশের পর তারা এ বিষয়ে সাক্ষী হয় ও এটা অন্য মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। আর ঐ সৌভাগ্যশালী লোকদের রীতিও সর্বদা এটা হয়, তারা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই বিষয়কে কখনও সময়ের পূর্বে সর্বসাধারণের কাছে বলে বেড়ান না। বরং এটাকে একটা পবিত্র আমানত মনে করে নিজের বুকের মাঝে বা নিজের একান্ত আপনজন কয়েক ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। আর এটাই সঠিক রীতি।

পঞ্চম খেলাফতের বরকত মন্ডিত যুগের সূচনার পূর্বেও আল্লাহ্‌তাআলা নিজ ফযল ও অনুগ্রহে শত শত পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাকে পঞ্চম খলীফার ব্যাপারে সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এর মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ নির্বাচিত ৪০টি ঈমান বর্ধক স্বপ্নের ঘটনা জামাতের সদস্যদের খেদমতে তুলে ধরছি।

(বারো)

মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফা

মোকাররমা নাসিরা লিয়াকত সাহেবা, দারুর রহমত, রাবওয়া। তিনি ২৬ এপ্রিল ২০০৩ এর চিঠিতে লিখেন–

"হুযূর, আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর অসুস্থতার সময় তাঁর অপারেশনের পূর্বে যা স্বপ্নে দেখেছি তা আমি আপনাকে শুনাতে চাচ্ছি। আমি রাত্রে হুযূরের আরোগ্যের জন্য দোয়া করতে করতে ঘুমিয়েছি। আর স্বপ্নে নিজেই বলছি–" হুযূরের মৃত্যু হয়ে গেছে...এখন মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফা হয়ে গেছেন। সাথে সাথে আমার চোখ পুরোপুরি খুলে গেল। আমি খুবই বিচলিত হয়ে হুযূরের জন্য অনেক দোয়া করলাম। অপারেশনের পর যখন হুযূর সুস্থ হয়ে গেলেন তখন আমি মাসরূর এর অর্থ আনন্দিত হওয়া মনে করলাম। আর খুবই আনন্দিত ছিলাম, খোদাতাআলা হুযূরকে আরোগ্য দিয়ে আমাদেরকে আনন্দিত করেছেন। পরে যখন হঠাৎ করে হুযূরের মৃত্যুর সংবাদ শুনলাম, তখন আমার জান কাঁপতে লাগলো। আর সাথে সাথে ঐ স্বপ্ন দ্বিতীয় বার স্মরণ হলো। এই রাত্রে আমি আপনার নাম একটি চিঠিতে লিখে, এটা বন্ধ করে আমার মেয়েকে দিলাম। (বললাম) এটা সাবধানে রেখে দাও, এটা আমার আমানত। যখন আমি বলবো তখন এটা খুলবে। যখন খোদাতাআলা আবার আমাদেরকে খেলাফতের নিয়ামত (পুরস্কার) দান করলেন, আর যখনই আপনার নাম বলা হলো, আমি নির্দ্বিধায় আলহামদুলিল্লাহ্ পড়লাম। মেয়েকে বললাম, যাও চিঠিটা নিয়ে আস। এটাকে পড়, ঈমান বাড়বে, খলীফা আল্লাহ্ বানিয়ে থাকেন।"

(তেরো)

সাহেবযাদা মাসরূর আহমদ সাহেবের মাথায় খলীফার পাগড়ি

মোকাররম সৈয়্যদ হামিদুল হোসেন শাহ সাহেব, যয়ীম আনসারুল্লাহ্ সামরিয়াল, জেলা সিয়ালকোট লিখেন–

"যে দিনগুলোতে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) অসুস্থ ছিলেন, সে দিনগুলোতেই খাকসার নিজ পুত্র মুরব্বী সিলসিলাহ্ (চাঙ্গাবাঙ্গিয়াল) জেলা রাওয়ালপিন্ডির নিকট নিজের কাজে গেলাম। মুরব্বী সাহেবের নাম সৈয়্যদ সাইদুল হাসান সাজেদ। রাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যা নিম্নরূপ ছিল। আমি দেখলাম একটি বড় হল রুমে আমাদের জামাতের ইজতেমা হচ্ছে। ইজতেমায় একটি স্টেইজ আছে। এতে জামাতের উলামাবৃন্দ, বুযুর্গানেকেরাম ও জামাতের কর্মকর্তাগণ বসে আছেন। হঠাৎ দেখলাম আপনার অর্থাৎ সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের মাথায় খলীফার পাগড়ি। দেখে আমি বিচলিত হয়ে গেলাম। আর কোন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম সাহেবযাদা সাহেব কি খলীফা হয়ে গেছেন? আমাকে বলা হলো, এখনও দেরি। আমি বললাম, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) তো সুস্থ হচ্ছেন। আমাকে বলা হলো এখনও দেরি, খলীফা উনিই হবেন। পরে আমার চোখ খুলে গেল-- এই স্বপ্নের সাক্ষী মুরব্বী সিলসিলা চাঙ্গাবাঙ্গিয়াল। আমি তাঁকে ঐ দিনই বলেছি।

(চৌদ্দ)

নতুন খলীফার হাতে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) আংটি পড়াচ্ছেন

মোকাররম মোহাম্মদ দাউদ নোমান, হায়দারাবাদ, অন্ধ্র। তিনি লিখেন–

"১২ এপ্রিল রাতে সবাই MTA-তে Live সম্প্রচার দেখছিল, আমিও দেখছিলাম। অনেক দোয়াও করছিলাম, কেননা "মজলিসে ইন্তেখাব"-এর সভা হচ্ছিল আর নির্বাচন চলছিল। এই সময় নিয়্যত অনুযায়ী আমি রাত সোয়া দুইটা থেকে আড়াইটার মধ্যে নফল আদায় করি। এরপর অভ্যাসনুযায়ী ছোট ছোট আরবী দোয়া পড়ি। আর উঠার জন্য যখন আমি আমার হাত জায়নামায উঠাতে সামনে বাড়ালাম তখন হঠাৎ আমি একটি পরিষ্কার দৃশ্য দেখলাম। এ দৃশ্য এটা ছিল, আমি তিনটি হাত দেখি। এতে দু'টি হাত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর ছিল। আর তৃতীয় হাতটি নতুন খলীফার। আর এটাও দেখলাম, যে আংটি হুযূর (রাহেঃ) নিজের ডান হাতের ছোট আঙ্গুলে পড়তেন, সেটা তিনি নতুন খলীফার ডান হাতে পড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি এই নতুন হাতের বাহিরের অংশে একটি কাল দাগ দেখলাম। এই ঘটনার প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে যখন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াত নেয়ার পর দোয়া করার জন্য হাত তুললেন। তখন আমি খুব ধ্যান করে হুযূর (আইঃ)-এর ডান হাতের ছোট আঙ্গুলে একটি দাগ দেখতে পেলাম। যা আমরা সবাই দেখেছি।"

(পনের)

মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের ভোট বেশি

মোকাররমা আমাতুর রহমান সাহেবা, খায়েরপুর, সিন্ধ, পাকিস্তান। ২৪ এপ্রিল ২০০৩ এর চিঠিতে লিখেন–

"উনিশ ও বিশ এপ্রিল ২০০৩ এর মধ্যবর্তী রাত্রে দেখি, একটি বড় কামরায় খেলাফত কমিটির মিটিং (সভা) হচ্ছে। একটি বড় টেবিলের চারদিকে চেয়ার সাজানো আছে। যার মধ্যে ইন্তেখাব (নির্বাচন) কমিটির সদস্যরা বসে আছেন। সভায় দুই ব্যক্তির নাম খলীফার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেবের, অপর নামটি সকালে উঠার পর ভুলে যাই। আপনাকে আমি চিনতাম না।..... টেবিলের উপর যেভাবে বেলট পেপার থাকে সেভাবে দু'টি স্তুপ পড়লো। একটি ছোট, অপরটি এর চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়। যে কাগজ বেশি তাতে মিয়া মাসরূর আহমদ লিখা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খলীফা কে হয়েছেন? যে ব্যক্তি সভার সভাপতিত্ব করছিলেন, তাঁর বাদিকের ব্যক্তি আমাকে বল্লেন মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেবের ভোট বেশি। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

(ষোল)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোট ও আংটি পড়ানো হচ্ছে

মোকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব খালেদ, মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ, শাদওয়াল, জেলা গুজরাত। ২৮ এপ্রিল ২০০৩ এর চিঠিতে উল্লেখ করেন–

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য একটি খুবই কষ্টের বিষয় ছিল।....এই অস্থির অবস্থার মধ্যে রাত পৌনে বারটায় টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। ২১ এপ্রিলের রাত ছিল। স্বপ্নে দেখি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোট ও আংটি পড়ানো হচ্ছে। এর সাথে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

আবার ঘুমিয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার একই দৃশ্য দেখি। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন আড়াইটা বাজে। সকালে স্বপ্নের ঘটনাটি আমি ডায়রীতে লিখে রাখি। আর আমার স্ত্রীকে বলি আল্লাহ্‌তাআলা আজ রাতে স্বপ্নে আমাকে নতুন খলীফা সম্পর্কে অবগত করেছেন। সে অস্থির হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তাড়াতাড়ি বলো না, কে নতুন খলীফা? আমি বললাম, না আমি এটা বলবো না। তার বারবার তাগিদ সত্ত্বেও আমি বলি নি। কিন্তু এতটুকু বললাম, আমি আমার ডায়রীতে লিখে রেখেছি। এটা নির্বাচনের পর দেখাব। পরে সে বলতে লাগলো, ঠিক আছে, এতটুকু বলে দাও, খান্দানের মধ্য থেকেই কি? আমি বললাম হ্যাঁ।

২২এপ্রিল রাতে কোন লোক ঘুমায় নি। টিভি দেখছিল। রাত ১টার সময় আরও দু'জন মহিলা আমাদের ঘরে MTA দেখার জন্য আসে। রাত ৩টা ৪০ মিনিটে যখন ইমাম সাহেব এলান (ঘোষণা) করেন, তখন তাঁর মুখ থেকে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ নাম শুনে আমার মুখ থেকে নির্দ্বিধায় আল্লাহু আকবার নাড়া চলে আসলো। আমি দ্রুত ডায়েরী নিলাম, আর সবার সামনে খুলে দেখালাম; দেখ, এই নাম-ই আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে দেখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। আমি তখন খুবই আনন্দিত ছিলাম। আনন্দে কাঁদছিলাম। আমার স্ত্রী ও ঐ দুই বোনও আনন্দিত ছিলেন। এই সময় আমার স্ত্রী নাসেরা মাহমুদ ও দুই মহিলা মেহমান বুশরা নাসরুল্লাহ্ ও মুবাশ্বেরা নাসরুল্লাহ্ ছিলেন। আমি ডাইরীর যেখানে স্বপ্ন লিখেছি সেখানে তখনই তাদের দস্তখত নিয়ে নেই।

যেখানে প্রত্যেক আহমদী খলীফাতুল মসীহর নির্বাচনে আনন্দিত ছিল যে, আমাদের ভয়ের অবস্থাকে ওয়াদা অনুযায়ী নিরাপত্তায় বদলিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার খুশির কোন সীমা পরিসীমা ছিল না, আমার প্রিয় খোদা আমার প্রতি করুনা,ও দয়া করে আমার মত অধমকে সবচে' সম্মানিত, সবচে' পবিত্র ও বরকতমন্ডিত সত্ত্বাকে তাঁর নির্বাচনের পূর্বেই দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দলিল স্বরূপ ঐ সম্মানিত ও বরকতমন্ডিত সত্ত্বার পবিত্র নামও আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। এটা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাকে চান দেন।

আমার জন্য এটা একটা স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্ত ও সম্মানের বিষয় ছিল যে, আমার প্রিয় খোদা আমার প্রতি বিশেষ দয়া করে তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ)-এর আত্ম প্রকাশের ব্যাপারে অবগত করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ্ হি রাব্বিল আলামীন।"

(সতের)

মির্যা মাসরূর আহমদ জামাতের খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন

মোকাররম জাফর হাশেমী সাহেব, লাহোর। ২৯ মে ২০০৩ এর চিঠিতে লিখেন–

"যখন হুযূর (রাহেঃ)-এর মৃত্যুর পর MTA তে বার বার এলান (ঘোষণা) হচ্ছিল। দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তাআলা যেন নির্বাচনের সময় আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেন। আমিও প্রত্যেক নামাযে, আর চলতে ফিরতে দোয়া করে যাচ্ছিলাম। প্রত্যেক নামাযে দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে খলীফা তুমি বানাও। কিন্তু যারা রায় দিবে তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিও। রাতে শুয়ে শুয়েও এ বাক্যই পুনরাবৃত্তি করতাম। আমি দু'দিন পর্যায়ক্রমে এ স্বপ্ন দেখেছি–

(১) প্রথম দিন আমি দেখি, কিছু লোক একটি চৌকিতে বসে আছে। কেউ আমাকে বলছে (এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে) উনি খলীফা হবেন। আমি দেখলাম ঐ ব্যক্তি কালো টুপি পড়ে আছেন। আর মাথা এত নীচু করা যে, চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর সামনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর কফিন রয়েছে।

(২) দ্বিতীয় দিন নির্বাচনের কয়েক ঘন্টা পূর্বে অল্প সময়ের জন্য শুয়েছি। দেখলাম কোন একজন একটি কাগজ এনে আমাকে দিয়েছে। এতে ইংরেজীতে খুব সুন্দর করে লেখা একটি লাইন আছে। লেখা ইংলিশ ছিল কিন্তু এটা আমি উর্দুতে পড়েছি। এ কাগজে লেখা ছিল–

"মির্যা মাসরূর আহমদ জামাতের খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন।"

সাথে সাথে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি উঠে ফজরের নামায পড়লাম। আর তাড়াতাড়ি MTA অন করলাম। হুযূর, এই সময় টিভিতে আপনার ছবিতে কাল টুপি আর দুই হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে দোয়া করতে দেখি। তৎক্ষণাৎ আমার প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যা দৃষ্টিতে চলে আসলো। তখনই আমি আপনার নাম লেখা পড়লাম। আল্লাহ্‌তাআলা আমার দুই স্বপ্নই আমাকে ব্যাখ্যা করে দেখালেন।"

(আঠার)

স্পষ্ট আওয়াজ এলো মাসরূর আহমদ

মোকাররম মোবাশ্বের আহমদ তারেক সাহেব, দায়িত্বপ্রাপ্ত মুরব্বী-নাযারত দাওয়াত ইলাল্লাহ্, রাবওয়া। তিনি লিখেন–"খেলাফত কমিটির সভা হচ্ছিল। খাকসারের বায়তুয যিকরে তন্দ্রা এসে যায়। স্বপ্নে আওয়াজ আসে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর খলীফাতুল মসীহ্ নির্বাচিত হয়ে গেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম কে? খুবই স্পষ্ট আওয়াজ এলো মাসরূর আহমদ। সাথে সাথে চোখ খুলে গেল।"

(উনিশ)

হুযূরকে দোয়ার জন্য চিঠি লিখ

মোকাররমা আমাতুল কুদ্দুস শওকত, পিতা মোকাররম আব্দুস সাত্তার খান সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা রাবওয়াহ্। তিনি ২৫ এপ্রিল ২০০৩ এর চিঠিতে লিখেন–

"২০ এপ্রিল ২০০৩ সালের যোহরের নামায পড়ার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখি একটি বড় সমাবেশ। যাতে আমাদের বাড়ির সব সদস্যও আছে। আমি দেখতে পেলাম হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) সাদা আসকানে সুসজ্জিত হয়ে আছেন। আর চেহারা মোবারক খুবই উজ্জ্বল। তিনি হাসছিলেন। আমি হুযূরের খুবই নিকটে ছিলাম। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব জনতার ভীড়ের সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। আর হাত নেড়ে সালাম দিচ্ছিলেন। সব লোককে খুবই আনন্দিত দেখাচ্ছিল। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) আমাকে বললেন, হুযূরকে (অর্থাৎ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে) দোয়ার জন্য চিঠি লিখ। সাথে সাথে বললাম, আল্লাহ্ বড়ই দয়ালু। আমার হাতে চিঠি ভর্তি Envelop (খাম) ছিল। আমি সামনে গিয়ে এ চিঠি হুযূরের খেদমতে পেশ করি। হুযূর [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)] আমাকে খুবই ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখলেন আর আমার চিঠি নিলেন।"

(বিশ)

আপনার মাথায় খেলাফতের পাগড়ি দেখলাম

মোকাররম হেদায়তুল্লাহ্ সাহেব, পীরকুটি, নাসিরাবাদ সুলতান, রাবওয়াহ্। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কে সম্বোধন করে লিখেন–

"২০ এপ্রিল রাতে স্বপ্নে দেখি আমি লন্ডনে। অনেক লোক হুযূরের কফিনের সামনে দাঁড়ানো। এ সময় খাকসার হুযূরের আওয়াজ শুনি, আপনারা পেরেশান কেন? আমাকে এখানে (লন্ডনেই) দাফন কর। যখন আমি অন্য দিকে তাকালাম তখন আপনার মাথায় খেলাফতের পাগড়ি দেখলাম। আমি খুবই খুশী হলাম, আর বললাম পূর্বে তো আপনি কখনও এমন পাগড়ি পড়েন নি। এরপর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

(চলবে)

মূল ঃ মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব
ইমাম মসজিদ ফযল লন্ডন
অনুবাদ –মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন

আহমদীয়ত

মূল ঃ **কাযী মোহাম্মদ নাযির সাহেব ফাযেল**
নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার, রাবওয়া

(নবম কিস্তি)

আহমদীয়ত
মূল ঃ কাযী মোহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল, নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার, রাবওয়া
(১১তম কিস্তি)
সূরা জুমুআর আয়াত ঃ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

অর্থাৎ আকাশগুলোতে যা আছে আর পৃথিবীতে যা আছে সবাই সেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতি পবিত্র, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদেরই মাঝ থেকে এক রসূল আবির্ভূত করেছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে। তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিখায় যদিও এর আগে এরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল, আর (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মাঝ থেকে অন্যদের মাঝেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময় (২-৪)

থেকে প্রতীয়মান হয়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ২টি আবির্ভাব। তাঁর প্রথম আবির্ভাব উম্মীয়্যিন বা নিরক্ষরদের মাঝে হয়েছে। আর দ্বিতীয় আবির্ভাব বরূযীভাবে মসীহ্ ও মাহ্‌দী'র রঙ্গে অন্যদের মাঝে হওয়ার কথা। হুয়াল 'আযীযুল হাকীম-এ ঐশী গুণের উল্লেখের মাঝে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, দ্বিতীয় আবির্ভাবে ইসলাম সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে। দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ সাহেব বলেন ঃ

ওয়া আ'যামুল আম্ বিয়ায়ী শ'নান মান লাহূ নাও'উন আখারু মিনাল বা'সি আইযান ওয়া যালিকা আঁইয়াকূনা মুরাদুল্লাহি ফীহি সাবাবান লিখুরূজিন্নাসি মিনায্ যুলুমাতি ইলান্ নূরি আঁইয়াকূনা ক্বওমুহূ খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি ওয়া বা'সুহূ ইয়াতানাওয়ালু বা'সান আখারা" অর্থাৎ নবীদের মাঝে মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে বড় মহান নবী তিনি যাঁর জন্যে অন্য এক ধরনের দ্বিতীয় আবির্ভাবও হয়। আর এ দ্বিতীয় আবির্ভাব এভাবে হবে যেভাবে খোদাতাআলা প্রত্যাশা করেন, যেন দ্বিতীয় আবির্ভাবে লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। আর এ দ্বিতীয় আবির্ভাবের কারণে তাঁর জাতি খায়েরে উম্মত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতি আখ্যায়িত হবে। এদেরকে লোকদের কল্যাণের জন্যে দাঁড় করানো হবে। অতএব এভাবে তাঁর আবির্ভাব একটি অন্য আবির্ভাবের ওপরও বিঘোষিত হবে' (হজ্জাতুল্লাহাহি বালিগাতু ১ম খন্ড, বাব হাকীকাতে নবুয়্যতে ওয়া খওয়াসহা)।

এর পূর্বে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ জেনে গেছেন, মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে হযরত শাহ সাহেব আলাহের রহমত মুহাম্মদী নামের সমষ্টির ব্যাখ্যা এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করেছেন আর স্বয়ং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইউহ্‌লিকাল্লাহু ফী যামানিহি ইল মিলালা কুল্লাহা ইল্লাল ইসলাম অর্থাৎ মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর ধর্মের প্রচারের মাধ্যম এমনভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রোপাগান্ডা হবে যে, সব ধর্মমত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে। এদিকে কুরআন করীমের এসব কথায় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঃ হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু 'আলা দীনি কুল্লিহি অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই নিজ রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন সেই রসূল এ ধর্মকে সারা বিশ্বে বিজয় দেন (সূরা সাফ্‌ফ)।

তফসীরকারকগণ নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস-ইউহ্‌লিকাল্লাহু ফী যামানিহি ইল মিলালা কুল্লাহা ইল্লাল ইসলাম-এর কারণে এ কথাকে স্বীকার করেন যে, এ বিজয় মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে হবে। আর এটা হবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ, নির্দেশাদি এর শক্তির প্রোপাগান্ডার ফল। আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হবেন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরূযী বা প্রতিচ্ছায়ারূপে দ্বিতীয় আবির্ভাব ঃ

(১) "বরং সত্য কথা এই, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিকতা ষষ্ঠ হাজারের শেষে অর্থাৎ বর্তমান যুগের এসব বছরের সম্পর্কের দিক দিয়ে সবচেয়ে সর্বাধিক উৎকর্ষপূর্ণ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী, অটল বরং চতুর্দ্দশীর রাতের মত" (খুতবা ইলহামিয়্যাহ্, পৃষ্ঠা ১৮১)।

আবার এই ঃ

(২) আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিকতা পাঁচ হাজারে সৌন্দর্য বিকাশক গুণাবলীর সাথে বিকশিত হয়েছে বরং এর উৎকর্ষের উর্ধ্বারোহণের লক্ষ্যে ছিল প্রথম পদক্ষেপ। আর এ আধ্যাত্মিকতা ষষ্ঠ হাজারে অর্থাৎ সেই সময় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। যেভাবে আদম ষষ্ঠ দিনের শেষে সর্বোত্তম স্রষ্টা খোদার অনুমতিক্রমে সৃষ্টি হন। আর এ শ্রেষ্ঠ রসূলের আধ্যাত্মিকতা নিজ বিকাশের উৎকর্ষের জন্যে এবং নিজ জাতির বিজয়ের লক্ষ্যে একটি বিকাশ অবলম্বন করে, যেভাবে খোদা কিতাবুল মুবীন অর্থাৎ কুরআন মজীদে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব আমি সেই বিকাশস্থল আর সেই প্রতিশ্রুত জ্যোতি।" (খুতবা ইলহামিয়া পৃষ্ঠা ১০৭-খ)।

কিন্তু এসব অনুচ্ছেদ থেকে মৌলভী আবুল হাসান সাহেব ভুল অর্থ নিয়ে এ ভুল বুঝাবুঝি ছড়াতে চাচ্ছেন যে, মির্যা সাহেব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বরূযী বা প্রতিচ্ছায়া হওয়ার বরং সব নবীর বরূযী হওয়ার দাবী করেছেন (দেখুন কাদিয়ানীয়্যত পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭)

উত্তর ঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ আধ্যাত্মিকতায় আর খোদার নৈকট্য লাভে সব সময় উন্নতি করতে থেকেছেন। এ উন্নতির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আর উম্মতের সব মুজাদ্দেদ তাঁরই আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের জন্যে তাঁর (সঃ) বিকাশকের মর্যাদা রাখতেন। এসব মুজাদ্দেদগণের মাঝে মসীহে মাওউদকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ বিকাশক বিশ্বাস করা হয়েছে। যেভাবে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ সাহেব (রহঃ)-এর কথা থেকে সাব্যস্ত হয়ে থাকে ঃ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী, মাহদী মা'হূদ ও মসীহে মাওউদ (আঃ)-এ দাবীর সাথেই নিজ ইলহাম-কুল্লু বারাকাতিম্মি মুহাম্মাদিন সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

ফাতাবারকা মান 'আল্লামা ওয়া তা'আল্লামা [সব কল্যাণ মুহাম্মদ (সঃ) থেকে। অতএব কল্যাণময় তিনি যিনি শিখান ও যিনি শিক্ষা দেন]-এর আলোকে কেবল একজন শিষ্যের মর্যাদা রাখেন আর তার মাঝে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জ্যোতির যে বিকাশ হয়েছে একে তিনি নিজের ব্যক্তিগত কোন সৌন্দর্য নির্ধারণ করেন নি বরং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় লিখেছেন ঃ

উস নূর পার ফিদা হুঁ
উস কা হি ম্যা হুয়া হুঁ
উওহ্ হ্যা ম্যাঁ চিজ কেয়া হোঁ
বাস ফয়সলা এআহি হ্যা॥
সব হাম নে উস সে পায়া
শাহেদ হ্যা তু খুদায়া
উওহু জিস্ নে হক্ দেখায়া
উওহ্ মাহ্ লেকা এ্যাহি হ্যা॥
(দূররে সমীন, উর্দূ)

অর্থাৎ তিনিই, আমি কি জিনিস, বাস এটাই মীমাংসা সব আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি, হে খোদা তুমি সাক্ষী তিনিই সত্য দেখিয়েছেন তিনিই সাক্ষাতের চন্দ্র॥

এসব পংক্তিতে এটা সুস্পষ্ট যে, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এ দাবী সত্ত্বেও যে, তিনিই এ যুগে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ বিকাশক ও প্রতিবিম্ব। নিজেকে তিনি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তুলনায় শীষ্যস্বরূপ ও অধম নির্ধারণ করেন। তিনি লিখেন ঃ

মওরদে বরূয হুকমে নফী ওজুদ কা রাখ্তা হ্যা

অর্থাৎ প্রতিবিম্বের অধিকারী কোন অস্তিত্বের অধিকারী না হওয়ার আদেশের অধীনে।

(বিজ্ঞাপন এক গলতি কা ইযালাহ্, পৃষ্ঠা ১৫, নশরু ইশাআত রাবওয়া কর্তৃক মুদ্রিত)

অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় আবির্ভাব হওয়ার এবং দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা, উৎকর্ষ এবং শক্তির দিক থেকে প্রভাবিত হতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সত্তা যা প্রতিবিম্বস্থল নেতিবাচক হয়েছে আর সব উৎকর্ষের উৎপত্তিস্থল হলেন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কেননা, তিনি এসব উৎকর্ষের মালিক। তাঁর উৎকর্ষ নিজস্ব। আর প্রতিবিম্বস্থলের উৎকর্ষ সাময়িক ও অনুসৃতের। অতএব প্রতিবিম্বস্থলের মাধ্যমে পৃথিবী মুস্তাফা সম্বন্ধীয় যেসব জ্যোতির্বিকাশ প্রত্যক্ষ করবে আর এসব থেকে লাভবান ও কল্যাণমন্ডিত হবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে এর আসল ও প্রকৃত উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হলেন সরওয়ারে কায়নাৎ ফখরে মওজুদাত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তুলনায় হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর অবস্থান তো দর্পণস্বরূপ। এতে আসলের জ্যোতির্বিকাশ ঘটে থাকে। আর দর্পণে দৃশ্যমান আকৃতি তো আসলের প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। যদিও প্রতিবিম্বের দিক থেকে এদের মাঝে বিরোধ নেই, কেননা, প্রতিবিম্ব আসল থেকে ভিন্ন হয় না। প্রতিবিম্বের উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল প্রকৃতপক্ষে আসলই হয়ে থাকে। এজন্যেই রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মোকাবেলায় হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমি আমার বেনেয়াজ-অভাবমুক্ত প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মদনী চাঁদের আকৃতির সামনে একটি দর্পণ" (নুযূলে মসীহ)।

যদিও যেভাবে আয়নায় দৃশ্যমান আকৃতির উৎকর্ষের উৎসস্থল আসল হয়ে থাকে। তাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাঝে যে উৎকর্ষ প্রতিবিম্বিত পাওয়া যায় তা আমার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ নয় বরং এসবের উৎসস্থল আসল অর্থাৎ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

আর ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের পান-পাত্র সম্বন্ধে বলেন ঃ

"তত্ত্বজ্ঞানের যে পান-পাত্র খোদাতাআলা প্রত্যেক নবীকে দিয়েছেন তা আমাকেও পুরো দিয়েছেন"। এর কারণ এই, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থেকে তাঁর উম্মতকে পূর্ববর্তী নবীদের লাভকৃত সেই ঐশী-তত্ত্ব থেকে বঞ্চিত নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে না। কেননা, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–আল্ 'উলামাউ ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া অর্থাৎ এ উম্মতের রব্বানী উলামা নবীদের উত্তরাধিকারী আর আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা নিজ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"আমি মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিশ্চিত উত্তরাধিকারী এবং বন্ধু হুসায়ানের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে গেছি"।

তাঁর (আঃ) এ কথা লেখা ঃ

এ উদ্দেশ্য মনে করে, তাঁর আবির্ভাবে সব নবীর জ্ঞান জীবিত হয়ে গেছে। আর তিনি (আঃ) তাঁদের সব জ্ঞানের সমষ্টি। আর তাঁর প্রথম কথা তিনি মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী-এর কথার সুস্পষ্ট দলীল। কেননা, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'উল্লিমতু 'ইলমান আওয়ালীনা ওয়াল আখিরিনা অর্থাৎ আমাকে সব পূর্ববর্তী জ্ঞান এবং পরবর্তী নবীগণের জ্ঞান দেয়া হয়েছে (তাহযীরুন্নাস পুস্তকের বরাতে)। এর অর্থ এই ঃ তিনি (সঃ) জ্ঞান ও তত্ত্বে সব নবীর উৎকর্ষের সমষ্টি ছিলেন আর প্রত্যেক নবী তাঁর (সঃ) মাধ্যমে জীবিত হয়েছেন। এভাবে তিনি (সঃ)-এর পরিপূর্ণ প্রবিবিম্বের জন্যে এ আয়াত অনুযায়ী আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকূবিহিম (সূরা জুমুআ)। তাঁর (সঃ) দ্বিতীয় আবির্ভাবের স্থান পাওয়ার ছিল। এটা আবশ্যক ছিল যে, এর জ্ঞান যা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে কল্যাণমন্ডিত তিনিও নবীদের জ্ঞানকে সঞ্জীবিতকারী আর তার সত্তাও প্রতিবিম্বাকারে এসব নবীদের বিকাশস্থল।

রওযায়ে আদম কে থা ওহ্ না মোকাম্মেল আর তালক মেরে আনে সে হুয়া কামেল বাজুমলাহ্ বারগ ও বার॥

অর্থ ঃ । আদম (আঃ)-এর বাগিচা যা এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল তা আমার আবির্ভাবের ফলে পাতা ফল ও ফুলে সুশোভিত হলো।

পংক্তিতে 'রওযায়ে আদম' অর্থ ধর্মের বাগান। এটা প্রচারের পূর্ণতা নিঃসন্দেহে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে নির্ধারিত ছিল। অতএব নবী করীম (সঃ)-এর হাদীসে বণিত হয়েছে ঃ ইউহ্লিকাল্লাহু ফী যামানিহি ইল মিলালা কুল্লাহা ইল্লাল ইসলাম অর্থাৎ খোদাতাআলা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে ইসলাম ছাড়া সব ধর্মমতকে ধ্বংস করে দিবেন এবং এটা হবে ধর্মের প্রচারের ফলশ্রুতি (তফসীর ইবনে জারীর)। বিষয়টিই–হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহী–আয়াতের অর্থ। আর তফসীরকারগণ কর্তৃক স্বীকৃত যে, ইসলামের দ্বিতীয় বিশ্ব বিজয় মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে নির্ধারিত (তফসীর ইবনে জারীর) (চলবে)

অনুবাদ–**আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(৯ম ও শেষ কিস্তি)

একজন মহান ও মহৎ ব্যক্তির সার্বিক গুণাবলী ভরপুর ছিল চৌধুরী সাহেবের মাঝে। বিভিন্ন পর্যায়ে সবার আদর্শবান ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তিনি। তাই তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বর্ণনায় সুযোগ্য মেয়ে মাসুদা সামাদ সাহেবা (প্রাক্তন সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ) বলেন–

"আমার প্রিয় বাপজান (আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন) জনাব আবুল হাশেম খান চৌধুরী সুদর্শন , পবিত্র-চিত্ত, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি সত্যিকার অর্থে রহমান খোদার বান্দা, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, উচ্চ শিক্ষিত খোদা প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ, খাঁটি মুমিন মুত্তাকী, আকর্ষণীয় মানব সেবক, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র ভাই-বোনের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি দৈনিক পাঁচ বেলা বাজামাত নামায পড়তে মসজিদে যেতেন। তিনি ঘড়ি দেখে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতেন। আবার ঠিক সময়ে জেগে উঠে ওযু করে মসজিদে ছুটে গিয়ে নামায আদায় করতেন। তিনি কুরআন মজীদকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। আর উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, সেই সাথে ইংরেজীতে অনুবাদ করতেন ও একাধারে পড়ে যেতেন। কুরআনে উল্লেখিত দোয়াগুলো তিনি বড়ই আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-কে 'বাপজান' মনে প্রাণে ভালবাসতেন। তিনি হযরত আকদাসের রচিত ফারসী কবিতাগুলো উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতেন। ছোট বেলার এই

আবুল হাশেম খান চৌধুরী

স্মৃতি আমার আজও মনে পড়ে। বাপজানের সেই গলার স্বর আমাকে এখনও শিহরিত করে।

(কীর্তিমান পুরুষদের জীবন কথা পৃঃ ৪৫)

খোদা প্রেমিক চৌধুরী সাহেব সর্বদা বিগলিত চিত্তে হৃদয়ে নিংড়িয়ে দোয়া করতেন। তাঁর দোয়া কবুলিয়তের অসংখ্যক নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়। সত্য স্বপ্ন দেখা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই বিভিন্ন জন এই বুযুর্গের দোয়ার কাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর নিকট দোয়ার জন্য মিনতি জানাতেন। একবার মেয়ে আবেদা খাতুন দোয়া শিখানোর জন্য আবদার করলে তিনি মেয়ের ডাইরীতে একটি দোয়া লিখে দেন। এ দোয়াটি খুবই প্রাণবন্ত ও মর্মস্পর্শী। সকলের জন্য শিক্ষণীয়। তা হলো ঃ–

আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের সন্তানদের জন্য যে দোয়া করেছেন তার চাইতে ভাল আর কি দোয়া শিখাতে পারি। হে আল্লাহ্ তুমি নিজ কৃপায় সেই দোয়া কবুল কর আমার পরিবার আপনজনদের জন্য কারণ তাঁরা তোমার দাস। আর ওই দোয়া তো তোমারই পছন্দের এক দাসের মুখ থেকে বাহির হয়েছিল এবং তোমার নিকট পৌঁছেছিল। আমীন।

আমার সন্তান-সন্ততিদের প্রত্যেককে (তাঁরা তোমারই দাস) আমি যেন দেখি তারা পাক ও পবিত্র এবং খোদা ভিরু। আমার প্রতি এটা কত বড় তোমার দান, হে দাসদের দয়ালু প্রভু! আমি কোন মুখ দিয়ে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো?

আমার শরীরের প্রতিটি চুল কথা বললেও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব নয়।

হে করীম ! তাদের থেকে সব রকম আপদ ও বালাই দূরে রেখ।

হে রহীম ! তাদের ভাল মানুষ বানিও এবং দীর্ঘজীবী করিও। তোমার ক্ষমতার সামনে কোন বাধা আছে? আমাকে তুমি যা দিয়েছ (তার চেয়েও বেশি) তাদেরকে দিও। হে একমাত্র প্রভু! আমি তোমার দরবারে দোয়া করছি তাদের ওপর যেন শোকের সময় কখনও না আসে। তারা যেন তোমার এই পবিত্র স্থান না ছাড়ে। হে আমার প্রভু! তাদেরকে সবসময় রক্ষা কর। তারা যেন কখনও অসহায় না হয়, কষ্ট না পায়। দুঃখ না পায়, নিরুপায় না হয়ে পড়ে, এরা যেন মুত্তাকী হয় এবং আমি যেন আমার মৃত্যুর পরও এদেরকে পাক-পবিত্র দেখতে পারি।

হে আমার খোদা! তুমি এদের সবাইকে পথ-প্রদর্শন কর। কারণ তুমি সুযোগ না দিলে কোন উপদেশই কাজে লাগে না। তাদের কপালে প্রকাশ কর যে, তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাদের গৃহে যেন দাজ্জালের ভয়-ভীতি কখনও না আসতে পারে। সব অবস্থাতেই তাদেরকে দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা কর। তারা যেন কষ্ট ও শোকে কাবু না হয়ে পড়ে। আমীন -ইয়া রাব্বুল আলামীন।

তোমার অসহায় দাস

আবুল হাসেম খান চৌধুরী

তারিখ ঃ ১০-৭-১৯ ৪৫ খ্রীঃ

(কীর্তিমান পুরুষদের জীবন কথা পৃ (৪৮)

আদর্শবান অভিভাবকের আবেগাপ্লুত দোয়া এবং উত্তম মানুষ গড়ার দায়িত্ব যথার্থ পালনের ফসল তাঁর স্নেহধন্য সন্তান প্রথম স্ত্রী বিদুষী মহিলা হামিদুন্নেসা সাহেবার গর্ভজাত হলেন–

(১) আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী

(শিবলী), (২) আলী কাশেম খান চৌধুরী (আনসার), (৩) মাহমুদ আব্দুল্লাহ্ খান চৌধুরী (কুতুব), (৪) মাহমুদা বেগম, (৫) মোমেনা খাতুন, (৬) মুসলেমা খাতুন, এবং (৭) আমেনা খাতুন। চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী সৈয়দা হোসনে আক্তার বানু ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর এবং এ দেশের আহমদীয়াতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার পথিকৃত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের প্রথম কন্যা। বিশ দশকের প্রথমদিকে আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছায় এক ঘটনা প্রবাহে চৌধুরী সাহেবের সাথে এ বিবাহ হয়। তাঁর সন্তানরা হলেন (১) তায়েবা খাতুন, (২) আবেদা খাতুন, (৩) সালাহউদ্দিন নাসের খান চৌধুরী, (৪) মাসুদা সামাদ, (৫) নূরুদ্দিন আমজাদ খান চৌধুরী, (৬) সিদ্দিকা বেগম (রোজী) এবং (৭) ডাঃ সাদেকা তাহেরা বেগম (ডেইজী)।

তাকওয়া পরায়ণ পান্ডিত্যের পিতার সন্তানরা অধিকাংশ ধার্মিক ও জাগতিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। অনেকে পিতার আদর্শগত শিক্ষায় ঐশী জামাতের খেদমতে আজীবন নিরলস কাজ করেছেন। মেয়ে মোমেনা খাতুন, মোসলেমা খাতুন ও আমেনা খাতুন প্রমুখ বাঙ্গালী মুসলিম নারী শিক্ষার অগ্রপথিক বেগম রোকেয়ার উত্তরাধিকারী হিসেবে অবদান রাখেন। তাদের লেখনীতে সিদ্ধ হস্ত ছিল। ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক অসংখ্যক মূল্যবান প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষতঃ আমেনা খাতুন নারী শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক 'মেয়ে মহল' নামে আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখতেন। তাদের এসব লেখা ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের মাসিক ও পাক্ষিক আহমদীর পাতায় স্বর্ণালী হয়ে আছে। মেয়ে মাসুদা সামাদ সাহেবা জামাতে আহমদীয়ার এক নিবেদিত প্রাণ। প্রাক্তন সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরীর সহধর্মিনী তিনি। পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদর হিসেবে তিনি সুদীর্ঘকাল জামাতের খেদমত করেছেন। এ দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা আহমদী মহিলাদেরকে সাংগঠনিকভাবে জামাতী তালীম তরবিয়ত প্রদানে তাঁর অবদান জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে আছে। কাদিয়ান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত এ ধর্মপ্রাণ মহিলা অনেককে ঐশী জামাতের কাজে হাতে খড়ি দিয়েছেন। বর্তমানে বার্ধক্যের মাঝেও সবার শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী হিসেবে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন। পিতার মত আবেগাপ্লুত হয়ে সকলের জন্য দোয়া করেন। এ মহীয়সী নারীর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী সিলসিলাহ্, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ।

চৌধুরী সাহেবের আর এক উত্তম উত্তরসুরী ছিলেন আলী কাশেম খান চৌধুরী (আনসার)। মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের নাযেরে আলা এবং নায়েব ন্যাশনাল আমীরসহ জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমরণ নিরলসভাবে পালন করেছেন তিনি। তাঁর জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মানব সেবা। আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী নামের স্বার্থকতা পরিস্ফুটিত হয় তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্যে। সুযোগ্য সন্তান মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী এদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। মেজর (অবঃ) বি, আকরাম আহমদ খান চৌধুরী এবং বি, আফজাল আহমদ খান চৌধুরী জামাতের কাজে নিবেদিত।

পবিত্র চিত্তের মানুষ আবুল হাশেম সাহেবের বড় মেয়ে মাহমুদা বেগমের বিয়ে হয়েছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর বড় ছেলে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম উমর সাহেবের সাথে। দুটি ছেলে রেখে এ ধর্মপ্রাণ মহিলা অকালে মারা যান। পরে সালাম সাহেব বিয়ে করেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) এর মেয়ে সাঈদা বেগমকে। চৌধুরী সাহেবের মেয়ে মোমেনা খাতুনের স্বামী ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভাগেলপুরের অধিবাসী প্রফেসর আব্দুর রহমান সাহেব। তাঁর পিতা হলেন জামাতের বিশিষ্ট বুযুর্গ আব্দুল মাজেদ সাহেব। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর শ্বশুর হন। মাজেদ সাহেবের মেয়ে সারা বেগম সাহেবা হুযূর সানী (রাঃ) এর স্ত্রী। যার নাম হুযূর আনওয়ার তাঁর রচিত 'কালামে মাহমুদ' গ্রন্থে এক নযমে উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় বন্ধনের সাথে সামাজিক বন্ধনের সুবাদেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বংশধর, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) উত্তরাধিকারী এবং হযরত ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) এর পরিবারের সাথে আবুল হাশেম সাহেবের পরিবারের বেশি হৃদ্যতা ছিল। ঘনিষ্ট আত্মার আত্মীয় হিসেবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। ফলে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা-পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র লোকদের জন্য এবং পবিত্র লোকগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য (সূরা নূর ঃ ২৭) প্রতিফলিত হয়। আলোকিত মানুষ খান বাহাদুর সাহেব বাহাদুরের মতই তাঁর ইহজীবনের বিভিন্ন অধ্যায় যথার্থভাবে সম্পাদনের পর ক্যান্সারজনিত কারণে ১৯৪৬ সালের

প্রথম দিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) প্রাতঃ ভ্রমণে প্রায়ই চৌধুরী সাহেবকে দেখতে তাঁর বাসায় যেতেন। এবং তাঁর জন্য খাসভাবে দোয়া করতেন। একদা হুযূর (রাঃ) চৌধুরী সাহেবের শয্যা পার্শ্বে বসে তাঁকে নিজ হাতে কমলা লেবুর সরবত পান করান। চৌধুরী সাহেব অসুস্থতার মাঝে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দোয়া পড়তেন। তাঁর প্রধান দোয়াগুলোর মধ্যে একটি হল ঃ তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের উপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছিল, যখন সে তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিল, আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে? তাঁরা বলেছিল, আমরা উপাসনা করবো তোমার উপাস্যের তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের এবং ইসহাকের উপাস্যেও। এক অদ্বিতীয় উপাস্যের এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পনকারী (আল-বাকারা ঃ ১৩৪)। একদিন তিনি বিগলিত চিত্তে দোয়ায় বলেন হে আল্লাহ্! আমি আর কতদিন এমনিভাবে কষ্ট ভোগ করবো! অতঃপর ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখেন আল্লাহ্তাআলা বলছেন তোমার এক এক মিনিটের দোয়ার দ্বারা এক এক বছরের গুনা ক্ষমা করা হচ্ছে। আর একদিন স্বপ্নে দেখেন তাঁর পেট থেকে একটি সাপ বের হয়ে যায় কিন্তু সাপের লেজটি পেটে রয়ে গেল। এ থেকে তিনি অনুভব করেন আর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিদায়ের বাণী সহধর্মিনীকে শুনান।

তিনি বলতেন মৃত্যু হলো মায়ের কুলে ঝাঁপিয়ে পড়া। তাই মৃত্যুকে তিনি কখনও ভয় করতেন না বরং আলিঙ্গন করতেন। পরমবন্ধু আল্লাহ্তাআলার সান্নিধ্যে অনন্ত সুখের জীবনে চির সুখী হওয়ার সাধনা প্রবল ছিল তাঁর মাঝে। তখন তিনি যার মাধ্যমে মসীহেজ্জামানের সন্ধান লাভে ইহজীবনকে সার্থক ও সফল করতে সক্ষম হন এবং নূরের আলোতে আলোকিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন, সেই মৌলভী মোবারক আলী সাহেবকে দেখার জন্য অধীর হয়ে যান। তাঁকে কাদিয়ানে আসার জন্য টেলিগ্রাম করেন এবং বঙ্গদেশে তাঁর শেষ বিদায়ের মোবারকবাদ জানান। টেলিগ্রামের ভাষা ছিল, **To God we Belong and to God we Have to return (') God help Bengal (') Farewell,** মোবারক আলী সাহেব টেলিগ্রাম পেয়েই তাঁর সুহৃদয় বন্ধুটির পার্শ্বে চলে যান। তখন তাঁর পরিবারের সবাই উপস্থিত হয়ে তাঁর আদর্শগত শিক্ষায় পবিত্র কুরআন থেকে দোয়া করেন হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে (আল ফজর ঃ ৮৯ ঃ ২৮-৩১)। চৌধুরী সাহেব পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠে বলেন–প্রত্যেকে বিশ্বাস করবে যে, নিশ্চয় বিদায় মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে (আল-কিয়ামা ৭৫ ঃ ২৯)।

অতঃপর ১৯৪৬ সালের ১৭ জুন সন্ধ্যায় বাংলার এ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ইহজীবনের অবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কাদিয়ানে প্রচারিত হওয়ার পর এক শোকের ছায়া নেমে আসে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তর বন্ধ ঘোষণা করেন। হুযূর (রাঃ) পর দিন ১৮ জুন নামাযে জানাযা পড়ান এবং কাদিয়ানের বেহেশতি মাকবেরায় সাহাবীদের জন্য সংরক্ষিত কিতাবে খাসে তাঁকে চির সমাহিত করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য না হওয়ায় চৌধুরী সাহেবের মাঝে বড়ই অনুশোচনা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর আল্লাহ্তাআলা তাঁকে সাহাবীদের সারীতে দাফনের সৌভাগ্য দান করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলতেন আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও হিব্বি ফিল্লাহ (প্রিয় বন্ধু) চৌধুরী সাহেব। হযরত আব্দুর রহিম দর্দ (রাঃ) মিশনারী বলেন চৌধুরী সাহেব পিছনে এসে এগিয়ে গেলেন।" হযরত ডঃ মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) বলেন, আবুল হাশেম সাহেব একজন সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সৎচরিত্রতা ও বিনয়তা তাঁর মাঝে ভরপুর ছিল, আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যহ কুশলাদি জানার জন্য তাঁর গৃহে যেতাম। তিনি আমার হাতে চুমু দিতেন এবং বলতেন এ হাত খুবই ফলপ্রসু। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র হাতকে এ হাত স্পর্শ করেছে। এ কথা বলতেন আর কাঁদতেন'।

তাঁর মৃত্যুর তৃতীয় দিন সকাল দশটায় মুফতি সাহেব চৌধুরী সাহেবের বাসায় যান এবং চৌধুরী সাহেব যে চৌকিতে নামায পড়তেন সেখানে চাশতের নামায আদায় করেন। নামাযে তাঁর জন্য দোয়া করাকালে মরহুমের চেহারা মোবারক দেখতে পান। জিজ্ঞেস করেন আপনি কেমন আছেন। উত্তরে তিনি বলেন গুফরান অর্থাৎ ক্ষমা। চৌধুরী সাহেবের মত পুণ্যবাণ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্তাআলা ক্ষমা করেন। ক্ষমা আর ক্ষমার মাঝে তাঁর অনন্ত জীবন বেহেশ্তের উচ্চ মোকামে অধিষ্ঠিত হোক এ কামনা করি। *[সমাপ্ত]*

–মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

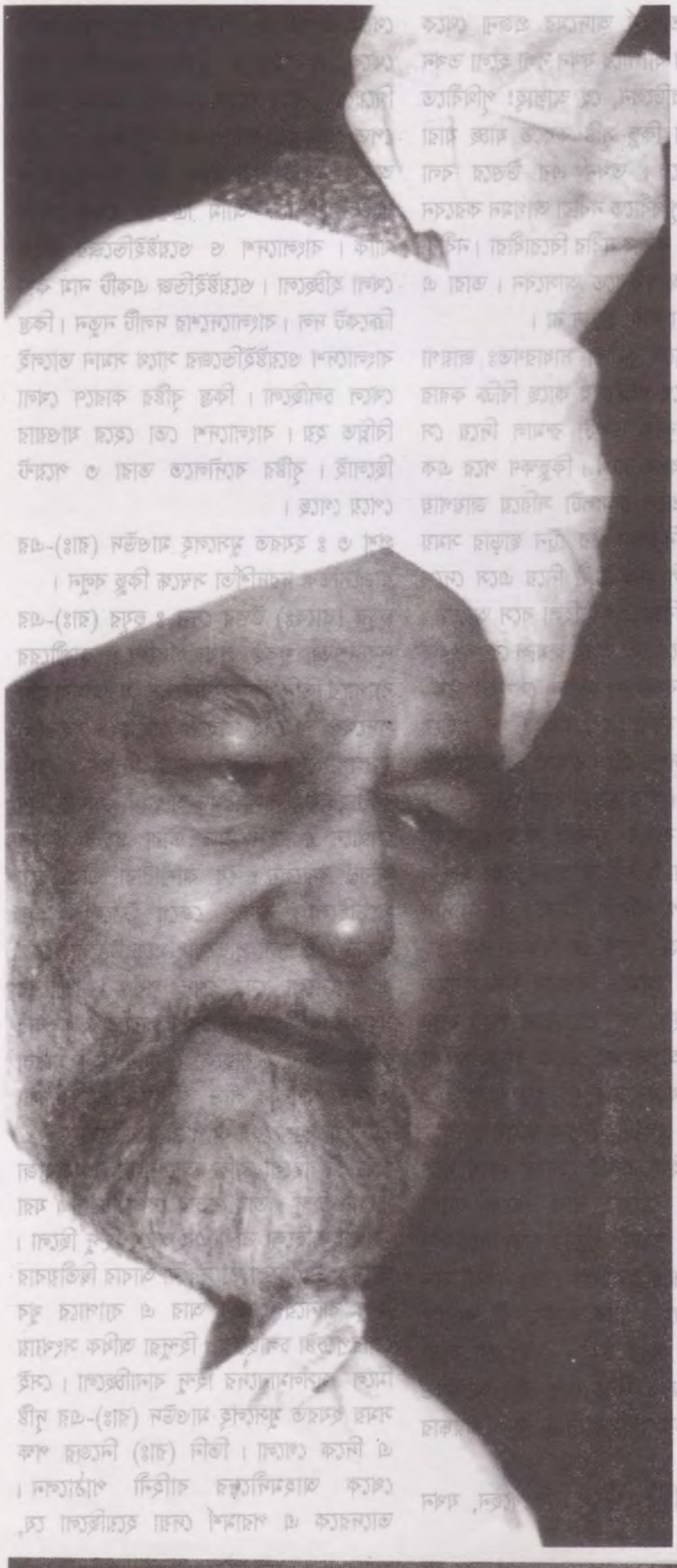

মুলাকাৎ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর সাথে

প্রশ্নউত্তর অধিবেশন

(১৮-০২-০৩ তারিখে এম, টি,এ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত।

অনুবাদকের কাজ করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব**)

প্রথমে হুযূর (রাহেঃ) বাংলাদেশ জামাতের সালানা জলসার খবরা-খবর নেন মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের কাছ থেকে। মাওলানা সাহেব হুযূর (রাহেঃ)-কে অনেকের সালাম পৌঁছালে হুযূর (রাহেঃ) ওয়া আলায়কুমুস সালাম বলে এর জবাব দেন।

প্রশ্ন নং ১ ঃ সূরা আল বাকারার ২৫০ নং আয়াতটি বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।

মাওলানা সাহেব আয়াতটি পাঠ করেন ও অনুবাদ করেন। এরপর প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কি বুঝেন নি। প্রশ্নকারী পুরো ঘটনাটিই বুঝিয়ে বলতে বলেন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে হযরত দাউদের জাতির কথা বলা হয়েছে। যখন একটি নদী পার করে সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ্তাআলা এ পানি পান না করার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র এক ঢোক পানি পান করতে বলেছিলেন। বেশি পানি পান করেত নিষেধ করেছিলেন। তাহলে তোমরা পরাজিত হবে। তাই বহুলোক অবাধ্যতা করলো আর পেট পুরে পানি পান করলো। কিছু লোক অবাধ্যতা করেনি। আর যখন তারা নদী পার হয়ে গেল তখন তারা এ দোয়া করলো। হে আল্লাহ্! কাম্মিন ফিয়াতিন ক্বালীলাতিন গালবাত ফিয়াতান কাছীরাতান– তুমি জান, কত ছোট ছোট দল বড় বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্র আদেশে। সুতরাং আমাদেরকেও বিজয় দান কর। তাই যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন যারা অবাধ্যতা করেছিল তারা পলায়ন করলো আর যারা অল্পসংখ্যক ছিল তারা যুদ্ধ করতে থাকলো এবং শত্রুর ওপরে বিজয় লাভ করলো।

রাব্বানা আফরিগর আলায়না সাবরাঁওয়া ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন–এটা একটা উত্তম দোয়া। এ দোয়াটি এমন পরিস্থিতিতে পাঠ করা আবশ্যক।

কৌতুক ঃ কোন এক ব্যক্তি চাকুরীর জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গেছেন। তান নাম আব্দুল লতীফ। পিয়ন তাকে ডাকলো– আব্দুল লতীফ সাহেব আসেন। আসার সাথে সাথেই যে ইন্টারভিউ নিচ্ছেলেন তিনি বল্লেন, আপনার নাম কি? সে বল্লো, আপনি কি শুনেন নি যে, এখনই আমার নাম ধরে ডাকলো আর আমার নাম তো লেখাই আছে। লোকটি ভ্যাবাচ্যকা খেয়ে

গেল। এত বড় বেয়াদব ছেলে! যাই হোক তিনি ধৈর্য ধরে বল্লেন, আপনার বাড়ী কোথায়? থানার সামনে। থানাটা কোথায়? সেটাতো বাড়ীর সামনে। তিনি রেগে গেলেন, বল্লেন, ও দুটো কোথায়? বল্লো, সে দুটো তো সামনা-সামনি। আপনি কি এটা বুঝেন না!

প্রশ্ন নং ২ ঃ সূরা আল্ বাকারার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন–তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর আমি তা জানি। ফিরিশ্তারা আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কিছু গোপন বা প্রকাশ করতে পারেন কি, না কি এ ফিরিশ্তারা মানুষরূপী ফিরিশ্তা?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হুযূর (রাহেঃ) আয়াতটি পাঠ করতে বলেন। এর বাংলা অনুবাদ হলো-তিনি বললেন, 'হে আদম! তুমি তাদেরকে ওদের নাম বলে দাও; এরপর যখন সে তাদেরকে ওদের নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, নিশ্চয় আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়গুলো অবগত আছি আর যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা তোমরা গোপন কর। আমি সবই জানি?'

এখানে আম্বি'হুম বি আসমাইহিম আদমকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। বলেছেন যে, তুমি তাদেরকে আসমা বা নামগুলো শিখাও। এ আসমা কি তা ফিরিশ্তার জানা ছিল না। আসমা শব্দের অর্থ হলো নাম বা গুণাবলী বা আল্লাহ্তাআলার সিফাত। আল্লাহ্তাআলার কিছু গুণাবলী এমন আছে যেমন গাফুরুর রহীম অর্থাৎ পরম ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী। ফিরিশ্তারা তো পাপই করতে পারে না সুতরাং গফুর শব্দটি তাদেও জানার কথা নয়। যারা পাপ করে না তাদের সাথে ক্ষমার সম্পর্ক হতে পারে না। তাই ফিরিশ্তারা বুঝে নি। এটিই হযরত আদম (আঃ) ফিরিশ্তাদের সামনে প্রাকাশ করলেন। আর দ্বিতীয় দিক হলো আম্বি'হুম বিআসমা-ইহিম এর অর্থ পরবর্তীতে আদমের প্রজন্ম থেকে যেসব নবী জন্মগ্রহণ করবেন সে সমস্ত নবীদের নাম ফিরিশ্তাদের নিকট বর্ণনা করার জন্য আদমকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হযরত আদম সেগুলি বর্ণনা করলেন। ইতোপূর্বে আদমের প্রজন্ম থেকে নবীদের জন্মের ব্যাপারে যখন বলা হলো তখন তারা প্রশ্ন করেছিলেন, হে আল্লাহ্! পৃথিবীতে তুমি কি এমন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছ যারা রক্তারক্তি করবে। তখন এর উত্তরে বলা হয়েছে, যখন পৃথিবীতে নবীরা আগমন করবেন তখন রক্তারক্তি করবে নবীর বিরোধীরা। নবীরা এ রক্তপাত বন্ধ করতে আসবেন। তারা এ রক্তারক্তির জন্য দায়ী হবেন না।

কৌতুক ঃ ট্রেনে কুলীরা সাধারণতঃ জায়গা দখল করে রাখে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করার জন্যে। এক কুলি একটা রুমাল দিয়ে সে জায়গা দখল করে রাখে। কিছুক্ষণ পরে এক মহিলা যাত্রী এসে রুমালটা সরিয়ে জায়গায় বসে যায়। কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়ার সময় হলে সেই কুলি এক যাত্রী নিয়ে এসে দেখে তার রুমাল সরিয়ে এক মহিলা বসে আছেন। সে বল্লো, এখানে তো আমি রুমাল রেখে গেছি আপনি কেন বসলেন? তখন সেখানে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলো। সে মহিলা খুব জোরে চিল্লিয়ে বল্ল, দেখুন ট্রেনে রুমাল রেখে বলেছে জায়গাটা তার। আর ক'দিন বাদে ট্রেনের ওপর রুমাল রেখে বলবে ট্রেনটাই আমার! তখন পাশে যাত্রী বসা ছিল তিনি বল্লেন,বাহ্! আপনি তো ভাল চুপ করিয়ে দিলেন এ দালাল কুলিটিকে; কিন্তু পাশে যে মহিলা বক্ বক্ করছে তাদের আমরা কিভাবে চুপ করাতে পারি? সে মহিলা বল্ল, তাদেরকে গিয়ে বলুন **ডীপঁংব** সব আপনাদের মাঝে বয়স্ক মহিলা কে? তখন দেখবেন তারা চুপ হয়ে গেছে।

হুযূর (রাহেঃ) একটি কৌতুক বলেন ঃ

বাসে এক মহিলা একটি ছেলের পার্শ্বে বসে ছিলো। সেই ছেলের নাক থেকে ময়লা পড়ছিল। সেই ছেলেটি শার্টের হাতা দিয়ে বার বার নাক পরিষ্কার করছিলো। ভদ্র মহিলা মনে হয় লজ্জা পেলেন আর বল্লেন, কী ব্যাপার তোমার কাছে কোন রুমাল নেই? সে বল্লো রুমাল তো আছে কিন্তু দেব না। আপনিও আপনার হাতের আস্তিন দিয়ে নাক পরিষ্কার করুন!

আজই আমি চিঠি পেলাম। লিখেছেন, যখন থেকে আপনি এ কৌতুক শুরু করেছেন তখন থেকে এ অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় হয়ে গিয়েছে। আর ছেলে-পোলেরা আগেও মজা পেত এখন তো আরও মজা পাচ্ছে।

আরও একটি কথা বলার ছিল। যখন কোন কাজ না থাকে আমি ক্রিকেট খেলা দেখে থাকি। বাংলাদেশ ও ওয়েষ্টইন্ডিজের মাঝে খেলা হচ্ছিলো। ওয়েষ্টইন্ডিজ একটি নাম করা ক্রিকেট দল। বাংলাদেশের দলটি নতুন। কিন্তু বাংলাদেশ ওয়েষ্টইন্ডিজের সাথে সমান তালেই খেলে চলছিলো। কিন্তু বৃষ্টির কারণে খেলা বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশ তো হেরে যাওয়ার ছিলোই। বৃষ্টির বদৌলতে তারা ৩ পয়েন্ট পেয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৩ ঃ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হুযূর (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা খুবই প্রখর ছিলো। কাশ্মীরের ব্যাপারে তিনি মনে করেছিলেন যে, আমরা যদি পদক্ষেপ না নেই তাহলে কাশ্মীরের মহারাজা মুসলমানদের ধ্বংস করে দিবেন। তাই আল্লাহ্র ফযলে সময়মত আহমদী মোয়াল্লেমীন সেখানে পৌঁছেন আর তারা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। যে কাশ্মীরীরা ভীত হয়ে পড়েছিলো। তারাও জেগে উঠলো। আর একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠলো। ফল এ দাঁড়ালো যে, শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের মহারাজার সংশোধন গ্রহণ করতে হ'ল–যার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। আর মুসলমানরা তাদের অধিকার লাভ করলো। এটা একটা ঘটনা যা কাশ্মীরের ব্যাপারে হয়েছিলো।

দ্বিতীয়টি ছিলো শুদ্ধি আন্দোলন। মহারাজা ছিলেন হিন্দু। তার প্রভাব বেশি ছিলো। যরা মুসলমান ছিলো তারা এর আগে হিন্দু ছিলো। তাদের ভয় ছিলো তাদের না আবার দ্বিতীয়বার হিন্দু বানিয়ে নেয়। আর এ ব্যাপারে খুব জোরপ্রচেষ্টা চলছিলো। হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় মিলে মুসলমানদের হিন্দু বানাচ্ছিলো। সেই সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর দৃষ্টি এ দিকে গেলো। তিনি (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে আহমদীদের বাহিনী পাঠালেন। তাদেরকে এ পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো যে,

তারা তাদের (মুসলমানদের) খাবার খাবে না। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করবে, নিজেরা খাবার পাক করে খাবে। তাদের খাবার খাবে না। তাদের ওপরে যেন চাপ না পড়ে আর গিয়ে তাদেরকে বুঝাও ইসলাম হিন্দু ধর্মের চেয়ে কেন উৎকৃষ্ট। তাই এ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আহমদীরা বিরাট কুরবানী পেশ করে। মার পিট খায় ক্ষুধা সহ্য করে। শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনের গতিকে বাধা দান করে। এর ফলে কেবল মুসলমানরাই পুনরায় মুসলমান হয় নি বরং হিন্দুরাও মুসলমান হতে শুরু করে। যখন এ পদক্ষেপ সফল হলো তখন চারিদিকে এর কথা ছড়িয়ে পড়লো। হিন্দুরা ভাইসরয়ের কাছে কনফারেন্স ডেকে এর সমাধানের জন্যে আবেদন করে। এ কনফারেন্স মৌলভী ইত্যাদির প্রভাব পড়ে। আর তারা বলে, যদি আহমদী শামিল হয় তাহলে আমরা যোগদান করবো না। অতএব গয়ের আহমদীদের ডাকা হয়। যখন আপসে আলাপ-আলোচনা হয় তখন হিন্দুরা বলে, তোমরা কারা আলোচনা করতে এসেছো? যাদের নিয়ে বিপদ তারা তো বাইরে বসে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আহমদীরা এখানে না আসবে আমরা আলোচনা করতে রাজী নই। অতএব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে তার-বার্তা প্রেরণ করা হয়। শীঘ্র আপনার প্রতিনিধি পাঠান। আহমদী প্রতিনিধি আসলে তখন পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়।

এভাবে ইসরাঈলের ব্যাপারে এটা গঠনের পূর্বেই তাঁর যে দিক-নির্দেশনা ছিলো তা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বিলি করা হয়। এতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ভবিষ্যতে যা কিছু হবে তা সব বর্ণনা করেন। তিনি তাদেরকে বিরত থাকতে বলেন। তোমরা লোভ করে অধিক পয়সায় তাদের নিকট জমি বিক্রি করছো। ইহুদীদের কাছে কিছুই ছিল না। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে এ জমিই তোমরা বিশগুণ দামে আবার কিনবে এবং তাদের কর্তৃত্ব তারা চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে আর তোমাদের জমি তারা সব কব্জা করে নেবে। এমনই হয়েছে। সে সময় তারা কথা শুনে নি। অনেক আরবী লোক পত্র লিখেছে যে, আমরা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের কথা শুনলে এমনটি হতো না। আরও বহু ঘটনা রয়েছে যাতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখতে পাওয়া যায়।

খিলাফত আন্দোলনের কথা ধরা যাক। হিন্দুরা এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে পাগল করে তুলেছিল। তারা বললো, ইংরেজদের রাজত্ব ছেড়ে আফগানিস্তানে চলে যাও। অনেক মুসলমান নিজেদের জায়গা-জমি বিক্রী করে আফগানিস্তান যায় আর সেখানে গিয়ে তারা মারা পড়ে। ক্ষুধা পিপাসায় তাদের আবার ফিরে আসতে হয়। আর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আর তাদের সব কিছু হিন্দুরা কিনে নেয়। সেই সময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাদেরকে দেশ ছাড়তে নিষেধ করছিলেন। দেশ ছাড়লে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ রকমই হয়েছে। একটি দু'টি নয় এ রকম বহু ঘটনা আছে। তিনি উম্মতে মুসলেমাকে যথাসময়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যদি তারা এগুলো পালন করতো তাহলে অবস্থা অন্য রকম হতো।

কৌতুক ঃ একটি সমালোচকের কৌতুক। ভদ্রলোক যেখানেই খাওয়া-দাওয়া করতে যেত সখানেই তার একটি মন্তব্য রাখতো। কোনটা ঝাল বেশি হয়েছে, নুন বেশি হয়েছে ইত্যাদি। তার সাথের বন্ধু-বান্ধব ভাবল যে, কি করে তার সমালোচনা বন্ধ করা যায়। তাকে একটা সবক দিতে হবে। তাই যখন একবার বন্ধু-বান্ধবেরা নিয়ে দাওয়াতে গেলে। যাওয়ার আগে তারা পরামর্শ করলো যে, আমরা সেখানে এমনভাবে ব্যবস্থা করবো যাতে সে আর সমালোচনা না করতে পারে। বাবুর্চি ডেকে ভালভাবে রান্না-বান্না করা হলো। কোন কিছুতেই যাতে অভাব না হয়। সে ব্যবস্থা নেয়া হলো। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সময় সে দেখলো খাবার খুবই ভাল হয়েছে। কোন ত্রুটি নেই। সবাই ভাবছে এখন আর সে কিছু বলতে পারবে না। খাওয়া-দাওয়ার পরে বন্ধু-বান্ধবরা বল্লো, বলো, এখন তোমার কি বলার আছে? সে আর কিছুই খুঁজে পায় না। তখন বল্লো, এত ভাল ভাল নয়।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ মরহুম নূরুদ্দিন আমজাদ খান চৌধুরী

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার মিলনমেলা -২০০৬

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৬শে মার্চ, ২০০৬ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা'র উদ্যোগে ব্যতিক্রমধর্মী এক আয়োজন আনসারুল্লাহ্র মিলনমেলা (Get together) পাখির কলকাকলিতে মুখরিত ছায়া ঘেরা প্রাকৃতিক নিসর্গ জাতীয় বৃক্ষ উদ্যানে (বোটানিকেল গার্ডেন)-এর জলঠং- এ ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন আনসার অংশগ্রহণ করেন। এতে উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত পরিচিতি পর্বসহ নবাগত ও সত্তরোর্ধ্ব আনসারদের পুরস্কৃত করা হয়।

-শফিক আহমদ, যয়ীমে আলা, ঢাকা

দোয়ার এলান

গত ১২/০৩/২০০৬ ইং আলাহ্তাআলা শাহ্ নজির আহমদ ও নাহিদ আক্তার মৌসুমীকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে। শাহ্ নাইফ আহমদ উযায়ের। উল্লেখ্য যে, তার দাদা হলেন ইসলামগঞ্জ জামাতের প্রথম আহমদী মরহুম ডাঃ শাহ্ আকিল আহমদ সাহেব ও নানা হলেন ঢাকা জামাতের বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জুলফিকার হায়দার সাহেব। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সফলতার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমিন

কম্বাইন্ড সিটি কোচিং সেন্টার

১ম- H.S.C পর্যন্ত অংক, ইংরেজী, হিসাব-বিজ্ঞান, উচ্চতরগণিতসহ সকল বিষয়ের কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

যারা নিরাপত্তা বা দূরত্বের কারণে কোচিং সেন্টারে এসে পড়তে পারবেনা তাদের জন্যে কোচিং এ কর্মরত বা বাইরের শিক্ষক পাঠানো হয়।

ম.ই. স্বপন, কম্বাইন্ড সিটি কোচিং সেন্টার, আঃ আলী মার্কেট (২য় তলা) আমীন বাজার (বাসষ্ট্যান্ডর উত্তরপাশে) ঢাকা-১৩৪৮। মোবাইল-০১৮৮২০০৬৫৩, ০১৯৩০৪৯৪১৩ T&T থেকে ০১৫৪৩৫১২৯২

যারা টিউশনী করতে চান তারা বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন

কবিতা

PASS ON KINDNESS

Give kindness to all to slow there you love,

And tell them that kindness is symbol of dove

There lord will send His blessings and love

Especially for you from heaven above

For kindness is a language that a blind eye can see

It unlocks every heart and works as a key

So you don't need to open your eyes to see

As this gift is for everyone like you and me

And kindness is song that a deaf ear can hear

No matter wherever they are either here or there

And anyone in need has a right to hear

A few words of sympathy to know others care

So kindness given is always returned to you

Believe me dear because that's really true

So once it's given don't keep it just for you

Pass it along because that's best thing to do.

Seema Chowdhury

দয়া/ পরোপকার করা

তব ভালবাসা প্রদর্শনের নিমিত্তে সকলের প্রতি কর দয়া

তাদেরকে বলে দাও, ধার্মিকতার প্রতীক হলো দয়া।

যার বদৌলতে স্রষ্টার করুনা ও রহমত বর্ষিত হবে

তবে 'পরে আকাশ /স্বর্গ হতে বিশেষভাবে।

দয়ার আছে ভাষা যা অন্ধচক্ষু দেখতে পায়

যা হৃদয়ের তালা চাবির মত খুলে দেয়।

তব লাগবে না চক্ষু উন্মোচন দেখার ত্বরে

যা স্রষ্টার দান মম-তবের ন্যায় সকলের ত্বরে।

দয়া একটি গান যা বধির কান শুনতে পায়

এখানে-সেখানে যেথায় হউক না তারা এই ধরায়।

প্রত্যেকের-ই আছে প্রয়োজনে শুনানোর অধিকার

যতনে জানাতে কিছু দয়ার বাণী সকল বান্দার।

প্রদত্ত দয়ার ফল হবে প্রত্যাবর্তিত তব 'পরে সতত

প্রিয় বলে জান আমাকে, যেহেতু তা সত্য শতশত।

যদি প্রদত্ত হয় বারেক রেখোনা উহা কেবল তব ত্বরে

কর বিতরণ উহা জেনে উত্তম কর্ম পুণ্যের ত্বরে।

–সীমা চৌধুরী

হজ্জের দর্শন ও আমার অভিজ্ঞতায় হজ্জ-২০০৬

(শেষ কিস্তি)

প্রতিবারেই আমাদের নেতা ও রসূল সৈয়্যদনা মৌলানা হযরত মুহাম্মদ আরবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দুরূদ পাঠ করে ভারতে আবির্ভূত তাঁর প্রতিশ্রুত মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে আমি অধম সালাম জানিয়েছি। খাকসার হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর খলীফাগণের পক্ষ থেকেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের বর্তমান পঞ্চম খলীফা সৈয়্যদনা মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে সালাম পেশ করেছি।

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালীন আমরা হযরত সালমান পার্শী (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ফাতেমাতুয যোহরা ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে বর্তমানে যেখানে ছোট ছোট মসজিদ বানানো হয়েছে সে মসজিদগুলো যিয়ারত করে নফল নামায পড়ি। আমরা 'মসজিদে কিবলাতাঈনে' নফল নামায পড়ে প্রাণ ভরে দোয়া করেছি।

বর্তমান সময়ে নিয়ম করা হয়েছে যে, হাজী সাহেবান মসজিদে নববীতে ৪০ (চল্লিশ) ওয়াক্ত নামায পড়বে। কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে আমরা চারজন মদীনা মুনাওয়ারায় ৬৯(উনসত্তর) ওয়াক্ত ও দু'টি জুমুআর নামায আদায় করে আরও নফল নামায পড়ে নিজেদের আত্মাকে তৃপ্ত করেছি। আমরা মক্কাতেও একই সঙ্গে নিজেরা দু'টি জুমুআর নামায ও বা'জামাত ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার তৌফীক লাভ করেছি।

৫ই জানুয়ারী ২০০৬ইং তারিখে মদীনা থেকে যাত্রা করে আমরা আমাদের নির্ধারিত মোয়াল্লেমের বাসে মদীনা থেকে যে সব হাজী সহেবান হজ্জের জন্য মক্কা যান তাদের 'মীকাত' 'যুল হোলাইফা মসজিদে' (হাদীসে বর্ণিত কল্যাণময় স্থান) পৌঁছে আবার এহরাম পড়ে দু'রাকাত নামায পড়ে এহরাম বাঁধি। মক্কায় ভোরে পৌঁছি। আবার ওমরাহ্ করি। মক্কায় আমরা ভ্রাতা সলিম আহমদের অফিস-কাম বাসায় 'হাইয়াল হিযরা'তে (হিজরত কলোনী) ছিলাম। এলাকাটি 'জবলে সওর' (সওর পর্বতের) এর পাদদেশে অবস্থিত। মেযবান সলিম ভাই খুবই ব্যস্ত মানুষ, তবুও দেহের ক্লান্তি নিয়েই তিনি প্রত্যহ আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন মেহমান নেওয়াজী করেছেন। আমাদের সাথে এবারের হজ্জ করতে নিজ কর্মস্থল থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সাথী মৌঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র স্নেহের আতাউল মুজীব রাশেদ।

৮ই জানুয়ারী ২০০৬ ইং বা ৮ই জিলহাজ্জ তারিখে এহরাম বেঁধে আমরা পাঁচজন সন্ধ্যায় 'মীনা' পৌঁছি। সেখানে কসর নামায পড়ি।

৯ই যিলহাজ্জ তারিখে ফজরে মোয়াল্লেমের বাসে যাত্রা করে ভোরে 'আরাফা'তে পৌঁছি। সারা দিন এবাদত করি ও জমা এবং কসর নামায আদায় করি।

একই দিনে সূর্যাস্তের পর আমরা বাসে 'আরাফাত' ময়দান ছেড়ে ফেরত 'মুযদালিফা'র দিকে রওয়ানা হই। বাস ড্রাইভার আমাদেরকে রাতে আমাদের খেমা (তাবু) এর নিকটবর্তী একটা ব্রীজের কাছে ছেড়ে দেয়। এ অজানা এলাকায় এ রাতে অনেক বৃদ্ধ হারিয়ে গেছে বা তার স্ত্রীকে খোঁজে পায় নি; নিজের খেমা (তাবু) খুঁজে হয়রান হয়ে বেশ কিছু হাজী সাহেবান রাতে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছেন। ক্ষুধা-ক্লান্তির কথা তুলে আর লাভ কি?

যা' হোক রাতে আমরা আমাদের মুযদালিফার 'খেমা' ঠিকই খুজে পেয়েছিলাম অনেক দূর পথ পায়ে হেঁটে। মাগরিব-ইশার নামায জমা পড়ে এবং প্রতীকি শয়তানের উপর পাথর মারার জন্য ছোট ছোট পাথর সংগ্রহ করে আমরা সেখানে রাত যাপন করি।

১০ই জিলহাজ্জ ফজর নামাযের পর আমাদের মোয়াল্লেমের কার্ডে দেয়া পাথর নিক্ষেপের সময় মোতাবেক নাস্তা পর্ব সেরে আমরা মীনার দিকে 'জামারাতে' শয়তানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে যাই। হাজার হাজার মানুষের ভীড় ঠেলে নির্ধারিত বড় শয়তানের উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ৭ (সাত)টি কংকর মারি। ইতোমধ্যে সরকারীভাবে আমাদের কুরবানী সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেই কেননা আমরা ব্যাংকে যথারীতি টাকা জমা দিই এবং আমরা মক্কার বাসায় ফিরে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসরণ করে করে নিজ মাথা মুন্ডন করি। (সূরা বাকারা-১৯৭)

এরপর আমরা এহরাম ছেড়ে ওযু গোসল করে কা'বা শরীফে যেয়ে হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী সেরে আবার 'মীনা'য় তিনদিন অবস্থানের জন্য চলে যাই। ১১ও ১২ জিলহাজ্জ তারিখে মধ্যম, ছোট ও বড় শয়তানের প্রতি আবারও ৭টি করে দু'দিন 'জামরাতে' শয়তানকে পাথর মেরে শেষ দিন অর্থাৎ ১২ জিলহাজ্জ মাগরিবের পূর্বেই হজ্জের নিয়ম মুতাবেক মক্কার বাসস্থানে ফিরে আসি। এভাবে আমাদের 'বিদায়ী তাওয়াফ' ছাড়া হজ্জের সব কাজ সম্পন্ন করি।

অসুস্থ দেহটাকে নিয়ে জামাতের মুরব্বী আলহাজ্জ মৌলানা সালেহ আহমদের কাপড়ের পিছু ধরে তাওয়াফের কর্মটি সেরেছি ক্লান্তিহীনভাবে।

সাতবার কা'বা তাওয়াফ এবং ৭ বার সায়ীর অর্থ এ কাজগুলোর পূর্ণতা। 'সাত'-এ কোন কিছুর পূর্ণতাকে বুঝায়।

১২ই জিলহাজ্জ (১৩.১.০৬) তারিখে আবার মক্কা শহরের বাসায় ফিরে আসি। ভাই সলিম সাহেবের বদৌলতে 'জবলে নূরের' দর্শন সম্ভব হয়েছে। যাতে রয়েছে ঐতিহাসিক হেরা গুহা। জিব্রাইল ফিরিশ্তা কর্তৃক কুরআন নাযেলের গুহা। জবলে নূরের পাদদেশে রয়েছে দু'টি ছোট ছোট মসজিদ।

১৬ই জিলহাজ্জ বা ১৬ই জানুয়ারী '০৬ তারিখে আমরা আমাদের হজ্জের শেষ কর্ম 'তাওয়াফে বিদা' (শেষ তাওয়াফ') সম্পন্ন করি। আলহাজ্জ মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেবের পরিচালনায় আমরা ৫ (পাঁচ) জন আহমদী বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের জন্য এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য

ইজতেমায়ী দোয়া করি।

১৯৭৮ পর্যন্ত মক্কা মদিনা দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারণ সম্পর্কে কিছু আঁচ করা যেত–কিন্তু এখন আর এমনটি নেই। পাহাড় কেটে মক্কায় তৈরী করা হয়েছে অনেক সুরম্য ও সুউচ্চ অট্টলিকা, প্রশস্ত রাস্তা, বড় বড় টানেল,শপিং মল। হেরেম শরীফের একদিকে উঁচু পাহাড়ে রয়েছে আমাদের প্রিয় নবী সর্দারে দু'জাহান সৈয়দনা মৌলানা মুহাম্মদ আরবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের স্থান (এখন সুন্দর ভবন)। একদিকে 'শেব-এ-আবু তালেব', অপরদিকে বর্তমানে নির্মিয়মাণ শততলা বাদশাহ আব্দুল আজীজ ভবন (এর আয় হেরেম শরীফের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়িত হবে)। পনেরশ বছর আগের মক্কা-মদীনার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

বর্তমানে হেরেম শরীফের চতুর্দিকের মসজিদে ৯ (নয়) টি বড় গম্বুজ, ৭৯ (উনআশি)টি প্রবেশ দ্বার এবং হাজী সাহেবান ও তাওয়াফকারীদের জন্য মাটির নিচে ৪৮৯ (চারশত উননব্বই)টি বাথরুম রয়েছে। প্রতি মুহূর্তেই এগুলো পরিচ্ছন্ন করা হয়। হেরেম শরীফের চতুর্দিকের মেঝে সাদা মার্বেল পাথরে মুড়ানো, এর চতুর্দিকের মসজিদের মেঝেও মার্বেল পাথরের তার উপর দামী কার্পেট রয়েছে। দেয়াল ও ছাদ সুদৃশ্য কারুকার্যমন্ডিত। বাইরের প্রাঙ্গন প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত রয়েছে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা অহোরাত্র। ভেতরে রয়েছে ঐতিহাসিক যমযম কূপের (ফিল্টার্ড) সুপেয় পানি ও তা পানের সুব্যবস্থা।

মক্কা মদিনার প্রায় সবগুলো প্রশস্ত রাস্তাই ওয়ানওয়ে, গাড়ীগুলো সব 'লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ'। সবার গাড়ীগুলোর স্পীড থাকে কমপক্ষে নব্বই কিলোমিটার। আবার হজ্জ মৌসুমে সব রাস্তাতেই গাড়ী 'স্লো ড্রাইভ' করতে হয়, যাতে হাজীদের রাস্তা পেরুতে অসুবিধা না হয়। বহু লম্বা টানেল (সুরঙ্গ পথ)। ফ্লাইওভার আর রাস্তার পাশে খেজুর গাছ আর সৌন্দর্য বর্ধনকারী অন্যান্য সবুজ গাছ। সব গাছের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ রাস্তাগুলোর নির্মাণ খরচের অধিক।

হজ্জ মৌসুমে সব গাড়ী/ট্যাক্সি ওয়ালাই দু'প-য়সা অতিরিক্ত কামিয়ে নেয়। ভাড়ার হার যে যেমন নিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ট্রাফিক পুলিশের আচরণ আর সে দেশের পুলিশের আচরণের কোন তফাত খুঁজে পাইনি।

হজ্জের ওসীলায় আমরা মদীনার খেজুর বাগান, বড় বড় শপিং মল দেখার সুযোগ পেয়েছি। মদীনায় অনেক রকমের খেজুর উৎপন্ন হয়। নামগুলোও সুন্দর। এগুলো হলো 'আযওয়া' (খুব উন্নতমানের ও দামী), নাবোতে সাইফ, সুফ্রেয়, সুগাই, কলমা, সুক্রে ইত্যাদি। একজন খেজুর বাগানের মালিক খেজুর উৎপন্ন করে তা' বেচে এক থেকে দু'লাখ রিয়াল উপার্জন করে। এ খেজুর বাগানের গাছগুলো বাঁচাতে প্রচুর পানি সাপ্লাই রয়েছে। পশু ক্রয় বিক্রয়ের বাজার ছাড়া কোথাও উট, দুম্বা চোখে পড়েনি।

সৌদি আরবে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি, তবে সরকারী অফিসগুলোতে বৃহস্পতিবারে তেমন কোন কাজ হয় না। সে দেশে ঈদুল ফিতরে এক সপ্তাহ এবং ঈদুল আযহার সময় দশ দিন ছুটি থাকে। অফিস শুরু হয় সকাল ৭-৩০ টায় আর ছুটি হয় ২-৩০ মিনিটে, তবে বেসরকারী অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে ২টা এবং বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা নাগাদ।

মক্কা মদীনায় হেরেম শরীফের মসজিদে নামাযের আযান হলে সব কাজকর্ম বন্ধ থাকে, দোকান পাটের দরজা বন্ধ রাখা হয় এবং ফরজ নামাযের পর পর আবার বেচাকেনা শুরু হয়। হেরেম শরীফের সামনের প্রায় সব দোকানের (তা' মক্কার কাবাগৃহই হোক, আর মদীনার মসজিদে নববীই হোক) বাঙ্গালী সেল্‌স ম্যান শতকারা ৮০ জন চট্টগ্রামের মানুষ। এরা 'স্থানীয় আরবী'তে কথা বলে, উর্দূতেও কথা বলতে পারে আর নিজেরা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে।

সৌদি আরবে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত। একশত হালালায় এক রিয়াল (আমাদের বাংলাদেশের টাকা১৭.৬০ এর সমান)। আর এক ডলারের গড় মূল্য৩.৭৫ সৌদি রিয়াল।

সৌদীদেরকে আমার দৃষ্টিতে অলস মনে হয়েছে। ওরা দিনের অনেক বেলা অবধি ঘুমায়। রাতে জাগে আর শহরে ছুটির দিনে বউ-বাচ্চা নিয়ে আয়েশ করে হোটেলে খায়। সৌদীদের ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স, তাদের শতকরা কুড়ি ভাগ ডায়াবেটিকে আক্রান্ত। সৌদিরা ২৩০টা দেশে সরাসরি ডায়াল করে কথা বলতে পারে।

আমরা মক্কার বাঙ্গালীদের কাঁচা বাজার 'নাকাসা' দেখেছি। বাংলাদেশের চিংড়ী, শুটকী থেকে শুরু করে সবকিছুই এ বাজারে পাওয়া যায়। মক্কা শহরের জনপ্রিয় খাবার 'হাফসা', হলুদ রং এর শুকনো পোলাও এর সাথে আস্ত মুরগীর রোষ্ট। এটা আমার কাছে খুব বিস্বাদ লেগেছে। বিস্বাদ লেগেছে আরও অনেক খাবারই। যা' খেয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মেনে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা ছিল খুবই কঠিন।

১০ই জিলহাজ্জ 'জামারাতে' প্রতীকী শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় হাজী সাহেবানদের মৃত্যুর ঘটনা চরম দুঃখজনক। সরকারের প্রচুর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে এ ঘটনা নিছক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। আমার মতে একটু কায়দা করে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতি সহজেই এটি এড়ানো যেত। কর্তব্যরত পুলিশ ও সেনা-সদস্যদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে যে, এরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

১৭ই জিলহাজ্জ বা ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৬ তারিখে সৌদী সময় বিকেল তিনটা থেকে অপেক্ষা করে রাত দশটায় আমাদের মোয়াল্লেমদের বাসে আমাদেরকে গভীর রাতে জেদ্দা বিমানবন্দরের ভুল টার্মিনালে পৌঁছে দেয়া হয়। পরে অনেক কষ্ট করে সঠিক টার্মিনালে পৌঁছি। জেদ্দার সময় ১৮ই জানুয়ারী ২০০৬ ইং ভোর পাঁচটায় সৌদি এয়ারলাইন্সের নিয়মিত ফ্লাইটে (সুপরিসর বিমানে-যাত্রা ফ্লাইটের মত বহু খালি সীট) দুপুর দু'টায় ঢাকা বিমানবন্দরে ফিরে আসি। আলহামদুলিল্লাহ্।

পরিশেষে, আমার দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতায় হজ্জ করা নিয়মিত সব এবাদতের মধ্যে খুবই কষ্টের কাজ। এ জন্য একজন মু'মেনের যৌবনই উপযুক্ত সময়। যারা হজ্জ করবেন, তাদের কাছে আমার পরামর্শ দেহে শক্তি ও মনে বল থাকতে এ এবাদত ও ইচ্ছেটি পূরণ করে নিন। সম্ভব হলে, হজ্জের আগে একবার ওমরা করে নিতে পারলে, পরবর্তীতে হজ্জ করাটা সহজ হবে। **–আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম**

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের মালী কুরবানী

(শেষ কিস্তি)

কুরবানীর প্রয়োজন ঃ

হযরত ডাক্তার খলীফা রশীদউদ্দিন সাহেবের উচ্চাংগের আর্থিক কুরবানীর বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "তাঁর আর্থিক কুরবানী এ সীমা পর্যন্ত বেড়ে যায় যে হযরত সাহেব তাঁকে লিখিত সনদ দেন যে, আপনার কুরবানীর প্রয়োজন নেই। হযরত সাহেবের ঐ সময়ের কথা আমার মনে আছে যখন গুরুদাসপুর তাঁর (আঃ) বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছিল। আর এজন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদের চিঠি দেন যে খরচ অনেক বেড়েছে। লঙ্গরখানা দু জায়গায় হয়ে গেছে। একটি কাদিয়ানে আর অন্যটি গুরুদাসপুরে। এ ছাড়াও মকদ্দমাতে খরচ হচ্ছে। সুতরাং বন্ধুগণ সাহায্যের দিকে লক্ষ্য দিন। হুযূর আকদস (আঃ)-এর এ চিঠি যেদিন ডাক্তার সাহেবের কাছে পৌঁছায় সেদিন হঠাৎ এমন হয় যে তিনি ৪৫০/- টাকা পান। এ সমস্ত টাকা সাথে সাথে তাঁর (আঃ) নিকট তিনি পাঠিয়ে দেন। এক বন্ধু তাকে বলেন, আপনি কিছু টাকা ঘরের প্রয়োজনের জন্য রেখে দিন। তিনি উত্তরে বলেন, খোদার মামুর (প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি) বলেছেন যে ধর্মের জন্য প্রয়োজন, তবে আর কার জন্য রাখতে পারি। মোট কথা ডাক্তার সাহেব ধর্মের জন্য এত বেশি অগ্রসর হন যে হযরত সাহেব তাকে থামানোর প্রয়োজন অনুভব করেন। আর তাঁকে বলতে হয় যে তার কুরবানীর প্রয়োজন নেই। *[দৈনিক আল ফযল ১১ জানুয়ারী ১৯২৭]*

সমস্ত সম্পত্তি হাজির ঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৯০০ সালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মিনারাতুল মসীহ্ তৈরীর জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহ্রীক করেন। একশ সাহাবীর নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আর তাদের কাছে কমপক্ষে ১০০/ (একশত) টাকা চাঁদা ধরা হয়। কারণ সম্পূর্ণ খরচের পরিমাণ ছিল দশ হাজার টাকা। আরও প্রচার করা হয় যে এই তাহ্রীকে কাংখিত চাঁদাদাতাদের নামের তালিকা স্মরণীয় হিসেবে মিনারের গায়ে খোদাই করে রাখা হবে। এই তাহ্রীকে যেরূপ আনন্দ ও ভালবাসা এবং হৃদয় উৎসর্গকৃত ত্যাগ দেখা যায় তা অতুলনীয় ছিল। সেজন্য ২৯৮/- জন চাঁদা দাতার নাম খোদাই করা হয়। যারা কমপক্ষে ১০০/- (একশত) টাকা চাঁদা দেন। হযরত আম্মাজান সৈয়্যদা নুসরত জাহান বেগম সাহেবা তাঁর নিজের এক পৈত্রিক বাড়ী বিক্রি করে এক হাজার টাকা এই প্রকল্পে চাঁদা দেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে মিনারাতুল মসীহ্র সাথে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যাতে ১০০ লোক বসতে পারবে। এখানে ধর্মীয় বক্তৃতার জলসা হবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করা হবে। *[মজমুয়া ইসতেহারাত, ৩য় খন্ড, ২৯৬ পৃঃ]*

১৯৪৫ সালের মজলিসে শূরায় এ বিষয়ে চিন্ত া ভাবনা হলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর বংশধরদের এক থেকে এক হাজার হওয়ার জন্য দোয়া করেন। এজন্য এত বড় হল তৈরী করার প্রয়োজন যাতে এক লক্ষ লোক বসতে পারে। হুযূর দু লক্ষ টাকার জন্য প্রস্তাব দেন। অনেক বন্ধুরা এ উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত ধন সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। সময় মত দু লক্ষ বাইশ হাজার টাকা জমা হয়ে যায়। *[তাহ্রীখে আহমদীয়াত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩-৫০৯]*

হযরত মসীহ্ পাক (আঃ)-এর এক একনিষ্ট সাহাবী বশীর উদ্দিন সাহেব ভাগলপুরী এ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে যে ভাবে নিজের আবেগ প্রকাশ করেন তা নিম্নে দেয়া হল।

"আমি ১৯০৫ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর হাতে বয়াত করতে পারার জন্য আল্লাহ্তাআলার হাজার ধন্যবাদ। তাঁর (আঃ) কাছ থেকে এ সময়ে শুনি সে কাদিয়ান সকল বিষয়ের কেন্দ্রস্থল হবে। এখন দেখছি যে এক বিশাল জামাত হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। এজন্য অনেক বেশি লোকদের বসার জন্য হল তৈরী করতে হবে। কারণ সমস্ত পৃথিবী থেকে ধর্মীয় প্রতিনিধি দল এখানে আসবে। বড় বড় লোক আসবে। আমরা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ওই হল তৈরীর জন্য দিতে প্রস্তুত। *[তাহরীখে আহমদীয়াত ১০ম খন্ড ৫০৬ পৃষ্ঠা]*

ত্যাগের অনুভূতি ঃ

সারগোদা জেলার আমীর হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব, হযরত সাহেবযাদা পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেবের আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য আবেগের উল্লেখ করে বলেন, "হযরত পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব ইয়াসসয়ারনাল কুরআন বইয়ের রচয়িতা ছিলেন। এ কায়দার খুব গ্রহণযোগ্যতা ছিল। এ সময়ে মাসে তার অনেক টাকা উপার্জন হত। কিন্তু ধর্মের জন্য তার ত্যাগের এমন অবস্থা ছিল যে তিনি কেবল মাত্র মাসিক তিন টাকা নিজের খরচের জন্য রাখতেন আর অবশিষ্ট সব টাকা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর খেদমতে কুরআন ও হাদীসের প্রকাশনার জন্য পাঠাতেন। ১৯৪০ সালের পরে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে তিনি মাসে চল্লিশ টাকা রাখতে শুরু করেন। আর এক

বছরে ধর্মের খেদমতের জন্য দশ হাজার টাকা দেন। তিনি পায়ে চলতে অসমর্থ হওয়াতে বাইরে আসতে পারতেন না। এ খাদেম তার সাথে কথা বলার মজা ওঠাতে তার বাড়ীতে যেত। তার স্রেফ একটা কামরা ছিল। যাতে তার চারপাই থাকতো। তার ক্লার্কও বসতো। ঐ শোয়ার কামরাটাই ছিল তার বসার ঘর এবং অফিসও। এ ঘরে সব জিনিসপত্র পড়ে থাকতো। সব জিনিসপত্রের মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশি ছিল না। কিন্তু এক এক বছরে দশ দশ হাজার টাকা জামাতের প্রয়োজনে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি চাইলে বিরাট অট্টালিকা তৈরী করতে পারতেন। তা সুন্দর করে সাজাতে পারতেন। কিন্তু নিজের জন্য সাদাসিধা জীবন আর ধর্মের জন্য ত্যাগের আবেগ তার মধ্যে এমনভাবে বেড়ে যায় যে তিনি এ কাজ করতে সুখ ও শান্তি উপভোগ করতেন। আর নিজেকে ভুলে থাকতেন। ক্ষণিকের জন্য দুনিয়াতে এমন লোকের সন্ধান করে দেখুন তো। কোথায় কি পাওয়া যায়।? *[মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া, পাকিস্তান এপ্রিল ১৯৬৯]*

অস্বাভাবিক ত্যাগ ঃ

হযরত হাফেয মঈনউদ্দিন সাহেবের চরিত্রে জামাতের খেদমতের জন্য কুরবানী করার খুব জোশ ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থা এমন ছিল যে খুবই দারিদ্রতার সাথে দিন কাটাতেন। বোধ বুদ্ধি কম হওয়াতে কোন কাজ করতে পারতেন না। হযরত আকদসের পুরাতন সেবক হিসেবে কেউ কেউ তাকে কিছু সাহায্য করত। কিন্তু হাফেয সাহেবের সব সময় এ পদ্ধতি ছিল যে তিনি এভাবে যা কিছু পেতেন তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করতেন না। বরঞ্চ জামাতের সেবার জন্য তা হযরত আকদসের নিকট দিতেন। আর জামাতের এমন কোন তাহ্রীক ছিল না যাতে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন না। চাই এক পয়সা দিয়েও। হাফেয সাহেবের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে এ কুরবানী সাধারণ ছিল না। তিনি অনেকবার নিজে অনাহারে থেকেও ধর্মের সেবা করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তার এই কুরবানীকে প্রশংসা করতেন। *[আহমদ, ১৩ খন্ড পৃঃ ৩৭]*

"ধনী এবং স্বচ্ছল লোকদের জামাতের জন্য বড় বড় অংকের টাকা দেয়া আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আদর্শ ও প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এক ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণভাবে রিক্ত, যার রোজগারের কোন উপায় নাই। আর স্বভাবের মধ্যে করো কাছে কিছু চাওয়ার অভ্যাস নেই। তার পক্ষে নিজের চাঁদা নিয়মিত দেয়া এমন বিষয় যা সহজে ভোলা যায় না। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার তিন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক বয়াত গ্রহণকারীর উত্তরের প্রতিক্ষা করা হবে, যে তিনি এই জামাতের সাহায্যের জন্য কিছু মাসিক চাঁদা দিতে সম্মত হন কিনা।"

এই ঘোষণার পর হাফেয সাহেব একটা খাতা তৈরী করেন। নিয়মিত নিজের চাঁদা আদায় করতেন। আর খাতাতে লিখতেন। যাতে অলসতা কিম্বা অসাবধানতায় কোন মাসের চাঁদা যেন বাকি না পড়ে। *[আহমদ ১৩ খন্ড, ২০১-২০২ পৃষ্ঠা]*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এরূপ আত্মবিলীনকারী এবং জীবনদানকারীদের উলেখ করে বলেন,ঃ

"আমি আমার জামাতের ভালবাসা ও আন্ত রিকতার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করছি। তাদের মধ্যে খুবই কম রোজগারের লোক যেমন মিয়া জামাল উদ্দিন, খয়ের উদ্দিন ও ইমামুদ্দিন কাশ্মীরি আছেন যারা আমার গ্রামের কাছে থাকেন। তারা তিনজনই গরীব ভাই। যারা সম্ভবত তিন কিংবা চার আনা দৈনিক মজুরী পায়। তারা উৎসাহের সাতে মাসিক চাঁদায়ে অংশগ্রহণ করে। তাদের বন্ধু মিয়া আব্দুল আজিজ পাটওয়ারী। তার আনুগত্যের জন্য আমি আশ্চর্যান্বিত হই। তার কম রোজাগার হওয়া সত্বেও একদিন ১০০/- (একশত) টাকা দিয়ে যান। আর বলেন, আমি চাই এ টাকা খোদার রাস্তায় খরচ হোক। সম্ভবত এ গরীব এই একশত টাকা কয়েক বছর ধরে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্র জোশ খোদার সন্তুষ্টির জন্য আবেগ সৃষ্টি করেছে। *[যামিয়া আঞ্জাম আথম, রূহানী খাযায়েন ১১ খন্ড ৩১৩ পৃষ্ঠা]*

ত্যাগ ও ত্যাগ

হযরত হেকীম ফযলদীন সাহেব ভেরুবী ধর্মের সেবায় আগে আগে থাকতেন। এযালায়ে আওহামের ছাপানোর সময় তিনি তিনশ টাকা আগে পাঠানো সত্ত্বেও যখন জানতে পারেন যে হুযূরের টাকার প্রয়োজন। তখন সাথে সাথে একশ টাকা পাঠিয়ে দেন। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, খুশীর খবর হল যে হেকীম ফযলদীন সাহেব তার শ্রদ্ধাভাজন মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেবের রংয়ে এরূপ রংগীন হয়েছেন যে অত্যাধিক দৃঢ় সংকল্পের সাথে ত্যাগ স্বরূপ তাঁর দ্বারা উচ্চাংগের ভাল কাজ হচ্ছে। যেমন এ একশত টাকা যা কিছু গহনা বিক্রি করে কেবলমাত্র আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। যাযাকুমুল্লাহু খায়ের, *[এযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)*

আপনার জন্য ঃ

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ , হযরত চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবের আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করে বলেন, "রুস্তম আলি সাহেব প্রথমে সিপাই ছিলেন। তারপর কনষ্টেবল হন। পরে ইন্সপেক্টর এবং তারপর প্রসিকিউটিং ইন্সপেক্টর হন। এ সময় খুব কম বেতন ছিল। তিনি তার মাহি-নার একটা বড় অংশ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে পাঠিয়ে দিতেন। একবার হঠাৎ আদেশ হল যে তার পদন্নতি দেয়া হচ্ছে। আর মাহিনা এত টাকা বাড়ানো হবে। তারপর থেকে যা টাকা বেড়ে ছিল সে সমস্ত টাকা হযরত সাহেবকে পাঠিয়ে দিতেন। একবার তিনি হুযূর (আঃ) কে চিঠি

লিখেন। আমি তো আগে একশ টাকা পাঠাতাম। কিন্তু আমার বেতন আশি টাকা বেড়েছে। আমি মনে করি যে এ কেবল মাত্র হুযূরের দোয়ার ফল। এজন্য আমি আপনাকে একশত আশি টাকা মাসিক পাঠাতে থাকবো। আমি তো মাহিনা বৃদ্ধির যোগ্য নই। পূর্বে মাহিনার যোগ্য ছিলাম না। সেটাও আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে আপনার খাতিরে দিয়েছেন। *[দৈনিক আলফযল ১১ জানুয়ারী ১৯৫৮]*

সাহসিকতার কারণ ঃ

হযরত শেখ ফযল আহমদ সাহেব ডেরা ইসমাইল খান মোতায়েন ছিলেন। তার কর্নেল (যিনি ইংরেজ ছিলেন) বদলী কিংবা পেনশন পেয়ে বিলাতে যাচ্ছিলেন। তার পার্টি দেয়ার জন্য অফিসের ক্লার্করা সিদ্ধান্ত নেয় যে হেড ক্লার্ক সাহেব সকলের মাহিনা থেকে কিছু টাকা কেটে নেবেন। যা থেকে পার্টির খরচ চালানো হবে। এ অনুসারে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। আর প্রত্যেক ক্লার্কের নামের সামনে টাকার পরিমাণ লিখে সই করানো হচ্ছিল। ঐ তালিকা তার সামনে এলে তিনি দেখেন,তার পক্ষে ঐ টাকা অনেক বেশি। তিনি তা এ কাজের জন্য দিতে পারতেন না। এজন্য তিনি তার নিজের নাম কেটে দেন। এর ফলে দফতরে শোরগোল পড়ে যায়। হেড ক্লার্ক বলেন, " আপনি এ কি করছেন। তিনি উত্তর দেন। আমি এত টাকা দিতে সমর্থ নই। আপনি পার্টির সময় কর্নেল সাহেবের কাছ থেকে জেনে নেবেন? এ কথা জিজ্ঞেস করলে কর্নেল সাহেব বলেন আমার হাতে পার্টির জন্য সময় নেই। দপ্তর বন্ধ হলে তিনি ঘরের দিকে রওনা হন। তখন হেড ক্লার্ক তার এই সাহসিকাতায় আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন। আপনার এই দুঃসাহসের কারণ কি? তিনি বলেন, "আমি আহমদী। সব আহমদী মাসিক চাঁদা দেয়। সেজন্য তারা তাদের খরচের দিকে লক্ষ্য রাখে যাতে তাদের চাঁদার ওপর কোন প্রভাব না পড়ে। আমি চিন্তা করলে মনে হল, হয় চাঁদা দেয়া বন্ধ করতে হবে কিংবা বাড়ীর খরচ দেয়া বন্ধ করতে হবে। তাহলে আপনারা যত টাকা চেয়েছেন তা দিতে পারবো। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে চাঁদা অবশ্যই দিতে হবে। তার জন্য যদি আপনারা নারাজ হন তো হতে থাকেন"। এ কথা শুনে হেড ক্লার্ক বলেন, "বুঝেছি আপনারা এত সাহসী কেন।"

অসন্তুষ্টির কারণ ঃ

প্রাথমিক সময়ে একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কোন তবলীগি বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য ষাট টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় হুযূর (আঃ) এর কাছে এত টাকার ব্যবস্থা ছিল না আর প্রয়োজন খুবই জরুরী ও তাৎক্ষণিক ছিল। হুযূর (আঃ) হযরত মুন্সি যাফর আহমদ সাহেবকে ডেকে বলেন, "এখন এ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আপনার জামাত কি এ টাকার বন্ধবস্ত করতে পারবে। তিনি বলেন, ইনশাআলাহ্ করতে পারবে। আমি গিয়ে টাকা নিয়ে আসছি। সেজন্য তিনি তৎক্ষণাত কপুরথলা রওনা হন। জামাতের কোন সদস্যকে না জানিয়ে স্ত্রীর একটা গহনা বিক্রি করে ষাট টাকা নিয়ে হযরত সাহেবের খেদমতে হাজির হন। হযরত সাহেব খুব সন্তুষ্ট হন। আর কপুরথলা জামাতের জন্য দোয়া করেন। (কারণ মনে করেছিলেন যে এ টাকার ব্যবস্থা কপুরথলা জামাত করেছে)। কিছু দিন পরে মুন্সি অরোড়া সাহেবও লুধিয়ানায় আসেন। হযরত সাহেব তাঁকে খুব আনন্দের সাথে বলেন, 'মুন্সি সাহেব এবার আপনার জামাত খুব প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেছে।" মুন্সি সাহেব খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন হযরত সাহেব কোন সাহায্য! আমার তো জানা!নেই।" হুযূর বলেন, হযরত মুন্সি যাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা থেকে ষাট টাকা নিয়ে এসেছিলেন। মুন্সি সাহেব বলেন, হযরত মুন্সি যাফর আহমদ আমার সাথে তো এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। আর জামাতের কাছেও বলেন নি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো কেন বলেন নি।"এরপর হযরত মুন্সি অরোড়া সাহেব ছ মাস হযরত যাফর আহমদ সাহেবের ওপর এজন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন যে তিনি কেন আমাকে এই খেদমত থেকে বঞ্চিত করেছেন। *[আহমদ ৬ খন্ড পৃষ্ঠা ৭২-৭৩]*

গন্তব্য স্থানের চিহ্ন ঃ

ইমামুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী মোহতরম করিম বিবি সাহেবা সাংসারিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সব সময় মালী কুরবানীতে শরিক হওয়ার সুযোগ খুজতেন। অপেক্ষায় থাকতেন কখন মালী কুরবানীর ডাক আসে। আর তিনি সব কিছু দান করতে পারেন। যখন সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) লন্ডনের মসজিদের জন্য মহিলাদের কাছে চাঁদার জন্য বলেন, তখন তাঁর কাছে অনেক গহনা ছিল। তিনি কেবল একটি গহনা তাঁর শ্রদ্ধেয়া মায়ের স্মৃতি স্বরূপ রেখে অবশিষ্ট সব গহনা স্বেচ্ছায় দিয়ে দেন। আর রূপার গহনা তো সের হিসেবে ছিল। যা তিনি আনন্দের সাথে দান করেন।

তিনি মুসিয়া ছিলেন। আর ওসিয়্যতের সমস্ত চাঁদা খুব গুরুত্বের সাথে হিসেব করে নিজের জীবিত অবস্থায় পরিশোধ করেন। হিস্যা যায়েদাদের টাকা একবার শোধ করে দেন। কিন্তু অফিসের ভুলের জন্য তার সমস্ত টাকা অন্য খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অনেকদিন পরে এ ভুল ধরা পড়ে। এ ভুল কাগজ পত্র সংশোধন সহজে করা যেত। কিন্তু তিনি পছন্দ করেন নি যে, যদি ভুলক্রমেও তার চাঁদা অন্য চাঁদার টাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে তা সেখান থেকে তার খাতে পরিবর্তন করা হোক। সুতরাং তিনি আবার ওসিয়্যতের সমস্ত চাঁদা দিয়ে দেন। *[আহমদ ১ম খন্ড ১৬২-১৬৩ পৃষ্ঠা]*

মূল ঃ মোকাররম আব্দুর কাদির কমর, রাবওয়া
অনুবাদ – **কাওসার আলি মোলা**
সৌজন্যে মাসিক আনসারুলাহ্, রাবওয়া
জুলাই ২০০৫ সংখ্যা

তিন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর

কারাগারের দিনগুলি

[তৃতীয় কিস্তি]

আমাদে পিছনে নামায পড়ে মুসল্লিরা আত্ম তৃপ্তি পেতে লাগলো। কখনও মনির নামায পড়ায় আবার কখনও আমি। পরদিন যোহর নামাযের সময় ৮ নং কক্ষ হতে একজন ভদ্র কিছিমের বয়স্ক মুসল্লি এসে আমার সাথে মোসাফা করে বললেন আমাদের দাওয়াত নিন নামাযের পর বারান্দায় বসে আমরা আপনাদের নিকট হতে মাসলা মাসায়েল, দোয়া কালাম শিখবো। দাওয়াত গ্রহণ করলাম। আমি নামায পড়ালাম। নামায শেষে দুই জন মুসল্লি আমাদের নিতে এসেছে। আমার সাথীরা দোয়া করতে থাকলো। আর আমি গিয়ে অপেক্ষামান মুসল্লিদের পাশে নির্দিষ্ট স্থানে বসলাম। একটা বহস মোনাজেরায় বসেছি বলে মনে হচ্ছে। আমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক তার ইমাম সাহেবের পরিচয় দিলেন তিনি কুরআনে হাফেজ। আমার পরিচয় জানতে চাইলেন, পরিচয় হিকমতের সাথে দেয়ার পর প্রস্তাব করলেন গতকালের মোনাজাতের বিষয়টা নিয়ে। মোনাজাত না করার যুক্তি কোথা থেকে পেলাম আর হাফেজ সাহেব পবিত্র কুরআন হতে প্রমাণ করবেন মোনাজাত আছে। বললাম আমি সুন্নি মুসলমান। শুনেছি নবীজী (সঃ) প্রত্যেক ফরয নামায আদায়ের পর পরই এভাবে মোনাজাত করতেন না। আর না করার পেছনে সুন্দর যুক্তি আছে। এখন যদি আপনি কুরআন শরীফ হতে কোন সূরায় কত আয়াতে মোনাজাতের হুকুম দেখাতে পারেন, তাহলে আমার শুনা কথা পরিত্যাগ করবো। ইমাম সাহেবের সামনে কুরআন রাখা আছে। তিনি এ পাশ ও পাশ উল্টাচ্ছেন কিন্তু ভিতরে যাচ্ছেন না। যুক্তি ধরলেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীও মোনাজাত করেন, অমুক অমুক মৌলানারা কি ভুল করছে? বললাম তারা ইসলামের আদর্শ পুরুষ নহে। স্বয়ং মুহাম্মদ (সঃ) নামায শেষে মোনাজাত করতেন কিনা বের করুন। উপস্থিত শ্রোতাগণ তার কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছেন। আমি শক্ত করে তার কুরআনে হাফেযের দোহাই দিয়ে যখন বললাম তখন অগত্যা বলেছিলেন"– হ্যাঁ কুরআনে আছে "হাসবুন্নাল্লাহি নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা নি'মাননাসির। আল্লাহ্ ফরমাইয়াছেন হে মুসলিমগণ তোমরা বসে থেকোনা নামাযের পর মোনাজাত কর।" সুবহানাল্লাহ হাফেয সাহেব এভাবে আ'ম মানুষদেরকে প্রতারিত করা আপনার উচিত নয়। আপনি যা অর্থ করলেন এ আয়াতের সাথে দূরতম সম্পর্ক নেই। বলূন তো কত নং সূরার কত আয়াত পড়েছেন? আর এই আয়াতের শাব্দিক অর্থ শ্রোতাগণ শুনতে চায়। কি চান না আপনারা? শ্রোতাগণ সবাই হ্যা বলে উঠলেন কিন্তু তিনি অর্থ বলতে ব্যর্থ হলেন। তখন আমি এর শাব্দিক অর্থ শুনিয়ে দিলাম। আরো শুনালাম নামাযের কালামের সম্পূর্ণ শাব্দিক অর্থ। আমার পুর্বের ইমাম সাহেবসহ ২ কক্ষের শ্রোতাগণ আশ্চর্য হয়ে বললেন কত ইমাম ধরা পড়ে জেল হাজতে আসে কিন্তু এভাবে নামাযের বাংলা অর্থ কখনও শুনি নাই। তাহলেতো নামাযেই আসল মোনাজাত করা হয়ে যায়। ইমাম সাহেব লজ্জায় মাথা নীচ করে আছে। তাকে অভয় দিয়ে বললাম আসলে এই ইমাম সাহেবের কোন দোষ নেই,তিনিও শুনে শুনেই আপনাদের শিখাচ্ছেন যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই। তারপর ইমাম সাহেব স্বাভাবিক হয়ে সবিনয়ে জানতে চাইলেন "সবিনা" পড়ানো জায়েয কিনা? অন্যজন প্রশ্ন করলেন অন্যান্য সময় মোনাজাত করা যাবে কিনা? অবশ্যই যাবে, চলুন আমরা এ মহতী মাফিল শেষে মোনাজাত করি আল্লাহ্তাআলা যেন আমাদের ক্ষমা করেন। মুক্তি জলদি করেন। এই বলে হাফেয সাহেবকে মোনাজাত করতে বললে তিনিসহ অন্যান্যরা নামাকে অনুরোধ করলে মোনাজাতে জহেরিভাবে দোয়া করলাম। আমার ৭নং কক্ষের মুসল্লিরা জিতের আনন্দে আত্মহারা, সবাই মোলাকাত করছে। ৮নং রুমের কয়েকজন এসে আমার সাথে মোসাফা করে গেল। এদিন থেকেই ২ কক্ষের লোকেরা আমাদের সম্পর্কে উত্তম মনোভাব পোষণ ও প্রদর্শন করতে লাগলো। হাফেয সাহেব দেখা হলেই মোসাফা করেন দোয়া প্রার্থনা করেন। এছাড়া জেল হাজতে বসে আমরা আরো কিছু উন্নয়নমূলক ও সংস্কারমূলক কাজ করেছি যেমন বাদ ফজর দরসে কুরআনে মানবিক মূল্যবোধ ও জনহিতকর কাজ করার প্রসঙ্গ তুলে ধরছি। সহীহ কুরআন শিক্ষা ক্লাশ করেছি। অপরাধমূলক, গর্হিত কর্ম করা হতে ক্ষমা ও মুক্তির দোয়া সহ ২ সেজদার মধ্যবর্তী দোয়া, বিপদমুক্তি ও প্রশান্তি লাভের দোয়া ও বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল শিক্ষা দিয়েছি। ২জনকে ইমাম প্রশিক্ষণসহ আযান আকামত সহীহ শুদ্ধভাবে শিক্ষা দিয়েছি যেন আমাদের পরেও মুসল্লিদের আস্তা অক্ষুন্ন থাকে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সময়কাল ও তাঁকে মানার গুরুত্ব এবং ঈসা (আঃ)-এর আকাশে জীবিত থাকার ভ্রান্ত ধারণা খন্ডনসহ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসলামে আসল আদর্শ সৌন্দর্য তুলে ধরেছি। কর্তব্যরত পুলিশ জমাদার, হাবিলদার ও মেট আমাদের আদর্শপূর্ণ আচরণে সন্তুষ প্রকাশ করেছেন। যার দরুন হাজতি হয়েও অন্য ১০ জনের চেয়ে বেশি

সুযোগ সুবিধা লাভ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের পিছনে যারা নামায পড়ে তারা আমাদেরকে উস্তাদজি বলে সম্বোধন করতো। খালি কম্বলের উপর শুইলে চুলকানি রোগ হবে বলে তারা নিজেদের অতিরিক্ত বেড কভার, ছেড়া লুঙ্গি আমাদের দিয়েছিল। ময়লাযুক্ত কম্বল সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে শীত নিবারনের জন্য ব্যবস্থা করল। ঘন বসতীতে টয়লেট সমস্যা, ওযুর পানি ও খাবার পানির সংরক্ষণ ইত্যাদিতে আমাদেরকে মুসল্লি ভাইয়েরা অগ্রাধিকারসহ সাহায্য করতেন।

২৭ নভেম্বর রবিবার আমাদের মুক্তি পাবার কথা। বাদ ফজর ইজতেমায়ী দোয়ায় মুসলি-গণ যেভাবে আমাদের মুক্তির জন্য কেঁদেছে তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। একে অপরের নিকট থেকে বিদায় নেওয়া, কোলাকোলির দৃশ্য ছিল অপূর্ব।

সকাল থেকে অপেক্ষা করছি কখন মেট এসে আমাদের নাম ডাকবে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, বিকেল হয়ে যাচ্ছে অনেকের নাম ডাকছে, কিন্তু আমাদের নামে ডাক আসছে না! বিভিন্ন চিন্তা, কল্পনা কাবু করে ফেলছে। একে অপরকে শান্তনা দিচ্ছি। বিকেল ৪টার দিকে আমাদের নামে ডাক আসলো। ৩ বন্ধু তাড়াতাড়ি মেটের পিছু পিছু ইন্টার রুমে প্রবেশ করে খুঁজতে থাকলাম আমাদের লোক কোন পাশে। প্রথমেই যার সাথে দেখা হল তিনি হলেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। তাকে দেখেই অপরাধবোধে কান্না আসতে লাগলো, আমাদের জন্য কষ্ট করে তাঁকে এতদূর আসতে হল! ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করছেন জানতে চাইলাম। তিনি অত্যন্ত শান্ত মাথায় উপদেশ দিলেন আমরা যেন ধৈর্য ধারণ করি। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন মর্মে স্বাক্ষরিত কপি তিনি নিজে দেখেছেন বলে আশ্বস্ত করলেন। মোহতরম সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া জনাব মাহবুবুর রহমান সাহেব, এডভোকেট আব্দুস সামাদ সাহেব এসেছেন আমাদের জন্য। আর আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সুনামগঞ্জ হতে জনাব জানে আলম, মোস্তাক আহমদ বাবুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট নিয়ে আসলেন জনাব আনোয়ার হোসেন, পঞ্চগড়, রংপুর, সৈয়দপুর, ভাতগাঁও, হেলেঞ্চাকুড়ি, ডোহান্ডা, দিনাজপুর হতে আসলেন সর্বজনাব বশির আহমদ মোয়াল্লেম, মিজানুর রহমান, এস এম নূরুল্লাহ, নাসের আহমদ, রফিকুল ইসলাম, মুসলেমউদ্দিন আহমদ, (নাটু শাহ) হামিদুল ইসলাম, আরও দুই জন অ আহমদী।

সারা বাংলাদেশের আহমদী নারী পুরুষ, এমনকি হুযূর (আইঃ)ও এ খবর শুনেছেন এবং ধৈর্য ও মুক্তির জন্য দোয়া, নফল নামায, সদকা করেছেন শুনে আমাদের হৃদয় ভরে গেল, সাহস ফিরে পেলাম। মাওলানা সাহেব অভয় দিয়ে বললেন "শাহ আলম, মনির, রবিউল, তোমরা ধৈর্য ধর আর মাত্র তিনটি দিন অপেক্ষা কর।" এক কাপড়ে এত দিন থাকছি তাই ৩টি গেঞ্জিসহ খাবার সামগ্রী আমাদের জন্য দেয়া হল। এসব নিয়ে পুনরায় ৭নং জেলহাজতে ফিরে এলাম। আমাদেরকে দেখে অনেকে অবাক হচ্ছে, অনেকে হাসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি, হাসছেন কেন? হাজতবাসীরা বললেন ভালই হলো আরো কয়েকটা দিন আপনাদের পিছনে নামায পড়তে পারবো। তিন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম এ তিনটি দিন ভালভাবে কাজে লাগানো দারকার। প্রথম কাজ হবে নামাযী বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় কাজ আরও স্পষ্টভাবে তবলীগ করা। ভাল কাজের নিয়্যত করলে আল্লাহ্তাআলাও সাহায্য করেন বাজামাত নামাযে মুসল্লিদের সংখ্যা হয়ে গেল ২৪ জন। দরসে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ঐ আয়াত এবং ঐ সকল হাদীস উপস্থাপন করি যাতে হাজতিদের নৈতিক অবক্ষয় মুক্ত করা ও উন্নত মানবিক জীবন গড়ার আছে। দেশের ও পৃথিবীর বিরাজমান পরিস্থিতি ও মুক্তির দিশারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতে শামিল হবার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছি। আমাদের কথা বুঝার মত কিছু লোক এখানে অবশ্যই আছে। ৪ জন মুসলি প্রকাশ করেছে যে-"এরূপ শান্তিপূর্ণ আদর্শ যেখানে আছে আমরাও তাদের দলে যেতে চাই! আমরা মুক্তি পেয়ে আপনাদের খোঁজ-খবর করবো।" দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। ৩০ নভেম্বর ২০০৫ইং রোজ বুধবার বাজামাত ফজর নামায দরসে কুরআন দানের পর ৩ বন্ধু বাইরে Morning walk করছি এমন সময় কর্তব্যরত কয়েদী মেট এসে খবর দিলেন "ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ৩ জন বেকসুর খালাস পেয়েছে আপনারা আমার সাথে চলে আসুন।" এ সুখবর শুনে খুশীতে কান্না এসে গেল। অন্যান্য হাজতী বন্ধুরা ছুটে এলো তাদের নিকট হতে বিদায় নিলাম। কেউ কেউ আমাদের সংরক্ষিত চিড়া, মুড়ি, তেল, সাবান, বেসলিন, ইত্যাদি গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাই তাদের মাঝে বিলি করে খালি হাতে মেটের সাথে চলে এলাম, থালা বাটি কম্বল জমা দিতে। তারপর সকালের শেষ নাস্তা ১টি মোটা রুটি আর এক চিমটি গুড় দিল। রুটি মুখে যাচ্ছে না, বের হবার ইচ্ছা। মেট বললো, বের হতে অনেক সময় লাগবে, খেয়ে নিন, মনির ও আমার ২টি আংটি পুলিশ রেখে দিয়েছিল। রবিউল সাহেবের ভারী চশমাও মেট রাইটার চালাকি করে রেখে দিয়েছে। আমরা দৃঢ়তার সাথে এগুলো দাবী করলে পুলিশ ২টি আংটি ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়। চশমা পাবার ফয়সালা করতে গেলে কয়েক ঘন্টা দেরি হয়ে যাবে তাই এটা রেখে চলে এলাম। (চলবে)

–শাহ আলম খান মোয়াল্লেম

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম এর ২ দিন ব্যাপী ২৬তম সালানা জলসা সমাপ্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের ২ দিন ব্যাপী ২৬তম সালানা জলসা ৩রা ও ৪ঠা মার্চ শুক্র ও শনিবার মসজিদ বায়তুল বাসেত চকবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র এই সালানা জলসা ও মিলন মেলায় বিভিন্ন জেলা ও আশপাশের বিভিন্ন জামাত হতে আহমদী, অ-আহমদী, জেরে তবলীগসহ বিপুল সংখ্যক ভাই বোনেরা অংশ নেন। ৩রা মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ **নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব ইমাম ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)** এর সম্মানিত প্রতিনিধি **মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের** সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। হাফেয সরদার আনোয়ার আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের পর হুযূর আকদাস (আইঃ) এর সম্মানিত প্রতিনিধি স্বাগত ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। স্বাগত ভাষণে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ প্রতিফলনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশিত ইসলাম ও সুন্নাহ্ সঠিকভাবে পালন হচ্ছে না বলেই সারা বিশ্বে অশান্তি বিরাজ করছে। সারা বিশ্বে শান্তি আনতে, ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াতে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নির্দেশিত পথ ও খিলাফতের রুজ্জু দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরতে হবে। পবিত্র এই সালানা জলসার প্রথম দিনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাকাম মর্যাদা ও মানবতার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জীবনী বর্ণনা করেন **প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী**। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূমিকা ও সাফল্য, একজন আদর্শ আহমদী, কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও ইসলামের বিজয় ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সত্যতা প্রমাণে যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে **আজহাজ্জ নাজির আহমদ, মাহমুদ হাসান সিরাজী,** আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত জটটগ্রাম ও মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মুরব্বী সিলসিলাহ।

সালানা জলসার দ্বিতীয় ও শেষ দিনের দুটি অধিবেশনেই প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব ইমাম ও পঞ্চম খলীফা হযরত **মির্যা মাসরূর আহমদ** (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি **মাওলানা ফিরোজ আলম**। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব **মাহমুদ হাসান সিরাজী,** আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মোহতরম **মোবাশ্শের-উর-রহমান,** ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। **মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব** শেষ দিনের প্রথম অধিবেশনে লাজনাদের উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে খেলাফতের শতবার্ষিকী ও খোদাতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতার উপর দুটি জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষনীয় বক্তব্য রাখেন। মহতী এই জলসায় জনাব **আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, নেছার আহমদ, আলহাজ্জ এ,কে, রেজাউল করিম, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মতিন** কুরআন-হাদীসের আলোকে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এ কর্মময় জীবনের এক ঝলক, চট্টগ্রামে আহমদীয়াতের বিস্তার, আর্থিক কুরবানী ও ওসিয়্যত, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজী, তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। সালানা জলসার শেষ দিনে অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নোবেল প্রাইজ বিজয়ী প্রথম মুসলমান বিজ্ঞানী **প্রফেসর আব্দুস সালামের** সুযোগ্য ছাত্র, গণিতবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের **প্রফেসর ডঃ জামাল নজরুল,** ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি **আব্দুল মোমিন মিয়া,** বাংলাদেশ ভাষানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি-ন্যাপ ভাষানী ও বাংলাদেশ আন্তঃজেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জোনের সভাপতি **সিদ্দিকুল ইসলাম**। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, **মোহতরম মোবাশ্শের-উর-রহমানের** সমাপ্তি ভাষণের পর হুযূর (আইঃ)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি **মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব** দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রামের ২৬তম সালানা জলসার সমাপ্তি ঘটান।

খালিদ আহমদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত
আঃ মুঃ জাঃ চট্টগ্রাম

সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

২৮/০২/০৬ ইং তারিখ হুযূর (আইঃ) এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের উপস্থিতিতে বানিয়াজান জামাতে সিরাতুন্নবী (সঃ) জলসা ২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় অত্র অঞ্চলের সকল জামাত থেকে সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। জলসায় লাজনাসহ প্রায় ৭০০ জন অংশগ্রহণ করেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসা শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান, প্রেসিডেন্ট আঃ মুঃ জাঃ বানিয়াজান। এরপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ তাসাদ্দক হোসেন, সেক্রেটারী তবলীগ ও জনাব এ, কে রেজাউল করীম সাহেব সেক্রেটারী ওমুরে আমা। রসূল করীম (সঃ)-এর পরমত সহিষ্ণুতার উপর বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ বাংলাদেশ। সর্বশেষ বক্তব্য রাখেন হুযূর (আইঃ) এর সম্মানিত প্রতিনিধি। তিনি দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জলসার শেষে বয়াত অনুষ্ঠান হয়। ৪১ জন বয়াত করেন। আলহামদুলিল্লাহ্

মোঃ আব্দুস সোবহান
প্রেসিডেন্ট, আঃ মুঃ জাঃ বানিয়াজান

নারায়ণগঞ্জ জামাতে ওয়াকফে নও সন্তান ও পিতামাতাগণের তালিমী ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জে গত ১৮/০২/০৬ ইং হতে ২৪/০২/০৬ইং পর্যন্ত ০৬দিন ব্যাপী ওয়াক্‌ফে নও সন্তান ও পিতামাতাগণের তালিমী ক্লাশ ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮/০২/০৬ইং রোজ শনিবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় ক্লাসের উদ্বোধন করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গরামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও, আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ। উদ্বোধনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন ইশতিয়াক আহমদ, নযম পাঠ করেন ওমর আহমদ আদর। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও ও অন্যান্য বক্তাগণ ওয়াকফে নও সন্তান ও পিতামাতাগণের তরবিয়তের বিভিন্ন দিক ও সন্তানদের ওয়াক্‌ফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করনের উদ্দেশ্য বিষদভাবে ব্যক্ত করেন। স্থানীয় মোয়ালেম দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দীন সাহেব ও নায়েব আমীর মোহতরম এডঃ তাইজউদ্দিন আহমদ সাহেবও বক্তৃতা করেন।

পার্শ্ববর্তী ফতুলা জামাত এবং রূপগঞ্জ এর ওয়াকফে নও সন্তানসহ সর্বমোট (১৩+৪)=১৭ জন ওয়াক্‌ফে নও সন্তান এবং তাদের পিতা মাতা ও অন্যান্য সদস্যসহ সর্বমোট ৬৪ জন উপস্থিত হন। এছাড়া এতে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযিয সাদেক সাহেব মুরব্বী, সিলসিলাহ্ বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ মোস্তাক পাটওয়ারী
সেঃ ওয়াকফে নও, আঃ মুঃ জাঃ নারায়ণগঞ্জ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মহান মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালন

গত ১০/০৩/০৬ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস খুব সুন্দরভাবে পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতারমা দীনা নাসরীন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। কুরআন তেলাওয়াত করেন রুখসানা মঞ্জু। আহাদ পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম শামছুর রহমান আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা। নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ। মহান মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন, কোরায়েশা মাজেদ, রাফিজা কবির, এছাড়া লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আবুল খায়ের মোয়াল্লেম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনাও মোহতরমা দীনানাসরীন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

কোরায়েশা মাজেদ
জেনারেল সেক্রেটারী, খুলনা

ফতুল্লা জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস উদ্‌যাপিত

অদ্য রোজ শুক্রবার ০৩/০৩/০৬ইং বাদ জুমুআ ফতুল্লা জামাতের পক্ষ থেকে মসজিদ প্রাঙ্গনে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, ডাঃ বশির আহমদ, উর্দু নযম পাঠ করেন, জনাব নাজমুল ইসলাম সরকার। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ, শামসুদ্দিন আহমদ, কায়েদ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মুসলিম উদ্দিন আহমদ সেঃ তালিম ও তরবিয়ত, আবদুল কাদির জেনারেল সেক্রেটারী ও বোরহান উল হক জয়ীম আনসারুল্লাহ্। সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জানাব কামাল পাশা।

কামাল পাশা
প্রেসিডেন্ট – ফতুল্লা।

শোক সংবাদ

আমার মা আমেনা খাতুন (৬০) স্বামী মৃত: মোঃ করম আলী, গ্রাম: ইসলামপুর, থানা: নবীনগর, জেলা বি-বাড়ীয়া। গত ০৬/০২/০৬ সোমবার ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি মোয়াল্লেম দেওয়ান মোঃ নিজামউদ্দিন সাহেবের তবলীগে গত ৩০/০৬/২০০০ইং-এ আঃ মুঃ জাঃ নারায়ণগঞ্জ জামাতের অধীনে বয়াত গ্রহণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত লাজনা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন, তিনি মোয়াল্লেম সাহেবের শ্বাশুরী মাতা ছিলেন। আমার জানামতে তিনিই ঐ গ্রামে একমাত্র মানুষ যিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করে গ্রামে বসবাস করতেছিলেন। তার মৃত্যুর পর গত ১৭/০২/০৬ শুক্রবার বাদ জুমুআ আঃ মুঃ জাঃ নারায়ণগঞ্জ মসজিদে গায়েবানা জানাযা পড়ানো হয়।

জামাতের সকলের নিকট আমার আম্মার আত্মার মাগফিরাতের এবং মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা ও জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন এজন্য দোয়া প্রার্থী।

–জোৎস্না বেগম

এলান

সম্প্রতি নেযারত বেহেশ্‌তী মাকবেরা, রাবওয়া, পাকিস্তান থেকে সেক্রেটারী সাহেব, মজলিশ কারপরদাজ, বাংলাদেশের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে এক পত্র লিখেন যার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ–

"মোকাররম মোহতরম আমীর সাহেব,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্‌র ফযলে ভাল আছেন। আপনার প্রেরিত রিপোর্ট হুযূর আকদাসের খেদমতে পেশ করা হয়। আল্লাহ্‌তাআলা আপনার প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং আরো বেশি কাজ করার তৌফীক দান করুন, আমীন"

"আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আপনি ৩০০ (তিনশত) ওসীয়্যতের টার্গেট অর্জন করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আপনার চেষ্টা এভাবেই জারী রেখে ২০০৮ সালের খেলাফত জুবিলীর পূর্বে আপনার দেশের চাঁদাদাতাদের কমপক্ষে ৫০% সদস্যকে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল করতে পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যান। আশা করি এ টার্গেট পূর্ণ করতে আপনি সচেষ্ট থাকবেন।

আল্লাহ্‌তাআলা সর্বদা আপনার সাথে থাকুন।" সেক্রেটারী সাহেব, মজলিস কারপরদাজ-এর পত্রের প্রেক্ষিতে হুযূর আকদাস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) এর মোবারক তাহরীকে "লাব্বায়েক" বলে "নেযামে ওসীয়্যতে" শামিল হবার জন্য জামাতের বন্ধুগণকে আন্তরিভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী, ওসীয়্যত
সদর মজলিসে মুসিয়ান
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

নারায়ণগঞ্জ জামাতে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস উদযাপিত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং রোজ সোমবার বাদ আছর আহমদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতরম হেলাল উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজামা পেশ করেন জনাব আহমদ জাকির হোসেন, সভায় উর্দু নযম আবৃতি করেন জনাব ওমর আহমদ আদর। সভায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবসের তাৎপর্য এবং তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব ফজল মাহমুদ, জনাব রফি উদ্দিন আহমদ, জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ, স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব দেওয়ান মোঃ নিজাম উদ্দিন, এডভোকেট জনাব তাইজউদ্দিন আহমদ। ৯৯জন দর্শক শ্রোতা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সবুজ ইশতেহারের প্রতীক হিসাবে উপস্থিত সকল দর্শক শ্রোতা সবুজ ব্যাচ ধারণ করেন। ইজতেমায়ী দোয়া ও মিষ্টি আপ্যায়নের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আহমদ আলী
জেনারেল সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ।

দোয়ার এলান

আমি আমার কানাড প্রবাসী মেঝ মেয়ে রুশদা রাহাত করবী ও জামাতা এস, এম নিজামের প্রথম কন্যা সন্তানের শুভ জন্ম সংবাদ জানিয়ে জামাতের সকল ভাই-বোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

আমাতুল নাজিম উদ্দিন, গাজীপুর

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় সকল জামাতের আমীর /প্রেসিডেন্ট সাহেবগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৪৯তম বৎসরের ঘোষণা হুযূর (আইঃ) ৬ই জানুয়ারী '২০০৬ জুমুআর খুতবায় দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। মসীহ্ মাওউদ (আইঃ)-এর প্রথম যুগের সাহাবাগণের উল্লেখযোগ্য মালি কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করে বর্তমান বিশ্বের সকল আহমদীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বৎসরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সকল নও-মোবাইনগণ যাতে ওয়াক্‌ফে জাদীদের মাধ্যমে মালী কোরবানীর কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ আরম্ভ করেন এবং নবাগতরা যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাইরে না থাকেন।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, নিম্নের ছক মোতাবেক নতুন বৎসরের ওয়াদার তালিকা মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে সত্বর প্রেরণে সচেষ্ট হবেন। উল্লেখ্য যে, আনসার, খোদ্দাম, লাজনার ওয়াদার তালিকা পৃথকভাবে দেখাবেন।

ক্রমিক নং
নাম
বয়স
ওয়াদার পরিমাণ
মন্তব্য

মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন

শহিদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা-১
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২এ (নিচ তলা)
গুশশান ২ ঢাকা ১২১২ ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

সুচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 18th Issue
Fortnightly

The AHMADI

March 31, 2006. ❑ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

তেরগাতী জামাতে অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ-এর ৭ম আঞ্চলিক সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

চট্টগ্রাম জামাতের ২৬তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com